CMYK

চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • কোয়াই • উনয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৬ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

CMYK

সিস্টার
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 25 August, 2020 ■ আগরতলা, ২৫ আগষ্ট, ২০২০ ইং ■ ৮ ভাদ্র, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

নদীপথে দাউদকান্দি থেকে সোনামুড়ায় আসবে পণ্য, অনুমতি বাংলাদেশের

৫ সেপ্টেম্বর জলযান পৌঁছার সম্ভাবনা

আগরতলা, ২৪ আগস্ট (হি.স.)।। অবশেষে আসছে সেই ঐতিহাসিক মুহূর্ত। নদীপথে বাংলাদেশ থেকে পণ্য আসবে ত্রিপুরায়। বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহণ কর্তৃপক্ষ ত্রিপুরায় পরীক্ষামূলক পণ্য রফতানিতে অনুমতি দিয়েছে। ফলে আগামী সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহেই নদীপথে দাউদকান্দি থেকে সোনামুড়ায় পণ্য আসবে। ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এই খুশির খবর রাজ্যবাসীকে জানিয়েছেন। সম্ভবত পাঁচ সেপ্টেম্বর জলযানে পণ্য আসবে সোনামুড়ার দাউদকান্দিতে।

মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আজ এক টুইট বার্তায় বলেন, ত্রিপুরার জন্য এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত! ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে পরীক্ষামূলক জলযান যাত্রা সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে সূচনা হবে। কুমিল্লার দাউদকান্দি থেকে ত্রিপুরার সোনামুড়া পর্যন্ত গোমতি নদী দিয়ে পণ্য আনার জন্য বাংলাদেশ সরকার অনুমতি দিয়েছে।

তাঁর কথায়, পরীক্ষামূলক যাত্রায় বার্জে করে ৫০ মেট্রিক টন সিমেন্ট ঢাকা থেকে সোনামুড়ায় পৌঁছবে। এই প্রথম জলযানে পণ্য ত্রিপুরা পর্যন্ত আসছে। এর জন্য তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কেন্দ্রীয় জাহাজমন্ত্রী মনসুখ মান্ডভিয়াকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। সাথে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

প্রসঙ্গত, দাউদকান্দি থেকে সোনামুড়া ৯৩ কিমি নদীপথে পণ্য আমদানির জন্য ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী দীর্ঘদিন ধরে চেষ্টা করছেন। বাংলাদেশের সাথে নদীপথে চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার সাথে সাথে দরজা খুলে যায় ত্রিপুরার জন্য। সেই মোতাবেক সম্প্রতি বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহণ কর্তৃপক্ষ ওই নদীপথ পরিদর্শন করেছেন। তাতে কিছু সমস্যা তাঁরা পেয়েছেন। কিন্তু সমস্যা নিয়েই পরীক্ষামূলক পণ্য রফতানিতে কর্তৃপক্ষ অনুমতি দিয়েছেন। অবশ্য এতে নিরাপত্তা অবলম্বনে কঠোর বার্তাও দেওয়া হয়েছে।

নদীপথে পরীক্ষামূলক পণ্য আমদানিতে ১০০০ ব্যাগ সিমেন্ট আসবে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আরও পাঁচজনের মৃত্যু
মোট মৃতের সংখ্যা ৭৮

রাজ্যে সর্বোচ্চ ঝুঁকির দিকে এগিয়ে চলেছে করোনা

আগরতলা, ২৪ আগস্ট (হি.স.)।। ত্রিপুরায় করোনায় মৃত্যুর সর্বোচ্চ রেকর্ডের কাছাকাছি ছুঁয়েছে। আজ সোমবার রাজ্যে করোনা আক্রান্ত পাঁচ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ৭৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। ইতিপূর্বে একদিনে সর্বোচ্চ ছয় জনের মৃত্যু হয়েছিল।

করোনা নিয়ে সোমবার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের পৌরহিত্যে পর্যালোচনা বৈঠক হয় মহাকরণে।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ৮,৯২০ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তাদের মধ্যে ৬,৪১৪ জন সুস্থ হয়েছেন। এখনও সক্রিয় করোনা আক্রান্ত রয়েছেন ২,৪০৭ জন। এদিকে এখন পর্যন্ত ত্রিপুরায় ২,৪৫,৫৮৯ জনের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে ২,৪৪,৫৫৪ জনের নমুনা পরীক্ষা হয়েছে। স্বাস্থ্য দফতরের রিপোর্টে দেখা গেছে, বর্তমানে ত্রিপুরায় করোনা সংক্রমণের হার ৩.৬৫ শতাংশ। তেমনি রোগ-মুক্তির হার ৭২.০৫ শতাংশ। মৃতের হার ০.৮৮ শতাংশ এবং প্রতি এক লক্ষে পরীক্ষা হয়েছে ৬১,১৭৫ জনের।

ত্রিপুরায় সম্প্রতি মৃতের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। করোনায় আক্রান্ত হয়ে আজ পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে। ফলে মৃতের সংখ্যা ৭৮-এ পৌঁছেছে। এদিকে, আজ ৭৩ জন করোনা মুক্ত হয়ে ছুটি পেয়েছেন।

এদিকে, করোনা-য় সর্বোচ্চ ঝুঁকির দিকে এগিয়ে চলেছে ত্রিপুরা। এখনই মানুষ সতর্ক না হলে পরিণতি ভয়াবহ হবে। আজ সোমবার আগরতলা সরকারি মেডিক্যাল কলেজে কাউন্সিল হল-এ আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে এই আশঙ্কার কথা জানালেন স্টেট লেভেল কোভিড কোর কমিটির সদস্যরা। কমিটির তিন সদস্যের দাবি, সর্বোচ্চ হারে নমুনা পরীক্ষায় করোনা আক্রান্তের সন্ধানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হবে। নয়তো, অক্টোবরে করোনা-র প্রকোপ ভয়ঙ্কর রূপ নেবে। সেই পরিস্থিতি মোকাবিলা সাধ্যের মধ্যে থাকবে না।

করোনা-প্রকোপের লাগামহীন বৃদ্ধি ত্রিপুরাকে নতুনভাবে দুঃশ্চিন্তায় ফেলেছে। ফলে, আজ মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব করোনা পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেছেন। সাথে ভবিষ্যত কর্মপদ্ধতি স্থির করেছেন তিনি। করোনা পরিস্থিতি নিয়ে কোর কমিটির সদস্য প্রফেসর ড় সুব্রত বৈদ্য বলেন, অন্য জটিল রোগে আক্রান্তরা করোনায় মারা যাচ্ছেন। তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, সম্প্রতি পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় দ্রুতগতিতে করোনা-র প্রকোপ বেড়ে চলেছে। তাঁর কথায়, করোনা আক্রান্তের নমুনা পরীক্ষায় টালবাহানা এবং হাসপাতালে যাওয়ার ভীতি মৃত্যুর জন্য অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এদিন কোর কমিটির অপর সদস্য মাইক্রো বায়োলজিস্ট ড় তপন মজুমদার বলেন, ত্রিপুরায় গত ১ সপ্তাহে সংক্রমিতের হার ৯-১০ শতাংশ। কিন্তু বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলেছে, সংক্রমিতের হার ৫ শতাংশের মধ্যে রাখা খুবই জরুরি। তিনি গভীর চিন্তা প্রকাশ করে বলেন, সংক্রমিতের হার ১০ শতাংশ থেকে বাড়লে পরিস্থিতি ভয়াবহ রূপ নেবে। সাথে তিনি বলেন, অক্টোবরের মধ্যে সংক্রমণ না কমলে পরিস্থিতি মোকাবিলা সাধ্যের বাইরে চলে যাবে।

তিনি গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, করোনা মোকাবিলায় মানুষ সহযোগিতা করছেন না। সংক্রমণ চেপে রাখায় আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে। তাঁর দাবি, বাড়ি বাড়ি সমীক্ষায় মানুষ মোটেও সহযোগিতা করেননি। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বোধজংনগরে ফাঁসিতে ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার প্রেমিক যুগলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ আগস্ট।। আবারও প্রেমিক যুগলের জোড়া মৃতদেহ উদ্ধার। ঘটনা বোধজংনগর থানা এলাকার রাজারবান এলাকায়। গভীর জঙ্গলে এক প্রেমিক যুগলের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হল সোমবার দুপুরে। আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে বোধজংনগর থানাধীন রাজারবান এলাকায়। জোড়া মৃতদেহের মধ্যে প্রেমিককে সনাক্ত করা গেলেও প্রেমিকাকে এখনও সনাক্ত করতে পারেনি পুলিশ। মৃত প্রেমিকের নাম সঞ্জিৎ ঘোষ। তার বাড়ি একই এলাকায়।

পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করলেও মৃত্যু নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। তবে মৃতদেহে অনেকটাই পচন ধরে গেছে। সোমবার দুপুরে বোধজংনগরের বাজারবান এলাকার গভীর জঙ্গলে একটি গাছে জোড়া মৃতদেহ দেখতে পেয়ে স্থানীয়রা পুলিশে খবর দেয়। বোধজংনগর থানার পুলিশ, এস ডি পি ও প্রিয়া মাধুরি মজুমদার ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। এদিকে স্থানীয় লোকজনরাও ভীড় জমিয়েছেন। উপস্থিত সকলেই মৃত যুবক সঞ্জিতকে সনাক্ত করতে পারলেও যুবতীকে সনাক্ত করতে পারেনি। সঞ্জিতের ভাইয়ের বক্তব্য, সে বিবাহিত ছিল। ৩ বছরের একটি কন্যা সন্তানও রয়েছে। পরিবারে কোন ঝামেলা ছিল না। কিন্তু মৃত যুবতীর সাথে তার কি সম্পর্ক? কেনই বা আত্মহত্যা এনিয়ে তিনি কিছুই বলতে পারেননি।

এদিকে বোধজংনগর থানার পুলিশ এই ঘটনায় একটি অস্বাভাবিক মৃত্যু ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বাস্থ্য দফতরে করোনার থাবা, বিশেষ অনুমতি নিয়ে বন্ধ কাজকর্ম, হল স্যানিটাইজ

আগরতলা, ২৪ আগস্ট (হি.স.)।। প্রশাসনিক আধিকারিক এবং তিন চিকিৎসক সহ ২০ জনের করোনা আক্রান্তের ঘটনায় সোমবার রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতর বন্ধ রাখা হয়েছে। স্যানিটাইজ করার জন্যই বিশেষ অনুমতি নিয়ে আজ একদিনের জন্য কাজকর্ম বন্ধ রাখা হয়েছে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডা. শুভাশিস দেববর্মা।

তিনি বলেন, স্বাস্থ্য অধিকর্তা কার্যালয় এবং পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধ দফতরে প্রশাসনিক আধিকারিক তিন চিকিৎসক ও ১৭ জন কর্মী করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। তাই, ওই দুই কার্যালয় স্যানিটাইজ করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। তাই, আজ বিশেষ অনুমতি নিয়ে একদিনের জন্য স্বাস্থ্য ভবনে কাজকর্ম বন্ধ রাখা হয়েছে। তাঁর কথায়, শনি ও রবিবার স্বাস্থ্য ভবনে স্যানিটাইজ করা হয়েছে। গত দুদিন সরকারি ছুটি থাকায় সমস্যা হয়নি। কিন্তু আজ ছুটির দিন নয়। ফলে রাজ্য সরকারের কাছ থেকে বিশেষ অনুমতি নিয়ে একদিনের জন্য কাজকর্ম বন্ধ রাখা হয়েছে। তিনি বলেন, দুই দফতরেই স্যানিটাইজ করার কাজ সমাপ্ত হয়েছে। আগামীকাল থেকে যথারীতি কাজকর্ম শুরু হবে।

পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধ দফতরের অধিকর্তা ডা. রাধা দেববর্মা বলেন, করোনা আক্রান্তের সন্ধান মিললে স্যানিটাইজ করা বাধ্যতামূলক। তাই, আজ স্বাস্থ্য ভবন বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত হয়েছে। তাঁর কথায়, স্বাস্থ্য অধিকর্তা কার্যালয়ে ৯ জন এবং পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধ দফতরে ১১ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ৩ জন চিকিৎসক, একজন জনসংযোগ আধিকারিক এবং গ্রুপ-সি ও গ্রুপ-ডি মিলিয়ে বাকি ১৬ জন রয়েছেন।

নানা সমস্যার মুখে বিএড ও ডিএলএড কোর্সের ছাত্রছাত্রীরা, অধিকর্তার দ্বারস্থ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ আগস্ট।। তপশিলী উপজাতি কল্যাণ দপ্তর থেকে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়। সেখানে উল্লেখ করা হয় গরীব পরিবার থেকে বাছাই করা মেধাবীদের দুই বছরের জন্য বহিঃ রাজ্যে পাঠানো হবে বি এড এবং ডি এল এড কোর্সের জন্য। সরকারী ভাবে থাকা খাওয়া একং কোর্স ফি বহন করা হবে বলে জানানো হয়। কিন্তু একবছর পর দেখা যায় পড়ুয়াদের কাছ থেকে কোর্স ফি চাওয়া হচ্ছে। ক্রামগত পড়ুয়াদের উপর চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে কোর্স ফি দেওয়ার জন্য।

কোর্স ফি না দিলে মার্কসিট প্রদান করা হবেনা বলে প্রতিষ্ঠান থেকে চাপ দেওয়া হচ্ছে। হতাশা গ্রস্থ হয়ে পড়ছে পড়ুয়ারা। এই নিয়ে দপ্তরের সঙ্গে বহু বার কথা বলা হলেও সমস্যার সমাধান হয়নি। এই অবস্থায় সোমবার গুর্খাবস্তী স্থিত তপশিলী জাতি কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যায় এই কোর্সে পাঠরতরা। তাদের দাবি সরকারী ভাবে দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে হবে। বিজ্ঞপ্তি অনুজায়ী তারা জাতে দুই বছরের বি এড এবং ডি এল এড কোর্স করতে পারে তার জন্য ব্যবস্থা গ্রহনের দাবি জানান। তাদের বক্তব্য আগে দেখা করার পর তাদের দপ্তর থেকে জানিয়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চিকিৎসক হেনস্তা মামলায় সহকারী সরকারি আইনজীবীর জামিন মঞ্জুর

আগরতলা, ২৪ আগস্ট (হি.স.)।। চিকিৎসক হেনস্তা মামলায় গ্রেফতার সহকারী সরকারি আইনজীবী করণজিৎ দে-র জামিন আবেদন আজ সোমবার ত্রিপুরা হাইকোর্ট মঞ্জুর করেছে। ৫০ হাজার টাকা বন্ডের বিনিময়ে তিনি জামিন পেয়েছেন।

এ-বিষয়ে সরকারি আইনজীবী রতন দত্ত জানিয়েছেন, চিকিৎসক হেনস্তা মামলায় আজ ত্রিপুরা হাইকোর্টে বিচারপতি অরিন্দম লোধের বেঞ্চে ধৃত করণজিৎ দে-র জামিনের আবেদনের উপর শুনানি সম্পন্ন হয়েছে। তিনি বলেন, আদালতের নির্দেশ মোতাবেক তদন্ত প্রক্রিয়া সমাপ্ত হয়েছে। সাথে টিআই প্যারেড এবং ১৬৪ সিআরপিসি-তে বয়ান লিপিবদ্ধ হয়েছে। আজ আদালতে পুলিশ কেস ডায়েরিও জমা দিয়েছে। তাই আদালত করণজিৎ দে-র জামিনের আবেদন মঞ্জুর করেছে।

করণজিৎ দে-র কেঁসুলি রাজীব সাহা জানিয়েছেন, ৫০ হাজার টাকার বন্ডের বিনিময়ে আদালত তাঁর মক্কেলের জামিন মঞ্জুর করেছে। সাথে তদন্তে পুলিশকে সহায়তা, কোনও প্রভাবিত না করা, পালিয়ে না যাওয়ার শর্ত জুড়ে দিয়েছে আদালত। রাজীববাবু জানিয়েছেন, আগামী ২৮ আগস্ট নিম্ন আদালতে তাঁর মক্কেলের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রেগার মজুরীর দাবীতে পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ আগস্ট।। রেগার ন্যায্য মজুরির টাকা মিটিয়ে দেওয়ার দাবিতে সোমবার ধলাই জেলার আমবাসার জগন্নাথ বাড়িতে আমবাসা গন্ডাছড়া সড়ক অবরোধ করেন শ্রমিকরা। শ্রমিকদের অভিযোগ কাজ করার পরও তাদের ন্যায্য মজুরি টাকা মিটিয়ে দেওয়া হচ্ছে না। রেগামাস্টার নাকি জানিয়েছেন তারা যে পরিমাণ কাজ করার কথা সেই পরিমান কাজ হচ্ছে না ,সে কারণেই নাকি তাদের মজুরি টাকা মিটিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। শ্রমিকদের সঙ্গে এ ধরনের কার্যকলাপে ক্ষুব্দ শ্রমিকরা। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনা আক্রান্ত বিধায়িকা মিমি মজুমদারের অবস্থা সঙ্কটজনক

স্থানান্তরিত আইসিইউতে

আগরতলা, ২৪ আগস্ট (হি. স.)।। করোনা আক্রান্ত বিজেপি বিধায়িকা মিমি মজুমদারের অবস্থা সঙ্কটজনক হওয়ায় তাকে আইসিইউ-তে ভর্তি করা হয়েছে। তাঁর প্রচন্ড শ্বাসকষ্ট হচ্ছে বলে চিকিৎসক-রা জানিয়েছেন। জানা গিয়েছে তাঁর রক্তস্বল্পতা দেখা দিয়েছে।

গত শনিবার ত্রিপুরার বাধারঘাট বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়িকা মিমি মজুমদারের কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজিটিভ এসেছিল। সাথে তাঁর স্বামীর রিপোর্টও পজিটিভ এসেছিল। তাঁর শ্বাসকষ্টের সমস্যা হওয়ায় ওইদিনই চিকিৎসকরা তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করেন এবং অক্সিজেন দেন। তাতে, তিনি কিছুটা সুস্থ অনুভব করায় বিধায়িকা ও তাঁর স্বামী-কে হোম আইসোলেশনে থাকার পরামর্শ দেন চিকিৎসকরা। গতকালকে দুজনকে হোম আইসোলেশনে রাখা হয়েছিল। কিন্তু, আজ দুপুরের পর থেকে পুনরায় বিধায়িকার শ্বাসকষ্টের সমস্যা দেখা দেয়। সঙ্গে সঙ্গে জি বি কোভিড হাসপাতালের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ষোল দফা দাবীতে কাল সব মহকুমায় আন্দোলন সংগঠিত করবে সিপিএম

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ আগস্ট। করোনা পরিস্থিতিতেই সিপিএম রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় নানা আন্দোলন কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। রাজধানী আগরতলা শহর ও শহরতলীতে জনগণের বিভিন্ন দাবী নিয়ে ব্যাপক পোস্টারিং করা হচ্ছে। এই পোস্টারিংয়ে বাধা দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন সিপিএম রাজ্য সম্পাদক গৌতম দাস। গত ২০ আগস্ট থেকে সিপিএম রাজনৈতিক অবস্থান থেকে কর্মসূচি ঘোষণা করেছে এবং এ সময়ে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে কর্মসূচি পালন করছে বলে নেতৃবৃন্দ দাবি করেন।

সিপিএম রাজ্য সম্পাদক গৌতম দাস আহূত এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন এ সময়ের মধ্যে জনগণের দাবি নিয়ে মাঠে রয়েছেন তারা। যেসব দাবি উত্থাপন করা হয়েছে এগুলো মানুষের দাবি, জনগণের দাবি। ২০১৮ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিজেপি যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছে এসব প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা হচ্ছে না। আর এ কারণে মানুষ মাঠে নেমেছেন, ঘর থেকে বেড়িয়ে পড়েছেন। এ পরিস্থিতিতে সিপিএম মনে করে জনগণের ১৬ দফা দাবি নিয়ে ঘরে ঘরে পৌঁছা দরকার। তাই দল গত ২০ আগস্ট থেকে অঞ্চল ভিত্তিক এবং অন্যান্য জায়গায় ছোট ছোট সভা মিছিল কিংবা জমায়েত সংগঠিত করে কর্মসূচি পালন করছে। মূল কর্মসূচি আগামী ২৬ আগস্ট পালন করা হবে। সারা রাজ্যেই এই কর্মসূচি থাকবে।

এদিন সিপিএম রাজ্য সম্পাদক গৌতম দাস বলেন যেসব জায়গায় কর্মসূচি সংগঠিত হচ্ছে, ওইসব জায়গায় মানুষ দলে দলে ঘর থেকে বেড়িয়ে পড়েছে। ব্যাপক সাড়া পেয়েছে সিপিএম দাবি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গৃহবধূর ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ আগস্ট।। ইন্দ্রনগর এর একটি ভাড়া বাড়ি থেকে এক গৃহবধূর ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। মৃত গৃহবধূর নাম মিতালী দেবনাথ। স্বামীর নাম পিন্টু দেবনাথ। তাদের বাড়ি কাঞ্চনপুর এ বলে বাড়ির মালিক জানিয়েছেন। ইন্দ্রনগর এর একটি বাড়িতে ভাড়া থেকে পিন্টু দেবনাথ কাজ করে সংসার চালাতে বলে জানান বাড়ির মালিক। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি হত। আশঙ্কা করা হচ্ছে পারিবারিক বিরোধের জেরে ওই গৃহবধূ আত্মহত্যা করেছে। এ ব্যাপারে আগরতলা পূর্ব মহিলা থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়।ঘটনার খবর পেয়ে পূর্ব আগরতলা মহিলা থানার পুলিশ এসে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পরিবারতন্ত্র থেকে মুক্ত হচ্ছে না কংগ্রেস আপাতত সভানেত্রী থাকছেন সোনিয়াই

।। অভিজিৎ রায়চৌধুরী।। নয়াদিল্লি, ২৪ আগস্ট।। দিনভর টানা পোড়েনই সার ! পরিবারতন্ত্র থেকে মুক্ত হচ্ছে না কংগ্রেস। সোনিয়া গান্ধীই আপাতত কংগ্রেসের অন্তর্বর্তীকালীন সভাপতি থাকছেন। সোমবার প্রায় সাত ঘণ্টা ধরে চলল কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক। তাতে ছিল 'মান-অভিমা'। পরে আবার তা মিটেও গেল। ফলে দিনের শুরুতেই দায়িত্ব থেকে "অব্যাহতি"-র আর্জি জানিয়েও ইস্তফা দিলেন না সোনিয়া গান্ধী। শেষ পর্যন্ত ওয়ার্কিং কমিটির অনুরোধ মেনে অন্তর্বর্তী সভাপতি হিসেবে কাজ চালিয়ে যেতে রাজি হয়েছেন তিনি। আগামী ছ'মাসের মধ্যে কংগ্রেসের যে অধিবেশন ডাকা হবে, সেই পর্যন্ত দলের দায়িত্বভার সামলাবেন সোনিয়াই।

দলের অন্দরে প্রবল টানাপড়েনের মধ্যেই সোমবার বেলা ১১টা থেকে শুরু হয় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির ভার্চুয়াল বৈঠক। সোনিয়া গান্ধী দলের অন্তর্বর্তী সভানেত্রী পদ থেকে অব্যাহতি চাওয়ার পরে আজকের বৈঠকে তাঁর উত্তরসূরি মনোনয়নের বিষয়টিই আজকের বৈঠকের মূল আলোচ্য ছিল। এদিন ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকের গোড়াতেই সোনিয়া তাঁর ইচ্ছার কথা জানিয়ে দেন। কিন্তু সেই সঙ্গে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেন দলের এক শ্রেণীর নেতার বিরুদ্ধে। সম্প্রতি কংগ্রেসের ২৩ জন নেতা সোনিয়া গান্ধীকে চিঠি লিখে কংগ্রেসের দিশাহীনতা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। সেই চিঠির কথা ফাঁস হয়ে যায়। সেই প্রসঙ্গ টেনেই সোনিয়া বলেন, দল এমনিতেই সংকটে ছিল। তার মধ্যে এ ধরনের চিঠি লেখা কি দরকার ছিল। আপনাদের কোন কথা আমি শুনিনি। কী করিনি? এতে কি দলের ভাল হল? সোনিয়া কথা শেষ করার আগেই তাঁর পাশে বসে রাহুল বলেন, যাঁরা এই চিঠি লিখেছেন তাঁরা দলের ক্ষতি করেছেন। আমার তো মনে হয় এঁরা বিজেপির সঙ্গে আঁতাঁত করে এসব করেছেন।

যে ২৩ জন নেতা সোনিয়াকে চিঠি লিখেছিলেন তাঁদের মধ্যে মাত্র তিন জন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য। এঁরা হলেন, গুলাম নবি আজাদ, আনন্দ শর্মা এবং জিতিন প্রসাদ। রাহুলের এ কথা শুনেই তীব্র আপত্তি জানান, গুলাম নবি। তিনি বলেন, রাহুল যে অভিযোগ করেছেন তা প্রমাণ করুক, আমি ইস্তফা দিয়ে দিচ্ছি। সোনিয়াকে চিঠি লিখেছিলেন কপিল সিব্বলও। রাহুল ওয়ার্কিং কমিটির ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা ৩১১ ▫ ২৫ আগস্ট ২০২০ ইং ▫ ৮ ভাদ্র ▫ মঙ্গলবার ▫ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

পরিবারতন্ত্রের মুক্তির তাগিদ

ভারতের জাতীয় কংগ্রেস এক গভীর যোগসন্ধিক্ষণে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। যে কংগ্রেস দীর্ঘদিন দেশ শাসন করিয়াছে সেই কংগ্রেস নেতৃত্বের সংকটে হাবুডুবু খাইতেছে। একথা স্বীকার্য যে সারা ভারতবর্ষে কংগ্রেসের মতো এত বড় সংগঠন বিজেপি ছাড়া আর কোনও দলের নাই। অথচ এই প্রাচীন দল মরিয়া মরিয়া বাঁচিয়া থাকে। রাজনীতির প্রাজ্ঞরা ইহাতে বেদনাহত হন, অনুশোচিত হন। কারণ, দেশে যদি শক্তিশালী বিরোধী দল না থাকে। তাহা হইলে গণতন্ত্রের সমাধি রচিত হয়। বিজেপি কেন্দ্রের ক্ষমতায়। সেখানে কংগ্রেস প্রতিদ্বন্দ্বি দল হিসাবে তেমন শক্ত ভিত গড়িয়া তুলিতে পারে নাই। কংগ্রেস অনেক চেষ্টা করিয়াছে পরিবারতন্ত্রের বাইরে পা রাখিতে। কিন্তু, সেই উদ্যোগও বারবার হোচট খাইয়াছে। পরিবারের তন্ত্রের বাইরে কংগ্রেস দাঁড়াইতে পারিবে না। বিজেপির নরেন্দ্র মোদির প্রতিদ্বন্দ্বি হিসাবে রাহুল গান্ধী যে একেবারেই বাল সুলভ তাহা বারবার পরীক্ষিত হইয়াছে। জনপ্রিয়তার দিক দিয়া রাহুল কোনও আকর্ষণ দিতে পারেন নাই। ইন্দিরা গান্ধীর নৃশংস মৃত্যুর পর পুত্র রাজীব গান্ধী যে সহানুভূতির হাওয়া পাইয়াছিলেন রাহুলের ভাগ্যে সেই সহানুভূতির হাওয়া জুটে নাই। রাজীব গান্ধীর নৃশংস মৃত্যুর পর সোনিয়া রাহুল সম্পূর্ণ গান্ধী পরিবারই রাজনীতির অন্তরালে চলিয়া যান। কংগ্রেসের হাল ধরেন সীতারাম, নরসীমা রাওরা। কিন্তু, দিনে দিনেই কংগ্রেস ক্ষয়িষ্ণু হইতে থাকে। এই অবস্থাতে দেশজুড়িয়া কংগ্রেসীরা আওয়াজ তুলে সোনিয়া লাও দেশ বাঁচাও। হঠাৎ একদিন সোনিয়া গান্ধী কংগ্রেসের সভানেত্রী হিসাবে আবির্ভূত হইলেন। সীতারাম নরসীমা রাওরা কার্যত গলা ধাক্কা খাইয়া বিদায় নিলেন। সোনিয়ার তখন মনোবাসনা একটাই ছিল যেন তেন প্রকারেণ রাহুল গান্ধীকে প্রধানমন্ত্রী তখতে বসানো। কিন্তু, রাহুল একটার পর একটা নিবাচনে সৈনাপত্য করিয়াছেন। কিন্তু, পরাজয়ের গ্লানি তাঁহাকে বিধ্বস্ত করিয়াছে, কংগ্রেস দলকে দূর্বল করিয়াছে। গত লোকসভা নির্বাচনেও বিজেপির অসামান্য সাফল্য কংগ্রেসের বুকে পেরেক পুঁতিয়া দিয়াছে। এই যখন পরিস্থিতি তখন কংগ্রেস শাসিত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা এবং কংগ্রেসের অনেক নেতাই পরিবারতন্ত্রের বাইরে দলের নেতৃত্বের পক্ষে সওয়াল করেন। সোমবার কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে সোনিয়া গান্ধী স্পষ্টতই জানাইয়া দিয়েছেন তিনি কংগ্রেস নেতৃত্বে থাকিবেন না। দুই মাসের মধ্যে সভাপতি নির্বাচনের জন্য তিনি মত প্রকাশ করেন। সোনিয়া গান্ধী রাজনীতিতে কতখানি তুখোর তাহার প্রমাণ ইতিপূর্বে মিলিয়াছে। প্রধানমন্ত্রী পদে বসিবার সুযোগ পাইয়াও প্রত্যাখ্যান করিবার মত শক্তি তিনি দেখাইয়াছেন। অন্তরের টানে তিনি সেদিন প্রধানমন্ত্রীর পদ অস্বীকার করিয়াছিলেন। সেই পদে বসাইয়াছিলেন গান্ধী পরিবারের একনিষ্ঠ ভক্ত ডঃ মনমোহন সিংকে। রাষ্ট্রপতি পদে চানক্য বলিয়া পরিচিত প্রণব মুখার্জীকে বসাইয়া পুরস্কৃত করেন। এই ইতিহাস আজকের রাজনীতির ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে কতখানি আলোচিত বলা মুশকিল। তবে, ইহা ঠিক কংগ্রেস আসমুদ্র হিমাচল বিচরণ করিতেছে।

ভারতবর্ষের রাজনীতির আকাশে ঘন অন্ধকার আনাগোনা করিতেছে। বিজেপির শক্তিমত্ততা এবং ক্ষমতা দখলের আগ্রাসী মনোভাব বিরোধী দলগুলিকে প্রায় নিশ্চিহ্নের পথে নিয়া যাইতেছে। দেশজুড়িয়া একটি শক্তিশালী বিরোধী দল না থাকিবার কারণে দেশের গণতন্ত্র স্বাধীনতা আজ অনেকটাই বিপন্ন। কংগ্রেস সেখানে বিকল্প ভূমিকা নিতে পারিত। কিন্তু, দলের মধ্যে গোষ্ঠীবাজী, রাজ্যে রাজ্যে গোষ্ঠীতন্ত্র এই দলকে একেবারেই পতনউন্মুখ করিয়াছে। এই অবস্থা হইতে সহজে উত্তরণ যে প্রায় অসম্ভব সোনিয়া তাহা হাড়ে হাড়ে বুঝিয়া গিয়াছেন। রাজ্যে রাজ্যে কংগ্রেসীরা কি জিনিস সোনিয়া রাহুলের চাইতে কে বেশি বুঝিবে? দুর্ভাগ্যের এইখানেই যে ভারতবর্ষে সহসাই শক্তিশালী বিরোধী দল গড়িয়া উঠিবার সম্ভাবনা নাই। মানুষের কল্যাণ, দেশের কল্যাণ সর্বোপরি সর্বঅংশের কল্যাণের লক্ষ্যে শক্তিশালী বিরোধী দলের প্রয়োজন কতবেশী তাহা নতুন করিয়া বলিবার অপেক্ষা রাখে না। এই ছোট্ট ত্রিপুরা রাজ্যে কংগ্রেস মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার শক্তি হারাইয়াছে। কংগ্রেসের দুই মহিলা কাউন্সিলার কংগ্রেসের দুর্যোগ দেখিয়া টিকিট পাইবার আশায় বিজেপির হাত ধরিয়াছেন। নীতি আদর্শ রাজনীতিতে সবই এখন কথার কথা। ক্ষমতা দখল করাই একমাত্র লক্ষ্য। সেখানে নীতি আদর্শের কোন বালাই নাই। আর এই বাস্তব ঘটনাই দেশের রাজনীতিকে চরম বিপন্নের পথে নিয়া গিয়াছে। সুস্থ সচেতন মানুষ এখন রাজনীতির প্রতি মোহগ্রস্ত নয়। বরং যাহারা রাজনীতিতে অংশ নিতেছে তাহাদের প্রতি সাধারণ মানুষ অবিশ্বাস সন্দেহের চোখে দেখিয়া থাকেন। রাজনীতির এমন দুর্যোগ ইতিপূর্বে আর আসে নাই। কংগ্রেস গান্ধী পরিবার মুক্ত হইতে পারিবে কি না তাহা আগামী দিনই বলিতে পারে।

ভারত ছাড়ো আন্দোলনে যৌবনের দীপ্ত উদ্বোধন

সুতপা ভট্টাচার্য চক্রবর্তী

ইংরেজ তুমি ভারত ছাড়ো........ রক্তে গনগনে আঁচ.......যৌবনের দীপ্ত কণ্ঠস্বরে বেসামাল সাম্রাজ্যবাদ।

১৯৪২-এর আগস্ট আন্দোলনের এই স্লোগানে কেঁপে উঠেছিল গোটা দেশ। শহীদের রক্তে রাঙা হয়ে উঠেছিল মাটি। দিনটা ৯ আগস্ট---দেশজুড়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে আপামর ভারতবাসীর তীব্র আন্দোলন। ভারতছাড়ো আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী দেশমাত্র মহান সন্তানদের শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়ে এ প্রতিবেদনের সূচনা।

ভারত ছাড়ো আন্দোলনের প্রকৃত চিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাওয়া যায় যে এখানে প্রতিষ্ঠিত নেতারা অনেকটাই সরে গিয়েছেন। উঠে আসছেন বাম ও অধিকতর জঙ্গি তরুণ কর্মীগণ। ফলে এখানে চলার ছন্দে অনেক বেশি স্বাচ্ছন্দ্য লক্ষ্য করা যায়। এতে সামাজিক অবস্থানে নিচু তলার কর্মীরা অনেক বেশি অংশগ্রহণ করেন। নিচ থেকে চাপ দেওয়ার বিরাট সুবিধা সৃষ্টি হয়। ভারতীয় জাতীয় আন্দোরনের মতো কৃতিত্বপূর্ণ প্রাথমিক সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতির বিষয়টি তাৎক্ষণিক সাংগঠনিক তৎপরতার আলোকে মূল্যায়ন করা যাবে না, বরং জনগণের ওপর ও আন্দোলন কতটুকু প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল তার ওপর ভিত্তি করে বিষয়টি বিচার করতে হবে।

ভারত ছাড়ো আন্দোলনে শ্রমিকদের অংশগ্রহণ ছিল লক্ষণীয়। সমাজের উচ্চ শ্রেণির লোকেরা এ আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন। এ ধরনের সমর্থনের ফলে আন্দোলনের কর্মীরা বেশ কার্যকর গুপ্ত সংস্থা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। এর মধ্যে একটি গোপন বেতারকেন্দ্রও ছিল। এটি বোম্বেতে ঊষা মেহতার পরিচালনায় তিন মাস পরিচালিত হয়েছিল। আইন অমান্য আন্দোলনে মধ্যবিত্ত শ্রেণির ছাত্ররা তেমন একটা যোগ দেয়নি, কিন্তু ১৯৪২ সালের আন্দোলনে অন্তর্ঘাতমূলক তৎপরতার সংগঠন হিসেবে অথবা উদ্দীপনাদাকারী হিসেবে তারাই ছিল প্রথম সারিতে। কোনও কোনও অঞ্চলে, বিশেষ করে বিহারে এ আন্দোলন দুর্দমনীয় হয়ে ওঠার কারণ হল ব্যাপকভাবে কৃষকদের অভ্যুত্থান। বস্তুত, ১৯৪২ সালের ভারত ছাড়ো আন্দোলন ব্রিটিশ বিরোধী সকল আন্দোলনকে অতিক্রম করে গিয়েছিল। যার কারণে সম্ভবত আন্তঃশ্রেণির চাপা উত্তেজনা এবং সামাজিক উত্তাপ প্রশমিত হয়। এ আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, এ আন্দোলনে ব্যক্তিগত সম্পত্তির ওপর তেমন আক্রমণ হয়নি, এমনকি ১৯৩০-৩৪ সালের মতো রাজস্ব বন্ধ আন্দোলনও ততটা সর্বব্যাপী হয়নি। ভারত ছাড়ো আন্দোলন ১৯২০-২২ ও ১৯৩০-৩৪ সালের পূর্ববর্তী আন্দোলনের মতো নিয়ন্ত্রিত ও স্বেচ্ছামূলক আন্দোল ছিল না। এটা প্রথানুগ সত্যাগ্রহের রূপ পরিগ্রহ করেনি। এটা ছিল শেষ করার যুদ্ধ, একটি প্রকাশ্য বিদ্রোহ, সংগুপ্ত এবং

দ্রুত ব্যবস্থা যা দেশকে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের মধ্যে ফেলে দেবে এবং যে কোনও মূল্যেই বিদেশি আধিপত্যের অবসান ঘটবে।

ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া হিসেবে ভারত ছাড়ো আন্দোলনের স্বতঃস্ফূর্ততা ও প্রস্তুতিমূলক প্রশ্নটিকে বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাওয়া যায় যে নেতৃবৃন্দের গ্রেফতার জনগণকে আতঙ্কিত ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে ফেলে। ধর্মঘট, বিক্ষোভ, মিছিল চলতে থাকে এবং এগুলিতে জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণ সরকারকে শঙ্কিত করে তোলে। জনগণের মধ্যে ব্যাপক উত্তেজনা দেখা দেয় এবং এর থেকেই শুরু হয় সংঘাত। জনগণেণ জন্য কোন প্রকার দিক নির্দেশনা চিল না। নেতৃবৃন্দ হয় পর্দার অন্তরালে অথবা আত্মগোপনে চলে যান। আবেগ তখন চরমে ছিল। বিভিন্ন ব্যক্তি ও দলতাদের নিজস্ব অবস্থান থেকে তাদের ধারনা অনুযায়ী পরিস্থিতিকে ব্যাখ্যা করতে থাকে এবং তারা যা ভালো মনে করেন সেভাবেই কার্যক্রম পরিচালনা করেন। অব্যাহত পুলিশি নির্যাতন এবং রাষ্ট্রীয় অধ্যাদেশ জনগণের চিন্তা-চেতনাকে আরও উদ্দীপ্ত করে তোলে। এ সময় আইন অমান্য আন্দোলনের কোন প্রকার ডাক ছিল না। অতএব যা ব্যক্তিগত ক্ষোভ ও বিরোধিতা থেকে শুরু হয়েছিল তা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে আন্দোলনে রূপান্তরিত হয় এবং আন্দোলন পরিণত হয় বিদ্রোহ।

ভারত ছাড়ো আন্দোলনে কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা নিয়ে বহু নেতিবাচক ধারণা প্রচলিত থাকলেও এখটু পুরনো দলিল ঘাঁটলেই দেখতে পাওয়া যাবে যে, এই সময় ভারতের ইংরেজ সরকার কানপুর, জামশেদপুর আর আমেদাবাদে একের পর এক কারখানায় ধর্মঘটে অতিষ্ঠ হয়ে উঠছিল। ফলস্বরূপ ভারত সরকারের এক প্রতিনিধি ৫ সেপ্টেম্বর ১৯৪২ তারিখের এক ডেসপ্যাচে লন্ডনে সেক্রেটারি অফ স্টেট-কে জানাচ্ছে, সব সময় যা আশঙ্কা করা হয়েছে, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির অধিকাংশ সদস্যের আচরণে সেটাই সত্যি প্রমাণিত হল। আসলে তারা ব্রিটিশ বিরোধী বিপ্লবী।

ভারত ছাড়ো 'ভারত ছাড়ো আন্দোলনের ইতিহাস চর্চা করতে গেলে দেখতে পাওয়া যাবে যে তাতে সাধারণ মানুষ সব ভেদাভেদ ভুলে অংশ নিয়েছিলেন। হিন্দু, মুসলমান, দলিত, ব্রাহ্মণ, রাজপুত যে যেখানে ছিলেন, সবাই এক হয়ে অংশ নিয়েছিলেন বলেই ভারত ছাড়ো সফল হয়েছিল।

ব্রিটিশ সাংবাদিক এডওয়ার্ড লোয়ে সেই ১৮৫৭-য় লিখে গিয়েছিলেন, ভারতবর্ষের শুয়োর ঘেন্না-করা এবং শুয়োর খাওয়া মানুষ, গোভক্ত আর গো-খাদক মানুষ যেদিন এক হবে, সেদিন ব্রিটিশ রাজত্বের ভবিষৎ শেষ। ভারত ছাড়ো আন্দোলনে এটাই সম্ভব হয়েছিল।

এই আন্দোলনের সাফল্যের আখ্যানে একটি আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিতও রয়েছে। ১৯৪২ সালের মাঝামাঝি সময়ে জাপানি সেনারা ভারতের সীমান্তে পৌঁছাচ্ছিল। যুদ্ধ শেষ হওয়ার আগেই ভারতের ভবিষ্যতের অবস্থা সম্পর্কেত সমস্যা সমাদানে চিন, যুক্তরাষ্ট্র এবং ব্রিটেন থেকে চাপ বাড়ছিল। ১৯৪২ সালের মার্চ মাসে প্রধানমন্ত্রী ব্রিটিশ সরকারের খসড়া ঘোষণার বিষয়ে আলোচনার জন্য মন্ত্রিসভার সদস্য স্যার স্টাফোর্ড ক্রিপসকে ভারতে প্রেরণ করেছিলেন। খসড়াটি যুদ্ধের পরে ভারতকে কর্তৃত্বের মর্যদা দেয় কিন্তু অন্যথায় ১৯৩৫ সালের ব্রিটিশ সরকার আইনে কিছুটা পরিবর্তন স্বীকার করে। খসড়াটি অগ্রহণযোগ্য ছিল ফলে ভারতীয় নেতৃবৃন্দ এটি প্রত্যাখ্যান করেছিল। ক্রিপশ মিশনের ব্যর্থতা, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় জাপানিদের অগ্রগতি এবং ভারতে ব্রিটিশদের সঙ্গে সাধারণ মানুষের দূরত্ব এই আন্দোলনের আরও একটি কারণ বলে গণ্য করা যেতেই পারে।

এসময় ১৯০৮ সালের ফৌজদারি আইন সংশোধন আইনের অধীনে ভারতীয়দের সমিতি বেআইনি ঘোষণা করা হয়েছিল। ভারতের প্রতিরক্ষা বিধির নিয়ম অনুসারে প্রকাশ্য সভা সমাবেশ নিষিদ্ধ করে দমন নিপীড়ন নীতির পূর্ণ নেতৃত্বকে গ্রেফতারের ফলে ভারত জুড়ে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখা দেয়। ভারত ছাড়ো আন্দোলনের প্রেক্ষিতে হাজার হাজার মানুষ নিহত ও আহত হয়েছিল। অনেক জায়গায় ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছিল। ব্রিটিশরা ব্যাপকহারে বন্দি করে এই বিক্ষোভগুলি দ্রুততার সাথে দমন করেছিল ১০ লক্ষেরও বেশি লোককে বন্দি করা হয়েছিল। 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন, সর্বোপরি, ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতীয় জনগণকে একে করেছিল। যদিও বেশিরভাগ বিক্ষোভগুলি ১৯৪৪ সালের মধ্যে দমন করা হয়েছিল, তবুও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে ব্রিটেনের স্থান নাটকীয়ভাবে পরিবর্তিত হয়েছিল এবং ভারতের স্বাধীনতার দাবিকে আর উপেক্ষা করা যায়নি।

ইংরেজ তুমি ভারত ছাড়ো ---১৯৪২-এর আগস্ট আন্দোলনের এই স্লোগানে কেঁপে উঠেলি এ রাজ্যও। শহিদের রক্তে রাঙা হয়ে উঠেছিল মেদিনীপুরের মাটি। ১৯৪২, ৯ ই আগস্ট দেশজুড়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে 'ভারত চাড়ো আন্দোলনের' যে মেদিনীপুরের মাটিতে।

মেদিনীপুর জেলায় ভারত ছাড়ো আন্দোলন এক গণবিদ্রোহের রূপ নেয়। তমলুক ও কাঁথি মহকুমায় এর গভীরতা ও ব্যাপকতা ছিল বেশি। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে মাতঙ্গিনী হাজরার অবদান বিশেষভাবে স্মরণীয়। মাতঙ্গিনী হাজরা ছিলেন গান্ধিজীর অনুরাগী একজন গ্রাম্য বিধবা মহিলা। মহাত্মা গান্ধি ভারত ছাড়ো আন্দোলনের ডাক দিলে মাতঙ্গিনী হাজরা এই আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। মেদিনীপুরে মাতঙ্গিনী হাজরা ও রামচন্দ্র বেরার নেতৃত্বে হাজার হাজার মানুষ ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে ২৯ শে সেপ্টেম্বর নানাদিক থেকে এসে তমলুক থানা ও আদালত অবরোধ করেন। ৭৩ বছর বয়স্কা কৃষকবধূ মাতঙ্গিনী হাজরা তমলুক আদালত শীর্ষে ভারতের ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা তুলতে গিয়ে ব্রিটিশের গুলিতে প্রাণ হারান। মাতঙ্গিনী হাজরারা দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগের আদর্শ জাতিকে উদ্বুদ্ধ করে। অজয় মুখার্জি, সুশীল কুমার ধাড়া ও সতীশচন্দ্র সামন্তের নেতৃত্বে লালবাড়ির দখল নেওয়া হয় ও অজয় মুখার্জির উদ্যোগে ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে ১৭ ডিসেম্বর তমলুক মহকুমায় 'তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার' গঠিত হয়। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

রাজ্যের উপজাতিয় রাজনীতির এক বলিষ্ঠ নাম অমিয় দেববর্মা

প্রদীপ চক্রবর্তী

রাজ্যের উপজাতিয় রাজনীতির এক বলিষ্ঠ নাম অমিয় দেববর্মা।কোন একসময়ের পাহাড় দাপিয়ে বেড়ানো তরুন তুর্কি নেতা এবং ত্রিপুরা

উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদের মুখ্য নির্বাহী সদস্য অমিয় কুমার দেববর্মা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন আজ। তাঁর মৃত্যুতে উপজাতিয় রাজনীতির অপূরনীয় ক্ষতি হল।এই অপূরণীয় ক্ষতিতে আইএনপিটি দল যেমন হারিয়েছে এক বলিষ্ঠ ও তাত্বিক নেতাকে তেমনি রাজ্য হারিয়েছে সম্প্রীতির সেতুকে।

দীর্ঘ দিন ধরে অসুস্থ ছিলেন অমিয় দেববর্মা। গত তিন বছরে সম্ভবত ৪ বার হায়দ্রাবাদে অপারেশন হয়েছে তাঁর।সেই অপারেশনের পর থেকেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। কখনো একটু সুস্থ বোধ করলে পার্টি অফিসে যেতেন।অন্যথায় বাড়ীতে ই থাকতেন। তিন কন্যা ও এক পুত্রের পিতা অমিয় দেববর্মা দীর্ঘ দিন দারিদ্রতার সাথে লড়াই করেছেন। পুত্র,কন্যাদের পড়াশোনা করাতে গিয়ে হিমশিম খেয়েছেন।যদিও উনার স্ত্রী সব দায়িত্ব সামলেছেন।দল করতে করতেই তার সংসারের দিকে নজর দেয়ার ফুরসৎ হয়নি।

খুব কাছে থেকে দেখেছি অমিয়কে।খোয়াইর চেবরী বাজারের পূর্বাংশের গ্রাম বিদ্যামোহন পাড়ার অমিয় দেববর্মা খোয়াই একাদশ শ্রেণীতে পড়াশোনা করেছেন ও পড়ে এমবিবিতে স্নাতক হয়েছেন।কলেজে থাকতেই রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন।তখন যুব সমিতির অফিস ছিল অভয়নগরে প্রয়াত বুদ্ধ দেববর্মণের বাড়ীতে। সেখানে থাকতেন ও তিনি। প্রথমেই অমিয় দেববর্মা,ভীষ্ম দেববর্মা টিএস এফে জড়িয়ে পড়েন।টিএস এফ করতে করতেই শুরু হয় পার্বত্য অঞ্চলে পথচলা। অমিয়, ভীষ্ম, রবীন্দ্র দেববর্মণ পার্বত্য অঞ্চলে জনজাতিয়দের সমস্যা নিয়ে যেমন আন্দোলন করতেন তেমনি প্রশাসনিক স্তরে দরবার চালাতেন।একসময় অমিয় দেববর্মা ট্রাইবেল স্টুডেন্ট ফেডারেশন(টিএস এফ) র সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।এরপর যুব সমিতির নুতন প্রান সনার হয়।নানা ইস্যুতে দূর্বার আন্দোলন গড়ে তুলেন অমিয় দেববর্মা র নেতৃত্বাধীন টিএস এফ।অমিয় যেমন একজন সংগঠক ছিলেন, তেমনি ছিলেন সুবক্তা।এক সময় পাহাড়ে গেলে চানল্য হত। সুদর্শন অমিয় দেববর্মা যেখানেই গেছেন জনজাতিয়দের ঢল নামে।বিশেষ করে উপজাতিয় যুবতীরা।এ আমার দেখা।

ছয়ের পাতায়

করোনাকালে নারীর প্রজনন, স্বাস্থ্য ও অধিকার সঙ্কটের মুখে

দীপক সাহা

একটি সর্বভারতীয় দৈনিক খবরটা দেখে শিউরে উঠাম। করোনাকে সদ্য জয় করে ওঠা এক প্রসূতির সদ্যোজাত শিশুও করোনায় আক্রান্ত। দিল্লির রামমনোহর লোহিয়া হাসপাতালের ঘটনা। হাসপাতালে কর্তৃপক্ষের দাবি বিরল এমন ঘটনা আমাদের দেশে এই প্রথম। চিকিৎসকদের মত, এই ঘটনা প্রমাণ করল, গর্ভাবস্থায় মায়ের থেকে করোনায় সংক্রমিত হতে পারে শিশু।

যে কোনও অতিমারীর প্রাদুর্ভাবই ব্যক্তি, সমাজ এবং কাঠামোর ওপর নানাভিধ প্রভাব ফেলে। বলা বাহুল্য, কোভিড-১৯ 'র মত রোগের আকস্মিক আবির্ভাবে মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হচ্ছে। একই সঙ্গে নারীদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য নতুন ধরনের অভিজ্ঞতা ও সঙ্কটের মুখোমুখি হচ্ছে। করোনা মহামারীর ফলে নতুন এক অস্বাভাবিক সামাজিক অভিজ্ঞতা অর্থাৎ কোয়ারেন্টাইন, সামাজিত দূরত্ব, গণপরিবহণ ব্যবহার ও চলাচলের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা, প্রশাসনের কোভিড-১৯ মোকাবিলায় লেজেগোবরে অবস্থা, স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোতে অপ্রতুল জনবল, ওষুধ ও চিকিৎসা সরঞ্জামের অভাব প্রভৃতি নারীর যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যের ওপর বিস্তৃত পরিসরে প্রভাব ফেলেত বাধ্য। নববিবাহিত, গর্ভবতী অথবা সদ্যপ্রসূত মায়েদর মধ্যে যাদের পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির চাহিদা রয়েছে, প্রসবপূর্ব ও প্রসব পরবর্তী স্বাস্থ্যসেবা প্রয়োজন রয়েছে তাঁরা কোভিড-১৯ দ্বারা প্রভাবিত হতে পারেন। আমাদের দেশে হাজারও নারী ও বিবাহিত কিশোরীরা দেশের স্বাভাবিক পরিস্থিতিতেই যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক নানাবিধ সঙ্কটের মধ্যে বেঁচে থাকেন, বিশেষ করে যারা শহরের বস্তি এলাকাও গ্রামঞ্চলে বসবাস করে। তাছাড়া যেসমস্ত গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়েরা করোনায় আক্রান্ত হচ্ছেন তাদের পরিস্থিতি কি হতে পারে তা এখনও পর্যন্ত অনুমানসাপেক্ষ। গর্ভাবস্থায় বিভিন্ন রকমের হরমোন নিঃসরণ হওয়ার ফলে নারীদের শারীরিক ও মানসিক অবস্থা পরিবর্তিত হয়, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায় এবং পুরো শরীর ভীষণরকম নাজুক অবস্থায় থাকে। চিকিৎসা বিশেষজ্ঞদের মতে গর্ভবতী নারীরা করোনায় আক্রান্ত হলে খুবই সতর্কতা ও সেবার প্রয়োজন। গর্ভবস্থার মতো আরেকটি জরুরি বিষয় হল সদ্যপ্রসূত মায়েদের প্রববোত্তর সেবা এবং ব্রেস্টফিডিং কাউন্সেলিং। অনুমান করা কঠিন নয় যে কোয়ারেন্টাইন, সামাজিক দূরত্ব,যোগাযোগ ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা ও স্বাস্থ্যব্যবস্থার কোভিড-১৯ সৃষ্ট চাপের ফলে গর্ভকালীন সেবা নিতে না পারা, প্রয়োজনীয় পরীক্ষা নিরাক্ষা (প্রেসার ও ডায়াবেটিক চেপআপ) করতে না পারা, জরুরি ওষুধপত্র সংগ্রহ ও গ্রহণ করতে না পারা, কোভিড-১৯ কে ঘিরে সামাজিক হেনস্থা ও অসমতা প্রভৃতি গর্ভাবস্থা ও প্রসবোত্তরকালে নারীও নবজাতকের স্বাস্থ্য পরিস্থিতিকে মারাত্মক জটিল করে তুলেছে।

কোভিড-১৯ নারীর জন্মনিয়ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনাও ব্যাহত করতে পারে। বিভিন্ন বয়সি নারীদের চাহিদা ও প্রেক্ষিতের ওপর নির্ভর করে কার জন্য কোন ধরনের জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি প্রয়োজন। এদের অনেকেরই হয়তো যে কোনও পদ্ধতি গ্রহণের পূর্বে একজন স্বাস্থ্যকর্মী অথবা চিকিৎকের কাছ থেকে বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করে নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা থাকে, যেমন, কি কি ধরনের জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি রয়েছে। কোন কোন পদ্ধতি তাদের জন্য মানানসই। এসমস্ত পদ্ধতি কোথায় পাওয়া যায়। কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে সামাজিক দূরত্বের বাধ্যবাধকতায় ওপরের যে কোনও সমস্যাই প্রকট হয়ে উঠতে পারে অর্থাৎ নারীরা অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভধারণ করে ফেলতে পারেন এবং এর দরুন অন্যান্য সামাজিক সমস্যার মুখোমুখি হতে পারেন এইসব সে নিশ্চিত করা সম্ভব না হলে।

মে মাসের প্রথম সপ্তাহে ইউনিসেফের একটি বিজ্ঞপ্তিতে বাল হয় যে, বিশ্বব্যাপী করোনা মহামারী ঘোষণার পর থেকে পরবর্তী ন'মাসের মধ্যে এশিয়ার মধ্যে ভারতের সবচেয়ে বেশি শিশু জন্মগ্রহণ করবে। অন্ততত দুই কোটিরবেশি শিশু জন্মগ্রণ করবে যা শুধু ব্যক্তি ও পরিবারের ওপরই না দেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থার ওপরও মারাত্মক চাপ সৃষ্টি করবে। শিশুর এই অস্বাভাবিক জন্মহার ভারতবর্ষের মত রাষ্ট্রে ওপর অত্যন্ত সুদূর প্রসারী প্রভাব বিস্তার করতে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

বিশ্বের বিভিন্ন স্বাস্থ্যসংস্থা কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে গর্ভবতী ও প্রসূতি মা এবং সামনের সারির স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের স্বাস্থ্যকে বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করছে। কোভিড-১৯ এর দ্বারা নারীর প্রজননন স্বাস্থ্য যাতে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত না হয়, গর্ভবতী মায়েরা যাতে নিরাপদে বাচ্চা প্রসব করতে পারে, নিয়মিতভাবে গর্ভ ও প্রসবকালীন এবং প্রসব পরবর্তী স্বাস্থ্যসেবা নিতে পারে, নবজাতককে বুকের দুধ পান করাতে পারে সেদিকে দৃষ্টি রাখতে বলা হচ্ছে। ফলপ্রসূভাবে কোভিড-১৯ মোকাবিলা করার জন্য একটি কর্মক্ষম এবং সক্ষম স্বাস্থ্যব্যবস্থা দরকার। কিন্তু ভারতের মতো দেশে যেকানে সামর্থ্য কম বা কাঠামোহত সীমাবদ্ধতা রয়েছে তাদের পক্ষে এই সমস্ত সুপারিশ বাস্তবায়ন করা আসলে কতখানি সম্ভব?

অন্যদিকে কোভিড-১৯ এর কারণে ঘোষিত সামাজিক দূরত্ব এবং লকডাউনকালে যে সমস্ত নারীদের সন্তান প্রসবের ক্ষণ নির্ধারিত ছিল তাদের সকলেই নির্বিঘ্নে সন্তান প্রসবে সক্ষম হয়েছেন এমনটা ধারণা কার দূরূহ। এক্ষেত্রে ইউনিসেফের সুপারিশ স্বাস্থ্যকর্মীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে গর্ভকালীন, প্রসবকালীন এবং প্রসবোত্তর সেবা প্রদান করা ভারতের মতো স্বাস্থ্যব্যবস্থায় বাস্তবায়ন করা এক অলীক কল্পনা মাত্র। যে কোন মহামারীর লিঙ্গীয় প্রবাবও উপেক্ষা করার মতো নয়। নারীর লিঙ্গীয় ভূমিকা গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়েদের অধিকতর কোভিড-১৯ সংক্রমণের ঝুঁকিতে ফেলে দিতে পারে কারণ পারিবারিক পরিসরে নারীরাই মূলত শিশু, কিশোর, বয়স্ক ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের দেখাশোনার দায়িত্ব পালন করে থাকে। ফলে গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়েদের যথাসম্ভব পারিবারিক কাজের ভার কমিয়ে দিয়ে পরিবারের অন্যান্য লোকজনের মধ্যে ভাগাভাগি করতে হবে। কিন্তু ভারতের মত পিতৃতান্ত্রিক মতাদর্শে গৃহশ্রম বিভাজনের প্রেক্ষাপটে এটি কতটা সম্ভব? মহামারি ঠেকাতে বাধ্যতামূলক সামাজিত বিযুক্তি বরং গৃহস্থালীর সহিংসতা বাড়াতে অনুঘটক হিসাবে কাজ করছে। তাছাড়া কাভিড-১৯ সংক্রমণের সঙ্গে সামাজিক হেনস্থার ভয়, আক্রান্ত গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়েদের 'একঘরে' করে রাখা তাদেরকে আরও নাজুক পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

কোভিড-১৯ মহামারীর মাধ্যমে বর্ণ, গোত্র, লিঙ্গীয় এবং সম্পদের অসাম্যপূর্ণ অবস্থা তৈরি হচ্ছে। আয়ের পথ বন্ধ হওয়া, দারিদ্র্য ক্ষমতাহীন হওয়া, অসহিষ্ণুতা এই বিষয়গুলো মোটামুটিভাবে নারীর যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং এ বিষয়ক অধিকারের ক্ষেত্রে প্রভাবক হিসাবে কাজ করে। মানবাধিকার বিষয়ক নীতিমালা আমাদেরকে এব্যাপারে করণীয় কি তা ঠিক করতে সাহায্য করতে

ছয়ের পাতায়

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

রোহিঙ্গাদের ভাসান চরে পাঠানো শুরু করতে চায় বাংলাদেশ

মনির হোসেন,ঢাকা,আগষ্ট ২৪।। ভাসান চরে ১ লাখ রোহিঙ্গাদের থাকার ব্যবস্থা করতে সেখানের অবকাঠামো উন্নয়নে প্রচুর বিনিয়োগ করেছে সরকার। বর্ষা মৌসুমের পরে “যাওয়া ও পরিদর্শন” কর্মসূচির আওতায় রোহিঙ্গাদের ভাসান চর দ্বীপে প্রাথমিকভাবে স্থানান্তর শুরু করতে চায় বাংলাদেশ।

পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন বলেন, আমরা শিগগিরই একটি যাওয়া ও পরিদর্শন সফরের (কর্মসূচি) ব্যবস্থা করবো। বর্ষার পর আমরা রোহিঙ্গাদের প্রাথমিকভাবে স্থানান্তর শুরু করার প্রত্যাশা করছি। তিনি আরও বলেন, সম্প্রতি বঙ্গোপসাগরে থেকে উদ্ধার হওয়া ৩০৬ জন রোহিঙ্গাকে ভাসান চরে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে এবং তারা সেখানে ভালো আছেন। পররাষ্ট্রসচিব বলেন, জাতিসংঘের দলও পরিদর্শন করতে পারে এবং মানবাধিকার কর্মী ও গণমাধ্যমের লোকদের জন্য সরকার আরও পরিদর্শনের ব্যবস্থা করবে। ভাসান চরে ১ লাখ রোহিঙ্গাদের থাকার ব্যবস্থা করতে সেখানের অবকাঠামো উন্নয়নে প্রচুর বিনিয়োগ করেছে সরকার। মিয়ানমারে অনুকূল পরিবেশের অভাব এবং দুটি ব্যর্থ প্রত্যাবাসন প্রচেষ্টার কথা তুলে ধরে মোমেন বলেন, রোহিঙ্গারা রাখাইনের পরিবেশ নিয়ে এখনো স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছে না। রাখাইন রাজ্যের পরিবেশের পরিবর্তন আনতে এবং রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসন বাস্তবায়নে মিয়ানমারকে বোঝানোর জন্য বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলোর প্রতি আহ্বান জানান তিনি।

সোমবার (২৪ আগস্ট) কানাডিয়ান হাইকমিশন ও নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশের সাউথ-এশিয়ান ইনস্টিটিউট অব পলিসি অ্যান্ড গভর্নেন্সের (সিআইপিজি) সেন্টার ফর পিস স্টাডিজ (সিআইপিজি) আয়োজিত “রোহিঙ্গা ক্রাইসিস: ওয়েস্টার্ন, এশিয়ান এবং দ্বিপীয় দৃষ্টিভঙ্গি” শীর্ষক ওয়েবিনারকে বক্তব্য দেওয়ার সময় এসব কথা বলেন পররাষ্ট্রসচিব। দ্বিপীয়, বহুপাকি এবং আঞ্চলিক সম্পর্কের কয়েকটি মূল বিষয় নিয়ে তারা কাজ করছেন। রোহিঙ্গা সঙ্কটের সমাধানের উপায় সন্ধানের নিয়ে ধারণা তৈরি এবং মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গির আদান প্রদানের উদ্দেশ্যে এর আয়োজন করা হয়েছে।

কর্মকর্তারা বলেন, রোহিঙ্গাদের নিরাপদ ও টেকসই প্রত্যাবর্তনের জন্য রাখাইনে “অনুকূল পরিবেশের অভাবের কারণে এ সংকট চতুর্থ বছরে প্রবেশ করা সত্ত্বেও মিয়ানমার কোনো রোহিঙ্গাকে এখনো ফিরিয়ে নেয়নি।” ২০১৭ সালে আগস্ট মাসে মিয়ানমারের সামরিক বাহিনী রাখাইন রাজ্যে গণহত্যা শুরু করলে ৭ লাখ ৪০ হাজারেরও বেশি রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়।

অসমে করোনা নিয়ন্ত্রণের নামে হাজার কোটির কেলেঙ্কারি, অভিযোগ প্রদীপ দত্তরায়ের

শিলচর (অসম), ২৪ আগস্ট (হি.স.) : বরাক উপত্যকা সহ সমগ্র অসমে করোনা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের নামে কম করেও এক হাজার কোটি টাকার বৃহৎ কেলেঙ্কারি সংঘটিত হয়েছে। বিস্ফোরক এই অভিযোগ উত্থাপন করেছেন সারা কাছাড় হাইলাকান্দি কারিমগঞ্জ ছাত্র সংস্থার (আকসা) প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি তথা গুয়াহাটি উচ্চ আদালতের আইনজীবী প্রদীপ দত্তরায়।

পাশাপাশি বিশাল অঙ্কের এই কেলেঙ্কারির বিষয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল কিছুই জানেন না বলেও উল্লেখ করেছেন তিনি। প্রদীপ দত্তরায় তাৎপর্যপূর্ণভাবে বলেন, মুখ্যমন্ত্রী সনোয়াল স্বাস্থ্য দফতরের ওপর বিরক্ত হয়ে প্রধানমন্ত্রীর কাছে নালিশ জানিয়েছেন বলে তাঁর কাছে নাকি খবর রয়েছে। তাই মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়ালের কাছে করোনা মোকাবিলায় অসমে এ পর্যন্ত কত কোটি টাকা মঞ্জুর হয়েছে এবং কোন কোন খাতে ওই টাকা খরচ হয়েছে তার স্বচ্ছ হিসাব সরকারের পক্ষ থেকে প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন প্রদীপ। তাঁর ধারণা, হাজার কোটি টাকার কেলেঙ্কারি হয়েছে অসমে। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে থেকে হাজার হাজার কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে প্রত্যেকটি রাজ্যকে। কিন্তু বাস্তবে এত সব টাকার সঠিক প্রয়োগ হয়নি। তাই এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের মাধ্যমে এ সবের নিরপেক্ষ তদন্ত করার প্রসঙ্গিকতা জরুরি হয়ে উঠেছে, দাবি প্রদীপ দত্তরায়ের।

আগামী বৃহস্পতিবার (২৭ আগস্ট) ভোর থেকে বরাক উপত্যকার তিন জেলায় লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে। এই লকডাউনের অর্থ বুঝতে পারছেন না প্রদীপ। বর্তমানে সারা দেশে আনলক প্রক্রিয়া চলছে, কিন্তু হঠাৎ করে বরাক উপত্যকার তিন জেলায় পুনরায় লকডাউন জারি করার এমন কী অবস্থা হয়েছে? সরকার কাছে এর স্পষ্টীকরণও দাবি করেছেন তিনি। এতে একটি বিষয় প্রমাণিত, সরকার তথা প্রশাসন করোনা পরিস্থিতি সামাল দিতে ব্যর্থ হয়েছে। আর ব্যর্থতার দায় জনসাধারণের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে লকডাউন জারি করা হচ্ছে। সাধারণ মানুষের কষ্ট, দুর্দশা সবকিছুতে এই লকডাউনের প্রভাব পড়বে। তাই এর দায় কে নেবে? প্রশাসন এবং স্বাস্থ্য দফতরের ব্যর্থতার জন্য আজ সারা রাজ্যের শুধুমাত্র বরাক উপত্যকায় লকডাউন দেওয়া হচ্ছে, এর পেছনে কোন যুক্তি লুকিয়ে আছে? প্রশ্ন তুলে প্রদীপ বলেন, আসলে জনসাধারণের কল্যাণে নয়, গোটাকয়েক ব্যবসায়ীদের স্বার্থে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন প্রদীপ দত্তরায়। রবিবার রাতে লকডাউন জারি করা হতে পারে বলে প্রশাসনের এক কর্তা ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে জিনিসপত্রের দাম বাড়াতে শুরু করে দিয়েছে অসাধু ব্যবসায়ী সিন্ডিকেট। আলু ৩৫ টাকা থেকে এক লাফে ৫২ টাকায় পৌঁছে গেছে। পেঁয়াজ ৩০ টাকা থেকে ৪০ টাকা। প্রতিটি জিনিসের মূল্য বাড়তে শুরু করেছে। ব্যবসায়ীরা এই সুযোগে একতরফা মুনাফা লুটবেন। তাদের স্বার্থেই লকডাউন দেওয়া হয়েছে, বলেছেন তিনি।

সাধারণ মানুষ এখন বুঝে গেছেন, এই লকডাউনের পেছনে কার কী স্বার্থ রয়েছে। তাঁরা এই লকডাউন কোনওভাবেই মেনে নেবেন না। সাধারণ মানুষ এই লকডাউনকে ব্যর্থ করে সরকারকে বুঝিয়ে দেবেন, জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনও কিছু করা সম্ভব নয়। ১৩ আগস্ট সর্বদলীয় সভায় স্থানীয় সাংসদ, বিধায়ক এবং সাধারণ মানুষের উপস্থিতিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, উপত্যকায় কোনও ধরনের লকডাউন জারি করা হবে না। তার পর কীভাবে গোপনে রাতের অন্ধকারে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়? প্রশ্ন প্রদীপ দত্তরায়ের।

শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের দুর্দশার শেষ নেই। হাসপাতালটি এক চূড়ান্ত অবহেলার স্থান হয়ে দাঁড়িয়েছে। তা দেখেও জেলাশাসক জেলার সমস্ত নার্সিংহোমকে কোভিড হাসপাতলে রূপান্তরিত করছেন না কেন? তাঁর জিজ্ঞাসা, শিলচরের সাংসদ ডা. রাজদীপ রায়ের জীবনজ্যোতি হাসপাতাল নামের একটি বিরাট প্রতিষ্ঠান রয়েছে, সেটাকে কেন কোভিড সেন্টারে পরিণত করা হচ্ছে না? সাংসদ রাজদীপ রায়ের ওপর হামলা করে প্রদীপ বলেন, সাংসদকে দেখা যায় সকাল-বিকেল শুধু খাবারের ফটো ফেসবুকে পোস্ট করছেন এবং লকডাউনের সমর্থনে কথা বলছেন। জনপ্রতিনিধি হয়ে সাংসদ জনগণকেই বিভ্রান্ত করছেন। অথচ তাঁকে (সাংসদ) কোনও করোনা আক্রান্ত পরিবারের পাশে দাঁড়াতে দেখা যায়নি। বাড়ির ড্রয়িং রুমে বসে একের পর এক বিবৃতি দিয়ে চলেছেন।

প্রদীপ দত্তরায় আরও বলেন, গত ২০ জুলাই স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা বলেছিলেন, শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থার মাঠে ১০০০ শয্যাবিশিষ্ট একটি কোভিড কেয়ার সেন্টার গড়ে তোলা হবে। জরুরি ভিত্তিতে সেনাবাহিনীর সাহায্য নিয়ে কাজটি সম্পন্ন করা হবে। এছাড়া মেহেরপুরে একটি ৩০০ শয্যাবিশিষ্ট কোভিড হাসপাতাল গড়ে তোলার জন্য জায়গা নির্ধারণ করা হয়েছিল। পাশাপাশি স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা করিমগঞ্জে এসে ঘোষণা করেছিলেন ১০০০ শয্যাবিশিষ্ট একটি করোনা হাসপাতাল গড়ে তোলা হবে। এত সব প্রতিশ্রুতির একটাও পালন করা হয়নি কেন, এর জবাব কি তারা দিতে পারবেন? আগামী দিনে স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে জনগণের কাছে এ সবের জবাব দিতে হবে।

সুতরাং সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে রাজ্য সরকারের কাছে ২৭ তারিখের আগে অযৌক্তিক লকডাউনের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছেন প্রদীপ দত্তরায়। নতুবা আগামী নির্বাচনে এর বিরূপ প্রভাব পড়ার আশঙ্কাও ব্যক্ত করেছেন তিনি।

নাগাল্যান্ডে চৈনিক ‘মহিলা জিশু’র বিচরণ !, উদ্বিগ্ন রাজ্যের যাজককুল

কোমিমা, ২৪ আগস্ট (হি.স.) : উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যতম পাহাড়ি রাজ্য নাগাল্যান্ডে ভগবান জিশুর পুনরাগমন ঘটেছে! এবার মহিলার রূপ ধারণ করে ভগবান জিশু ফিরে এসেছেন। এই খবরে ব্যাপক চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে নাগাল্যান্ড সহ উত্তরপূর্বের পার্বত্য জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত মিজোরাম, মণিপুর ও মেঘালয়ে। ইদানীং নাগাল্যান্ডের বিভিন্ন অঞ্চলে বিরচণ করে নিজেকে স্বয়ং ভগবান জিশু বলে দাবি করছেন চাইনিজ মূলের ওই মহিলা। এতে গোটা অঞ্চলের খ্রিষ্টান যাজকমহলে ব্যাপক চাঞ্চল্য ও উদ্বিগ্নের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সর্বাধিক খ্রিষ্ট ধর্মাবলম্বী অধ্যুষিত নাগাল্যান্ডে চিনের বাসিন্দা ইয়াং জিয়াংবিন নাম্নি এই মহিলা জিশু খ্রিষ্টের আবির্ভাবে উদ্বিগ্ন স্থানীয় যাজকরা যেনতেনপ্রকারেন স্বঘোষিত এই ঈশ্বরকে কী করে রাজ্য থেকে বিদায় দেওয়া যায় সে সম্পর্কে কৌশল রচনা করতে উঠে-পড়ে লেগেছেন। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই খ্রিষ্টান যাজকদের মধ্যে চলছে দৌড়ঝাপ, সভাসমিতি আলোচনাপর্ব প্রভৃতি। এ যেন নিজেদের স্থপতি ও অস্তিত্বকে ধরে রাখার প্রয়াস।

মহিলার রূপ ধারণ করে চিন থেকে আগত এই স্বঘোষিত ভগবান জিশুর আগমনের সত্যাসত্য মেনে নিতে পারছেন না তাঁরা। আকাশ-পাতাল পার্থক্যের মতো এই মহিলা জিশুর আবির্ভাব বৃত্তান্ত কতটুকু বিশ্বাসযোগ্য, স্পর্শকাতর এই বিষয়টি দ্বন্দ্বে ফেলেছে সবাইকে।

আসলে ১৯৯৯ সালে চিনের একাংশ খ্রিষ্ট ধর্মাবলম্বী এই মতবাদে বিশ্বাস করেছিলেন যে, ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার তিনদিন পরেই মহিলার রূপ ধারণ করে জিশুখ্রিষ্ট পুনরায় আবির্ভাব হয়েছিলেন। এই মতবাদে বিশ্বাসী খ্রিষ্টানরা গঠন করেছেন ইস্টার্ন লাইটনিং কাল্ট নামের এক সংগঠনও। এই সংগঠন চার্চ অব অলমাইটি গড নামেই প্রচলিত। সংগঠনের সদস্যরা খ্রিষ্টান নিউ টেস্টামেন্ট মেনে নিতে নারাজ। তাঁদের স্বতন্ত্র বাইবেলও আছে। জিশু খ্রিষ্টের মহিলার রূপ কল্পনা করেই এই সংগঠনের প্রচলিত বাইবেলের নাম হয়েছে দ্য ওয়ার্ল এপিয়ার্স ইন দ্য ফ্লেস।

তবে চিনে নিষিদ্ধ এই সংগঠন এবার ঘাঁটি গেঁড়েছে নাগাল্যান্ডে। ইতিমধ্যে ফেসবুক পেজে মহিলা জিশুকে নিয়ে এই সংগঠনের নামে ব্যাপক প্রচার চালানো হচ্ছে। প্রকাশিত হয়েছে কিছুসংখ্যক বইও। যার ফলস্বরূপ কার্যত নিজেদের অস্তিত্ব খোয়ানোর চিন্তায় শঙ্কিত হয়ে পড়েছে নাগাল্যান্ডের ব্যাপটিস্ট কাউন্সিল। কাউন্সিলের সাধারণ সম্পাদক রেভারেন্ড জেলহউ কিহোই এক চিঠির মাধ্যমে খ্রিষ্টানদের নামে ব্যভিচারকারী এই সংগঠন থেকে সতর্ক থাকতে সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। এদিকে গোটা বিষয়টি একদিকে উৎসাহ, অন্যদিকে তীব্র উদ্বেগের বাতাবরণ তৈরি করেছে খ্রিষ্ট ধর্মাবলম্বী মানুষদের মধ্যে।

করোনাভাইরাসের ভ্যাকসিন আনতে সরকার তৎপর : স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক

মনির হোসেন,ঢাকা,আগষ্ট ২৪।। করোনাভাইরাসের ভ্যাকসিন আমদানি করতে সরকার তৎপর রয়েছে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জাহিদ মালেক। তিনি বলেন, দেশে ভ্যাকসিন আনতে সরকারের কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সব শাখাই তৎপর রয়েছে। এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী প্রতিনিয়ত খোঁজ নিচ্ছেন। বিশ্বে ভ্যাকসিন আবিষ্কার এখন অ্যাডভান্স লেভেলে আছে। যুক্তরাজ্য, চীন, রাশিয়া, আমেরিকা, ভারতসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ভ্যাকসিন আবিষ্কারের চূড়ান্ত পর্যায়ে কাজ করছে। এই ভ্যাকসিনগুলোর গুনগত মান যাচাই-বাছাই করেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্তই নেবেন।

সোমবার (২৪ আগস্ট) সচিবালয়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কে ওয়ালটনের সহযোগিতায় তাইওয়ান এক্সটার্নাল ট্রেড ডেভেলপমেন্ট সেন্টার কর্তৃক কোভিড-১৯ মোকাবিলায় মেডিকেল সামগ্রী হস্তান্তর অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী। অনুষ্ঠানে বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বারও বক্তব্য দেন।

অনুষ্ঠানে র্যা পিড টেস্ট পরীা সংক্রান্ত এক প্রশ্নের উত্তরে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক বলেন, করোনায় তিন ধরনের পরীা বর্তমানে হয়ে থাকে। এগুলো হচ্ছে পিসিআর টেস্ট, এন্টিজেন্ট টেস্ট ও র্যা পিড এন্টিবডি টেস্ট। এর মধ্যে র্যা পিড এন্টিবডি টেস্ট করার ব্যাপারে এই মুহূর্তে কোনো পরিকল্পনা নেওয়া হয়নি। পিসিআর টেস্টের পাশাপাশি এন্টিজেন্ট টেস্ট শুধু সরকারি ল্যাবগুলোতেই করার ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

কোভিড মোকাবিলায় সরকারের নানা উদ্যোগ তুলে ধরে মন্ত্রী দাবি করেন, বাংলাদেশ সফলভাবেই কোভিড-১৯ মোকাবিলা করে যাচ্ছে। গত ৮ মার্চ বাংলাদেশে প্রথম কোভিড-১৯ রোগী সনাক্ত হবার সাথে সাথে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ যথাযথ পদপে গ্রহণ করেছে। তখন আমাদের পর্যাপ্ত মেডিকেল সামগ্রী ছিল না, যা ছিল তাই দিয়ে আমরা পরিকল্পিত ভাবে এ মাহামারি মোকাবিলা শুরু করি।তিনি আরও বলেন, দেশের স্পেশালাইজড হাসপাতাল ঘোষণা করে সুচিকিৎসা দেয়া হচ্ছে। এখন হাসপাতালগুলোতে কোভিড-১৯ রোগীর সংখ্যা অনেক কম। এ সকল হাসপাতালে ৬০-৭০ ভাগ সিট খালি থাকছে। এখন স্পেশালাইজড হাসপাতালের সংখ্যা কমিয়ে সাধারণ চিকিৎসার জন্য খুলে দেওয়ার চিন্তা করা হচ্ছে।

ঝিনাইদহ সীমান্তে ভারতীয় নাগরিক আটক

মনির হোসেন,ঢাকা,আগষ্ট ২৪।। মহেশপুর উপজেলার শ্যামকুড় সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে বাংলাদেশে প্রবেশের সময় এক ভারতীয় নাগরিককে আটক করেছে বিজিবি। এ সময় তাকে সহায়তা করার অপরাধে তিন বাংলাদেশিকেও আটক করা হয়। রবিবার সন্ধ্যায় মাইলবাড়িয়া গ্রাম থেকে তাদের আটক করা হয়। আটকরা হলেন ভারতের পশ্চিমবঙ্গের নদিয়া জেলার চাকদা থানার শিকারপুর গ্রামের সুকচাঁদ বাড়ইয়ের ছেলে আশুতোষ বাড়ই (২৩) এবং মহেশপুর উপজেলার বাঘাডাঙ্গা গ্রামের জহর সর্দারের ছেলে নাসিম রেজা বাবু (২৮), আলিমনগর গ্রামের আবুর হোসেনের ছেলে নাসির উদ্দিন (৫০) এবং বাকসপোতা গ্রামের ইদরিস আলীর ছেলে ইনতাজুল হক মোংলার (৪৫)। খাশিলপুর ৫৮ বিজিবির সহকারী পরিচালক মো. নজরুল ইসলাম খান জানান, অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রম করার দায়ে বাংলাদেশ পাসপোর্ট অধ্যাদেশে মামলা দিয়ে আশুতোষকে মহেশপুর থানায় সোর্পদ করা হয়েছে। আটক বাংলাদেশিদের বিরুদ্ধেও মহেশপুর থানায় মামলা করা হয়েছে।

বেনাপোল বন্দরে রপ্তানি পণ্যবাহী ট্রাকে চাঁদাবাজির অভিযোগ

মনির হোসেন,ঢাকা,আগষ্ট ২৪।। বেনাপোল বন্দর এলাকায় সরকারের নির্দেশ উপো করে দীর্ঘদিন ধরে রপ্তানি পণ্যবোঝাই ট্রাক থেকে শ্রমিকরা চাঁদাবাজি করছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

ঝিকরগাছা ট্রাক মটর শ্রমিক ইউনিয়নসহ বেশ কয়েকটি সংগঠনের বিরুদ্ধে এ চাঁদাবাজির অভিযোগ রয়েছে। উপায় না পেয়ে শেষ পর্যন্ত ঝিকরগাছা, শার্শা ও বেনাপোল বন্দর ট্রাক মালিক সমিতি উচ্চ পর্যায়ে অভিযোগ দিয়েছেন।

যশোর জেলা (ঝিকরগাছা, শার্শা ও বেনাপোল বন্দর) ট্রাক ও ট্যাংকলরী (দাহ্য পদার্থ বহনকারী ব্যতীত) ট্রাক্টর ও কভার্ডভ্যান মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক মুছা মাহমুদ স্বারিত এ অভিযোগ পত্র জমা দেয়া হয়েছে। এতে বলা হয়, বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ স্থল বন্দর বেনাপোল। সরকার এ বন্দর থেকে বছরে সাড়ে ৫ হাজার কোটি টাকার রাজস্ব আয় করে থাকে। বন্দরকে সর্বণ সচল রাখার জন্য বাংলাদেশ সরকারসহ স্থানীয় কয়েকটি সংগঠন সার্বণিক চেষ্টা করে যাচ্ছে। তবে, বাংলাদেশ হতে ভারতে পণ্য রপ্তানি করার সময় পণ্যবাহী ট্রাক থেকে বেনাপোল চেকপোস্টে কিছু কথিত শ্রমিক নামধারী চাঁদাবাজরা ট্রাক প্রতি ১৬০/২০০ টাকা করে প্রকাশ্যে চাঁদাবাজি করছে। এতে আরও বলা হয়, এমনকি পণ্যবাহী ট্রাকের সিরিয়াল আগে পাইয়ে দিতে ট্রাক প্রতি ১৫০০/২০০০ টাকা আদায় করছে, যা আইনগত অপরাধযোগ্য। সরকার পরিবহন থেকে চাঁদাবাজি আদায় বন্ধ করতে নির্দেশনা দিলেও বেনাপোল চেকপোস্টে পণ্যবাহী ট্রাক হতে নির্বিঘ্নে চাঁদা আদায় করে সরকারের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন তারা। চাঁদাবাজি বন্ধ না হলে যে কোনো সময় বেনাপোল বন্দর দিয়ে আমদানী-রপ্তানি বানিজ্য বন্ধ করে দেয়ার হুমকি দিয়েছেন ট্রাক মালিক সমিতি।

বেনাপোল বন্দরের আমদানি-রপ্তানি গেট এলাকায় সরেজমিনে গিয়ে জানা যায়, যশোর জেলা (ঝিকরগাছা, শার্শা ও বেনাপোল বন্দর) ট্রাক ট্যাংকলরী ট্রাক্টর ও কাভার্ডভ্যান মটর শ্রমিক ইউনিয়ন প্রত্যেক রপ্তানি পণ্যবাহী ট্রাক থেকে ১০০ টাকা করে চাঁদা আদায় করছে। সে সাথে ভারতের পেট্রাপোল কাস্টমসের নামে ৫০ টাকা করে চাঁদা নেয়া হচ্ছে। এছাড়াও আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজির অভিযোগ করেন রপ্তানিমুখী ট্রাক ড্রাইভাররা।

ইসরাফিল হোসেন নামে এক ট্রাক ড্রাইভার জানান, সরকার ট্রাক থেকে চাঁদা নিতে নিষেধ করলেও বেনাপোলের কয়েকটি সিন্ডিকেট রপ্তানি পণ্যবাহী ট্রাক থেকে জোর করে চাঁদা আদায়ে করছে। চাঁদা না নিয়ে কিছুতেই ভারতে ট্রাক প্রবেশ করতে দেয় না তারা। তিনি আরও বলেন, ঝিকরগাছা মটর শ্রমিক ইউনিয়নের নামে কতিপয় ব্যক্তি রপ্তানি ট্রাক থেকে ১০০ টাকা ও ভারতের পেট্রাপোল কাস্টমসের জন্য ৫০ টাকাসহ ১৫০ টাকা হারে চাঁদা আদায় করছে।

যশোর জেলা (ঝিকরগাছা, শার্শা ও বেনাপোল বন্দর) ট্রাক ট্যাংকলরী (দাহ্য পদার্থ ব্যতীত) ট্রাক্টর ও কাভার্ডভ্যান মটর শ্রমিক ইউনিয়নের বেনাপোল শাখার সাধারণ সম্পাদক আলমগীর হোসেন বিষয়টির সত্যতা প্রকাশ করে বলেন, প্রতিদিন এ রপ্তানি গেট দিয়ে ২০০ ট্রাক পণ্য ভারতে যাতায়াত করে থাকে। সেখানে বিশাল এ সংগঠনের বেকার সদস্যদের স্বার্থে গত বৃহস্পতিবার থেকে তারা ট্রাক প্রতি ১০০ করে চাঁদা নিচ্ছেন।

বেনাপোল পোর্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মামুন খান বলেন, বিষয়টি তিনি শুনেছেন এবং আইননানুগ ব্যবস্থা নেয়ার জন্য রপ্তানিমুখী ট্রাক ড্রাইভারদের কাছে চাঁদার সত্যতা যাচাই করেছেন। কিন্তু কোনও ড্রাইভার মুখ খুলতে রাজি না হওয়ায় চাঁদা বাজদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিতে দেরি হচ্ছে। শার্শা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা পুলক কুমার মন্ডল বলেন, বিষয়টি যাচাই করে সত্যতা পেলে আইননানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে। সত্যতা পেলে যশোর জেলা (ঝিকরগাছা, শার্শা ও বেনাপোল বন্দর) ট্রাক ট্যাংকলরী (দাহ্য পদার্থ ব্যতীত) ট্রাক্টর ও কাভার্ডভ্যান মটর শ্রমিক ইউনিয়নের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেয়া হবে।

আইভি রহমানের এমন বীভৎস মৃত্যু মানা যায় না:শেখ হাসিনা

মনির হোসেন,ঢাকা,আগষ্ট ২৪।। বাংলাদেশ মহিলা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি আইভি রহমানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন ও শোক প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলায় গুরুতর আহত হওয়ার পর ২৪ আগস্ট মারা যান আইভি রহমান। শেখ হাসিনা বলেন, প্রতিটি আন্দোলন-সংগ্রামে তিনি (আইভি রহমান) সব সময় মাঠে থাকতেন। তিনি জনসাধারণের পাশে থাকতেন। যেকোনো সভায় তিনি শ্রমিকের সাথে বসে থাকতেন কারণ তার মধ্যে কোনো অহমিকা ছিল না। এত ভালো একজন মানুষের এমন বীভৎস মৃত্যু মেনে নেয়া যায় না।

সোমবার (২৪ আগস্ট) সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদের কে সাপ্তাহিক মন্ত্রিসভার বৈঠকের শুরুতে আইভি রহমানের মৃত্যুবার্ষিকী এবং ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলার বিষয়ে কথা বলার সময় এসব কথা বলেন তিনি। নিজের সরকারি বাসভবন গণভবন থেকে অনলাইনে এ বৈঠকে অংশ নেন প্রধানমন্ত্রী।

প্রধানমন্ত্রী বলেন,আইভি রহমান মহিলা আওয়ামী লীগের নেতা এবং প্রয়াত সাবেক রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমানের স্ত্রী ছিলেন। ছাত্রজীবন থেকেই তিনি রাজনীতিতে যুক্ত ছিলেন। আমরা দীর্ঘকাল একসাথে রাজনীতি করেছি। ২১ আগস্টের ভয়াবহ গ্রেনেড হামলার কথা স্মরণ করে তিনি বলেন, গুরুতর আহত অবস্থায় আইভি রহমানকে সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে (সিএমএইচ) নিয়ে যাওয়া হয় এবং ২৪ আগস্ট তাকে মৃত ঘোষণা করা হয়।প্রকৃতপ‌ে, আমরা তার মৃত্যুর নির্দিষ্ট তারিখটি জানি না। আজ তার মৃত্যুবার্ষিকী এবং আমরা তাকে শ্রদ্ধা জানাই, যোগ করেন প্রধানমন্ত্রী।

শেখ হাসিনা আরও বলেন, ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলায় আওয়ামী লীগের লীগের ২২ নেতা-কর্মী মারা যান এবং তাদের মধ্যে চারজন ছিলেন মহিলা আওয়ামী লীগের। এছাড়া সেখানে অজ্ঞাতপরিচয় দুজনের লাশ ছিল। সম্ভবত ওগুলো আক্রমণকারীদের মৃতদেহ ছিল। আমরা তাদের সম্পর্কে কিছুই জানি না, কেউ তাদের মরদেহ দাবি করতে আসেননি। তবে আমরা আমাদের ২২ নেতা-কর্মীকে হারিয়েছি এবং আহত হয়েছিলেন ৬০০-৭০০ জন। ওই হামলায় আহত অনেকেই চিকিৎসা শেষে সুস্থ হয়ে ওঠার পরও শরীরে থাকা স্প্লিন্টারের কারণে পরে মারা যান। এছাড়া অনেকে এখনও তাদের দেহে স্প্লিন্টার বহন করে বেড়াচ্ছেন, যোগ করেন প্রধানমন্ত্রী। এ সময় প্রধানমন্ত্রী নিহতদের বিদেহী আত্মার মুক্তির জন্য দোয়া করেন এবং তাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান।

বরাকে লকডাউনের বিরুদ্ধে শিলচরের ক্ষুদিরাম মূর্তির পাদদেশে বিক্ষোভ সমাবেশ বিভিন্ন সংগঠনের

শিলচর (অসম), ২৪ আগস্ট (হি.স.) : আগামী ২৭ আগস্ট ভোর পাঁচটা থেকে বরাক উপত্যকায় দশদিনের লকডাউন ঘোষণা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সরকারি এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বিস্তর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণ জনগণের অসুবিধা ও ক্ষতির কথা বিবেচনা করে লকডাউনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে আওয়াজ তুলছেন বিভিন্ন সংগঠনের কার্যকর্তারা। শিলচরের সচেতন নাগরিকদের পক্ষ থেকে কাছাড় জেলার ভগ্নপ্রায় স্বাস্থ্য পরিষেবা উন্নতি এবং রাজ্য সরকার ও জেলা প্রশাসনের উদাসীনতার বিরুদ্ধে ক্ষুদিরাম মূর্তির পাদদেশে সোমবার বিকেল পাঁচটায় বিক্ষোভ সমাবেশ প্রদর্শন করা হয়েছে।

বিক্ষোভ চলাকালে সেখানে উপস্থিত ছিলেন মার্চ ফর সায়েন্স-এর কমল চক্রবর্তী, সৌম্যদীপ রায়চৌধুরী, হিল্লোল ভট্টাচার্য, কোরাস-এর পক্ষে বিশ্বজিত দাস, নীলু দাস, গণতান্ত্রিক লেখক সংস্থার তরফে স্নিগ্ধা নাথ, মজুরি শ্রমিক ইউনিয়নের পক্ষে মানস দাস, ফোরাম ফর সোশাল হারমনি-র পক্ষে অরূপ বৈশ্য, পিপলসসায়েন্স সোসাইটির পক্ষে রাহুল রায়। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক পরিতোষচন্দ্র দত্ত, নেহারুল আহমেদ বড়ভুইয়াঁ, প্রজ্ঞা অন্বেষা, নন্দদুলাল সাহা, গৌরা চক্রবর্তী, ডা. রাজীব রায়, তমোজিৎ সাহা, সারওয়ার জাহান লস্কর প্রমুখ।

বিক্ষোভ সমাবেশে মেডিক্যাল কলেজের স্বাস্থ্য পরিষেবার বেহাল দশার বিবরণ তুলে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে বক্তারা বলেন, কোভিড মোকাবিলা করতে গুয়াহাটিতে যেটুকু ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তার ছিটেফোঁটা কাছাড় জেলায় নেই। যার ফলে প্রতিদিনই মৃত্যুর মিছিল দীর্ঘ হচ্ছে। বিনা চিকিৎসায় মানুষ যন্ত্রণায় ছটফট করছে। কোভিড কেয়ার সেন্টারগুলোতে সামান্য অক্সিমিটার পর্যন্ত পাওয়া যাচ্ছে না। অথচ কাছাড় জেলা প্রশাসন স্বাস্থ্য পরিষেবা উন্নয়নের প্রশ্নে কোনও ভূমিকা পালন না করে কোভিড সংক্রমণ আটকানোর জন্য শুধু কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করছে। যা সংক্রমণের চেইন ভাঙতে সহায়ক হবে না বলে জনগণের বদ্ধমূল ধারণা। কারণ প্রশাসনের ঘোষণাকৃত বিধিনিষেধে ছাড় দেওয়া হয়েছে আন্তঃজেলা ও আন্তরাজ্য পরিবহণ, সরকারি কার্যালয়, ব্যাঙ্ক, বিমা সহ নির্মাণকার্য, চা বাগান প্রভৃতিতে। এভাবে কি চেইন ভাঙা সম্ভব? তা হলে শুধু দোকান-বাজার বন্ধ রেখে করোনা সংক্রমণ রোখার প্রয়াস কার নির্দেশে এবং কার স্বার্থে? বক্তারা তুলেছেন প্রশ্ন।

তাঁরা এ-ও বলেন, করোনা সংক্রমণ রোখা ও জনগণের জীবন রক্ষার কোনও দায়িত্ব সরকার নিতে চাইছে না। সব দোষ জনগণের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে নিজেরা দায়মুক্ত হতে চাইছে সরকারি প্রশাসনযন্ত্র।

আজকের প্রতিবাদী সভার পক্ষ থেকে দাবি জানানো হয়েচে, গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অবলম্বন না করে বিশেষজ্ঞ ও চিকিৎসকদের পরামর্শ না নিয়ে কোভিড মোকাবিলার কোনও সিদ্ধান্ত যেন প্রশাসনের পক্ষ থেকে নেওয়া না হয়। তাছাড়া শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের স্বাস্থ্য পরিষেবার দ্রুত উন্নতি ঘটানো, মেডিক্যাল কলেজের শূন্য পদে ডাক্তার নিয়োগ করা, মেডিক্যাল কলেজে নিউরোলজি, নেফ্রোলজি, ইউরোলজি বিভাগ চালু করা, শিলচর মেডিক্যাল কলেজে আইসিইউয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি করা, শিলচর মেডিক্যাল কলেজে করোনা রোগীর উপযুক্ত চিকিৎসা প্রদান করা, করোনা আক্রান্ত ছাড়া অন্য রোগীদের উপযুক্ত চিকিৎসা সুনিশ্চিত করা, করোনা সংক্রমণ রুখতে উন্নতমানের টেস্ট করানোর ব্যবস্থা করা, উন্নত অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা চালু প্রভৃতির জোরালো দাবি তুলেছেন প্রতিবাদী জনতা।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

এই সময়ে বাড়িতে কারও জ্বর হলে যা করবেন

দেশে দিনে দিনে করোনাভাইরাসের সংক্রমিত রোগীর সংখ্যা বাড়ছে। কাজেই সংক্রমণ থেকে বাঁচতে সতর্ক হওয়ার সময় এখনই। কিন্তু এর মধ্যেই যদি বাড়িতে কারও জ্বর আসে কিংবা গলাব্যথা, কাশি দেখা দেয় তাহলে করণীয় কী, তা নিয়ে অনেকেই চিন্তায় রয়েছেন। বাড়িতে কেউ অসুস্থ হলে, করোনার সংক্রমণের পরীক্ষা হোক বা না-হোক এখন প্রথম ও প্রধান কাজ হচ্ছে অসুস্থ ব্যক্তিকে সবার থেকে আলাদা করে ফেলা। কিন্তু সেটা কীভাবে করবেন? আসুন এ সম্পর্কে নিয়মকানুনগুলো জেনে নিই।

১. অসুস্থ ব্যক্তিকে এমন একটি ঘরে রাখতে হবে, যা অন্য কেউ ব্যবহার করবেন না। ওই ঘরের সঙ্গে আলাদা টয়লেট থাকলে খুবই ভালো। খাওয়া এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করা ছাড়া বাকি সময় কক্ষটি বন্ধই থাকবে। প্রয়োজনীয় খাবার ও জিনিস দরজার কাছে রেখে দূরে সরে যেতে হবে। আক্রান্ত ব্যক্তি দরজা খুলে তা সংগ্রহ করবেন।

২. অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের দেশে আলাদা ঘরের ব্যবস্থা করা সম্ভব না---ও হতে পারে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে একটি বা দুটি ঘরে অনেক মানুষ বসবাস করে। এমন পরিস্থিতিতে সবাইকে এমনভাবে থাকতে হবে, যেন অসুস্থ ব্যক্তির সঙ্গে কমপক্ষে ৩ ফুট বা ১ মিটার দূরত্ব বজায় থাকে। সেবাদানকারী ব্যক্তি একটানা ১৫ মিনিটের বেশি

অসুস্থ ব্যক্তির কাছাকাছি অবস্থান করবেন না।

৩. রোগীর ব্যবহার্য জিনিসপত্র, জামাকাপড়, তোয়ালে-গামছা সব আলাদা করে ফেলতে হবে। এগুলো আক্রান্ত ব্যক্তি নিজেই পরিষ্কার করবেন এবং পরিষ্কার করার সময় কমপক্ষে ৩০ মিনিট ডিটারজেন্ট দিয়ে ধুতে হবে। পরিষ্কার করার সময় গ্লাভস ব্যবহার করতে পারলে ভালো হয়।

৪. রোগী এবং ঘরে অবস্থানকারী প্রত্যেকেই মাস্ক ব্যবহার করবেন।

৫. যদি আলাদা টয়লেটের ব্যবস্থা করা না যায়, তাহলে ব্যবহারের পর রোগী নিজেই টয়লেট জীবাণুনাশক দিয়ে ধুয়ে ফেলবেন, কমোডের ঢাকনা বন্ধ করে ফ্ল্যাশ করবেন এবং টয়লেটের একজস্ট ফ্যান চালিয়ে রাখবেন। রোগীর ব্যবহারের কমপক্ষে ৩০ মিনিট পর অন্যরা টয়লেট ব্যবহার করবেন।

৬. আক্রান্ত ব্যক্তি হাঁচি-কাশি দেওয়ার সময় অবশ্যই টিস্যু দিয়ে নাক-মুখ ঢাকবেন এবং নিজের সব বর্জ্য একটা পলিথিনের ব্যাগে মুড়ে ঢাকনা দেওয়া বিনে ফেলবেন। পলিথিনের ব্যাগটি রোজ মুখ বন্ধ করে নিজেই ঘরের বাইরে রেখে দেবেন। অন্যরা সেই ব্যাগটি বাইরে ময়লার বালতিতে ফেলার সময় গ্লাভস ব্যবহার করবেন ও স্পর্শ করার পর হাত ধুয়ে ফেলবেন। ৭. আক্রান্ত ব্যক্তিকে পরিচর্যা করার আগে-পরে হাত সাবান-পানি দিয়ে ধুতে হবে। যতটা সম্ভব কাছে না গিয়ে পরিচর্যা করতে হবে। বাড়িতে পর্যাপ্ত ঘর না থাকলে অথবা পরিবারের সদস্যসংখ্যা বেশি হলে কিংবা পরিবারে ঝুঁকিপূর্ণ ব্যক্তি থাকলে জ্বরের রোগীকে সরকার নির্ধারিত আইসোলেশন সেন্টারে নিয়ে রাখা যেতে পারে। রোগী বাড়িতে থাকলে চিকিৎসকের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করে লক্ষণ অনুযায়ী ব্যবস্থাপত্র নিন।

ঘরেই মাস্ক বানালেন বিদ্যা বালান, দিয়া মির্জা ও সোনু সুদ

বলিউড তারকারা সচেতন। তাই লকডাউন শুরু হওয়ার আগেই 'প্যাক আপ' করে ঘরে ঢুকে পড়েছেন তাঁরা। তবে ঘরে কিন্তু বসে নেই এই তারকারা। নানা ভিডিও বানাচ্ছেন। নাচছেন, গাইছেন, ছবি আঁকছেন, রান্না করছেন, বই পড়ছেন, অনলাইন কোর্স করছেন। আবার নতুন নতুন ট্রেন্ডের জন্ম দিচ্ছেন। সর্বশেষ হ্যাশট্যাগ ট্রেন্ডের নাম, 'আপনা দেশ, আপনা মাস্ক'।

বিদ্যা বালান ইনস্টাগ্রামে একটি ভিডিও শেয়ার করেন। নিজেই বিভিন্ন কাপড় ব্যবহার করে মাস্ক বানান তিনি। ভিডিওতে বিদ্যা জানান, সারা বিশ্বেই মাস্কের ঘাটতি পড়েছে। তাই বাড়িতেই বানিয়ে নিতে বললেন নিজের মাস্ক। বললেন, 'আপনার ঘরে পুরোনো শাড়ি, রুমাল, ওড়না, স্কার্ফ বা যেকোনো কাপড় দিয়ে মাস্ক বানিয়ে পরতে বলেছেন। কারণ, এই মাস্ক করোনা থেকে অনেকখানি সুরক্ষা দিতে পারে।

এ ছাড়া ঘরে বসে বিদ্যা বালান চার্লি চ্যাপলিনের ১৩১তম জন্মদিন উদ্‌যাপন করেছেন ১৬ এপ্রিল। সেখানে তিনি চার্লির বেশে নিজের ফটোশুটের ভিডিও প্রকাশ করেছেন। অক্ষয় কুমারের সঙ্গে পুরোনো ভিডিও শেয়ার করেছেন ভক্তদের সঙ্গে। 'মুম্বাই রোটি ব্যাংক'—এ অর্থ বা খাবার দিতে বলেছেন। ডাক্তার, নার্স, পুলিশ, সাংবাদিকসহ এই দুঃসময়ে যাঁরা কাজ করছেন, তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতেও ভুল করেননি।

বাড়িতে মাস্ক বানিয়েছেন দিয়া মির্জাও। বলেছেন, 'ভারত ঘরেই মাস্ক বানিয়ে পরার অভ্যাস করলে সুরক্ষিত থাকবে।' দিয়া নিজের বানানো মাস্ক দেখিয়ে অন্যদেরও মাস্ক বানাতে বলেছেন। সোনু সুদও ঘরে বসে নিজেই নিজের মাস্ক বানিয়েছেন। আর সবাইকে উদ্বুদ্ধও করেছেন।

বিদ্যা বালানকে সর্বশেষ দেখা গেছে, অক্ষয় কুমারের সঙ্গে 'মিশন মঙ্গল' ছবিতে। এরপর তাঁকে দেখা যাবে অনু মেননের পরিচালনায় গণিতবিদ শকুন্তলা দেবীর বায়োপিকে। আর অমিত মাসুরকারের পরিচালনায় 'শেরনি' ছবিতে।

ডায়াবেটিস রোগীদের ব্যায়াম

ডায়াবেটিসের রোগীদের করোনাভাইরাস সংক্রমণের ঝুঁকি অপেক্ষাকৃত বেশি। আবার তাঁরা আক্রান্ত হলে জটিলতা ও মৃত্যুর ঝুঁকিও অপেক্ষাকৃত বেশি। বিশেষ করে যাঁদের ডায়াবেটিস অনিয়ন্ত্রিত, তাঁদের ঝুঁকি অন্য ডায়াবেটিস রোগীদের চেয়ে বেশি। তাই এ সময় এই রোগীদের খুবই সাবধানে থাকতে হবে। বাইরে যাওয়া যতটা সম্ভব এড়াতে হবে। এদিকে বাইরে যাওয়া বন্ধ থাকায় ব্যায়ামও প্রায় বন্ধ। এতে আবার ডায়াবেটিস বেড়ে যাওয়ার ঝুঁকি তৈরি হয়। এই সমস্যার সমাধান হিসেবে আন্তর্জাতিক ডায়াবেটিস ফেডারেশন কিছু নির্দেশনা দিয়েছে। সেগুলো হলো

১. প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট সময় নিয়ম করে বাসায় হাঁটুন।

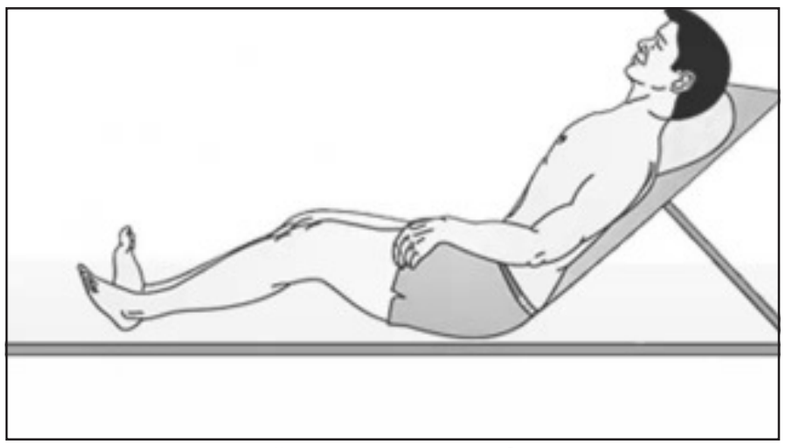

২. বাসা তেমন বড় না হলে ছাদে হাঁটা যেতে পারে। তবে ছাদে বেশি লোকসমাগম হলে সেখানে যাওয়ার দরকার নেই।

৩. একবারে ৩০ মিনিট হাঁটতে না পারলে তিনবারে হাঁটুন। সকালের নাস্তা, দুপুরের খাবার ও রাতের খাবারের দেড় ঘণ্টা পর ১৫ মিনিট (না পারলে ১০ মিনিট) করে হাঁটুন।

৪. এখনো আগের মতোই নিয়ম করে হাঁটা শুরুর আগে ওয়ার্মিং আপ ও পরে কুলিং ডাউন করবেন।

৫-১০ মিনিট খালি হাতের ব্যায়াম করুন।

৫. যাঁদের পক্ষে সম্ভব ট্রেডমিল মেশিন, ঘরে ব্যবহারযোগ্য সাইকেলে ব্যায়াম করতে পারেন। সে ক্ষেত্রে ২০ মিনিটের ব্যায়ামই যথেষ্ট।

৬. দেয়াল বা কোনো বড় শক্ত কাঠামোর বিপরীতে হাত ও পা দিয়ে চাপ দিয়ে কয়েক সেকেন্ড শরীরের ওজন ধরে রাখুন (রেজিসস্ট্যান্স এক্সারসাইজ)।

৭. কম বয়সীরা দড়ি লাফ (দিনে ৩০০ বারের মতো) দিতে পারেন।

৮. অস্থিসন্ধির (জয়েন্ট) নড়াচড়ার ব্যায়াম করতে হবে (যেমনহাঁটু বাঁকা ও সোজা করা, কোমর, ঘাড়, গোড়ালি, কনুইয়ের ব্যায়াম ইত্যাদি)।

এ সময় যে বিষয়গুলোয় সতর্ক থাকবেন

৯. এ সময় বাড়ির বাইরে হাঁটা একদম নিষেধ।

১০.পাবলিক ব্যায়ামাগার, সুইমিংপুল, খেলার মাঠ ইত্যাদি জায়গায় যাওয়া চলবে না।

১১. রোজ নির্দিষ্ট সময়ে ব্যায়াম করুন। কোনোদিনই যেন বাদ না পড়ে। একদিন হঠাৎ করে অনেক বেশি সময় ব্যায়াম করবেন না।

১২. অসুস্থ হলে, জ্বর বা ডায়রিয়া হলে ব্যায়াম বন্ধ রাখুন।

অভিষেক—ঐশ্বরিয়ার ১৩তম বিবাহবার্ষিকী, ১৩ তথ্য

ভারত দীর্ঘদিন ধরে লকডাউনে। এবারের মতো বিবাহবার্ষিকী আর আসেনি অভিষেক বচ্চন ও ঐশ্বরিয়া রাইয়ের। আজ ২০ এপ্রিল এই তারকা জুটির ১৩তম বিবাহবার্ষিকী। অনেকের কাছেই তাঁরা আদর্শ জুটি। যাহোক, ফিল্মফেয়ার, গলফ নিউজ, টুইটার ও বিভিন্ন অনুষ্ঠান থেকে এই জুটির ১৩তম বিয়ের দিন উপলক্ষে থাকল ১৩টি অন্য রকম তথ্য:

১. ২০০৭ সালে মুম্বাইয়ে বচ্চনবাড়িতে অত্যন্ত গোপনীয়তা ও সতর্কতার ভেতর দুই পরিবার, নিকটাত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবের উপস্থিতিতে বিয়ে হয় ঐশ্বরিয়া ও অভিষেকের। এই বিয়ে গণমাধ্যমের কাছে 'রাজকীয় বিয়ে' উপাধি পেয়ে বলিউডের ইতিহাসের অংশ হয়ে যায়।

২. এই জুটির ওপর গণমাধ্যমের ক্যামেরা সব সময়ই তাক করা ছিল। পাপারাজ্জিরাও নাওয়া—খাওয়া ভুলে ওত পেতে থাকত। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনকে খুব সযত্নে আড়ালে রাখতে পেরেছেন এই জুটি। কেবল ততটুকুই প্রকাশ্যে এসেছে, যতটুকু তাঁরা দেখাতে চেয়েছেন।

৩. তারকাদের বিয়ের পরই নাকি আসে বিচ্ছেদ। বিচ্ছেদ না হলে কী হবে, বিচ্ছেদের গুজব রটেছে একাধিকবার। বলা হয়েছে, শ্বাশুড়ির সঙ্গে নাকি সম্পর্ক ভালো নয় ঐশ্বরিয়ার। একসময় কারিশমা কাপুরের সঙ্গে অভিষেকের বাগদান হয়েছিল। কিন্তু বিয়ে পর্যন্ত গড়ানোর আগেই সেই সম্পর্ক ভেঙ্গে যায়। কারিশমা কাপুর আর অভিষেকের বোন শ্বেতা বচ্চন আবার খুবই ভালো বন্ধু। শ্বেতা নাকি কখনোই ঐশ্বরিয়াকে মেনে নিতে পারেননি। তবে একেকবার গুজবের গল্প ছড়ানোর পরই এই জুটি হাত ধরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এসেছেন। জানিয়ে দিয়েছেন, তাঁরা একসঙ্গেই আছেন।

৪. অনেকে বলেন, ঐশ্বরিয়া নাকি অভিষেককে নয়, অমিতাভ বচ্চনের পুত্রবধূর পদকে বিয়ে করেছিলেন। কিন্তু বিয়ের পর সমালোচকদের জবাবে এই দম্পতি বলেছেন, তাঁরা দুজন দুজনার প্রেমে পড়েছিলেন। অবশ্য তা শুনেও ট্রল করেছেন নেটিজেনরা। বলেছেন, 'অভিষেকের কী দেখে প্রেমে পড়লেন ঐশ্বরিয়া? বাবার অর্থ আর প্রতিপত্তি দেখে?

৫. বিয়ের পর এই দম্পতি দারুণ জনপ্রিয়তা পান। বলা হয়, অভিষেকের জনপ্রিয়তা এক লাফে দ্বিগুণের বেশি বেড়ে যায়।

৬. বিয়ের পর অভিষেক স্ত্রীর সঙ্গী হয়ে প্রথমবারের মতো কানের লাল গালিচায় হাঁটেন। বিশ্বসুন্দরীর মঞ্চে যান। বাদ যায়নি অপরাহ উইনফ্রে শো। এই জুটির জনপ্রিয়তা ব্র্যাড পিট ও অ্যাঞ্জেলিনা জোলিকেও ছাড়িয়ে যায়।

৭. ঐশ্বরিয়া বিয়ের আগে মা—বাবার সঙ্গে বান্দ্রায় থাকতেন। বিয়ের পর জুহুতে সবকিছু গুছিয়ে নিচ্ছেন, এমন সময় হলিউডের 'ব্ল্যাক প্যান্থার' ছবির প্রস্তাব আসে। 'না' করে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু অভিষেক বচ্চন ছবিটি করার জন্য রাজি করান ঐশ্বরিয়াকে। বলেন, 'তোমার পরিবার, ভবিষ্যতের সন্তান আর দেশ গর্ব করবে, গল্প করবে, এমন একটা কাজ তুমি ছেড়ে দিতে পারো না। তুমি অবশ্যই কাজটি করবে।'

৮. ২০০৩ সালে 'কুছ না কাহো' সিনেমার সেট থেকে বন্ধুত্ব হয় এই জুটির। যদিও এর আগে 'ধাই আকষার প্রেম কে' ছবিতে ২০০০ সালে একসঙ্গে কাজ করেছিলেন। তখন ঐশ্বরিয়ার প্রেম চলছিল সালমান খানের সঙ্গে। তবে সংবাদ বিশ্লেষকেরা জানিয়েছেন, যতবার তাঁরা একসঙ্গে মিডিয়ার সঙ্গে কথা বলেছেন, বা একে অপরের বিষয়ে কথা বলেছেন, একজনের প্রতি আরেকজনের সম্মান স্পষ্ট।

৯. অভিষেক বলেন, ২০০৬ সালে 'উমরাও জান' ছবির সেটে তিনি ঐশ্বরিয়ার প্রেমে পড়েন। ঠিক করেন, এই নারীর সঙ্গেই বাকি জীবন কাটাবেন। তাই বিয়ের পর ফিল্ম কোম্পানিয়নকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, 'ঐশ্বরিয়া আমার জীবনের সেরা অর্জন।' অবশ্য আরাধ্য জন্মের পর এই বিবৃতি বদলে গেছে। বলেছেন, তাঁদের দুজনেরই চোখের মণি এখন এই কন্যা।

১০. যদিও 'উমরাও জান' বক্স অফিসে ফ্লপ করে, তবে এরপর জীবনের গল্পে তরতর করে এগিয়েছেন এই দুজন। অভিষেকের ভাষায়, "'উমরাও জান" সিনেমাটা আমার জীবন বদলে দিল, জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিল।' তারপর ২০০৭ সালের ১৪ জানুয়ারি নিউইয়র্কে এক শীতের বিকেলে অভিষেক বচ্চন যখন বিয়ের জন্য ঐশ্বরিয়ার সম্মতি চেয়েছেন, তিনি 'হ্যাঁ' বলে দিয়েছেন।

১১. ঐশ্বরিয়া আর অভিষেক দুজন একসঙ্গে ৬টি ছবিতে অভিনয় করেছেন। তবে এগুলোর ভেতর দুজনেরই পছন্দ মনি রত্নম পরিচালিত 'গুরু'।

১২. অভিষেক ও ঐশ্বরিয়ার অনুরাগ কশ্যপ পরিচালিত 'গোলাপ জামুন' ছবিতে অভিনয় করার কথা ছিল। আনুষ্ঠানিক ঘোষণাও এসেছিল। তবে কোনো এক অজানা কারণে প্রজেক্টটি বাতিল হয়ে যায়।

১৩. ঐশ্বরিয়াকে এরপর দেখা যাবে মনি রত্নম পরিচালিত 'পনিয়িন সেলভান' ছবিতে। আর অভিষেক বচ্চন দেখা দেবেন অনুরাগ বসুর 'লুডো', কৌশিক গাঙ্গুলির 'দ্য বিগ বুল' ও ক্রাইম থ্রিলার 'বব বিশ্বাস'—এ।

করোনা সংকট: মানসিক উদ্বেগের সেবা দিচ্ছে 'মনের যত্ন মোবাইলে'

কোভিড-১৯ মহামারিতে নাগরিকদের জরুরি মানসিক সেবা দিতে ব্র্যাক, সাইকোলজিক্যাল হেলথ অ্যান্ড ওয়েলনেস ক্লিনিক (পিএইচডব্লিউসি) এবং মানসিক সহায়তা হেল্পলাইন কান পেতে রই একটি টেলিকাউন্সেলিং প্ল্যাটফর্ম চালু করেছে। 'মনের যত্ন মোবাইলে' নামের এই মঞ্চ থেকে এখন কোভিড-১৯-এর কারণে মানসিক চাপ, উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা ও হতাশায় আক্রান্ত ব্যক্তিরা সেবা পাবেন। আজ সোমবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে ব্র্যাকের পক্ষ থেকে এ তথ্য জানান হয়েছে।

আজ এই উদ্যোগের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। উদ্যোক্তারা জানান, এই সেবা চালু থাকবে দেশজুড়ে। নভেল করোনাভাইরাসজনিত মহামারির কারণে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত যে কেউ এই সেবা নিতে পারবেন। প্রতিদিন সকাল ৮টা থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত ০১৭০৯-৮১৭১৭৯ হটলাইন নম্বরে টেলিফোন করলেই সরাসরি বিশেষজ্ঞ পরামর্শ পাবেন ভুক্তভোগী মানুষ। বিশেষজ্ঞরা সরাসরি তাঁদের প্রয়োজনীয় মতামত ও পরামর্শ দেবেন।

ব্র্যাক ইনস্টিটিউট অব এডুকেশনাল ডেভেলপমেন্টের নির্বাহী পরিচালক ইরাম মারিয়াম বলেন, 'কোভিড-১৯ সংকটে অনেকেই মানসিক যন্ত্রণায় ভুগছেন। লকডাউন, অনেক দিন ঘরবন্দী থাকা বা সামাজিক দূরত্বের নিয়মকানুন মানতে গিয়ে অনেকের ওপরই মানসিক চাপ পড়ছে। অনেকে আছেন চাকরি বা উপার্জন হারানোর আশঙ্কায়। 'মনের যত্ন মোবাইলে'-এর প্ল্যাটফর্ম তাঁদের মানসিকভাবে উজ্জীবিত করে প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবিলার সক্ষমতা বৃদ্ধি করবে।

উদ্যোক্তারা আরও বলেন, চলমান মহামারিতে হাসপাতাল বা সেবাকেন্দ্রে গিয়ে অনেকেই মানসিক স্বাস্থ্যসেবা নিতে পারছেন না। সারা বিশ্বেই এখন টেলিফোনে স্বাস্থ্যসেবা নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। 'মনের যত্নমোবাইলে' পেশাদার ও আস্থাভাজন টেলিকাউন্সেলররা সরাসরি ফোন ধরবেন। তাঁরা (উদ্যোক্তারা) আশা করছেন সহানুভূতিশীল আচরণ, খোলামেলা আলোচনা এবং গোপনীয়তা রক্ষার অঙ্গীকারের দরুন সবাই নিঃসংকোচে কথা বলতে পারবেন। তাঁরা বিদ্যমান অসুবিধা ও চাপ কাটিয়ে ওঠার জন্য দরকারি পরামর্শ, প্রয়োজনীয় ব্যায়াম বা অনুশীলনের দিকনির্দেশনাও দেবেন।

মোবাইল ফোনে এই সহায়তা সেবা দেওয়ার জন্য থাকছেন ২৮ জন মনোবিদ (সাইকোলজিস্ট) ও পরামর্শদাতা (কাউন্সেলর)। এঁদের প্রত্যেকেই সাধারণ মনোবিজ্ঞান, কাউন্সেলিং সাইকোলজি এবং ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। উদ্যোক্তারা জানান, নারী বা পুরুষ হোক, তাঁদের আর্থসামাজিক অবস্থান যা-ই হোক না কেন, এই প্ল্যাটফর্মে ফোন দেওয়ার পর তিনি সামান্য হলেও চাপ কাটিয়ে উঠে ভবিষ্যৎ নিয়ে আশাবাদী হতে পারবেন। এখানে ফোনদাতাদের কারওর ইতিমধ্যে কোভিড-১৯-এর লক্ষণ প্রকাশ পেলে কিংবা অধিকতর জটিল মানসিক চাপ থাকলে তাঁকে সরকার অনুমোদিত অন্য সেবাদান প্রক্রিয়ায় রেফার করা হবে।

মঙ্গলবার আগরতলায় বিধায়ক সুরজিৎ দত্ত দুস্থদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বন্টন করেন। ছবি- নিজস্ব।

হাইলাকান্দি জেলায় নতুন ৫১, মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ১,৯৭৩

হাইলাকান্দি (অসম), ২৪ আগস্ট (হি.স.) : আজ সোমবার হাইলাকান্দি জেলায় নতুন ৫১ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ পাওয়া গেছে। এ নিয়ে জেলায় মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়িয়েছে ১,৯৭৩ জনে। হাইলাকান্দি জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের তরফে জানানো হয়েছে, আজ আক্রান্তদের মধ্যে ৩৪ জন রেপিড অ্যান্টিজেন টেস্টে পজিটিভ রেজাল্ট এসেছে। এখন পর্যন্ত রেপিড অ্যান্টিজেন টেস্টে মোট ১,০৩০ জনকে পজিটিভ পাওয়া গেছে।

রেপিড অ্যান্টিজেন টেস্টে যাদের পজিটিভ রেজাল্ট আসছে তাঁদের মধ্য ৫০ শতাংশেরই ট্রাভেল হিস্ট্রি রয়েছে। বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে ফিরে গেছেন ১,৫২৭ জন। বর্তমানে জেলায় ৪৩১ জন কোভিড সক্রিয় রোগী রয়েছেন। এছাড়া ১১৫ জন হোম কোয়ারান্টাইনে রয়েছেন। জেলায় ১৬,৯৬৯ জনের সোয়াব নেওয়া হয়েছে। যার মধ্যে ১৪,৮৪৮ জনের নেগেটিভ রেজাল্ট এসেছে। ২৯৮ জনের রেজাল্ট এখনও আসেনি। এদিকে জেলায় ব্যাপক হারে রেপিড অ্যান্টিজেন টেস্টের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

শীর্ষ নেতৃত্বের চাপে পড়ে বিতর্কিত টুইট বার্তা মুছে দিলেন কপিল সিব্বল

নয়াদিল্লি, ২৪ আগস্ট (হি. স.): কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্বের চাপে পড়ে অবশেষে সুর নরম বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ কপিল সিব্বলের। রাহুল গান্ধীর বিতর্কিত মন্তব্য নিয়ে নিজের প্রতিক্রিয়ামূলক টুইট মুছে দিলেন তিনি। এই প্রসঙ্গে কপিল সিব্বলের সাফাই হচ্ছে যে তার রাহুলের সঙ্গে কথা হয়েছে ব্যক্তিগত পর্যায়ে এবং বিজেপির সঙ্গে যে চক্রান্তের যে কথা উঠছে তা ভিত্তিহীন। নিজের বিতর্কিত টুইট বার্তা মুছে দিয়ে কপিল সিব্বল একটি নতুন টুইট বার্তায় লিখেছেন, রাহুল গান্ধীর সঙ্গে কথা হয়েছে।তিনি জানিয়েছেন এমন ধরনের কোনও বিতর্কিত মন্তব্য তিনি করেননি। এটা শোনার পরই ওই টুইট বার্তা ডিলিট করে দিই।

উল্লেখ করা যেতে পারে, এর আগে কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে রাহুল গান্ধীর একটি বিতর্কিত মন্তব্য নিয়ে টুইট করেছিলেন কপিল সিব্বল। সেখানে তিনি জানিয়েছিলেন, 'বিগত ৩০ বছর ধরে বিজেপির পক্ষে একটি কথাও বলিনি। এখন কি না বিজেপির সঙ্গে চক্রান্ত করার অভিযোগ

সোমবারও পড়ল সোনার দাম

মুম্বই, ২৪ আগস্ট (হি.স.): গত কয়েক দিনের ধারা অব্যাহত রেখে সোমবারও সোনার দামে পতন দেখা দিল। এ দিন এমসিএক্স সূচকে অক্টোবর গোল্ড ফিউচার্স-এ দর ০.৩ু পড়ার ফলে প্রতি ১০ গ্রাম সোনার দাম যাচ্ছে ৫১,৮৬৫ টাকা। এই নিয়ে গত চার দিনে প্রতি ১০ গ্রামে প্রায় ১,৭০০ টাকা পড়ল সোনার দাম।

পাশাপাশি, এ দিন সেপ্টেম্বর সিলভার ফিউচার্স-এ প্রায় ১ু পতনের জেরে প্রতি কেজি রুপোর দাম দাঁড়ায়েছে ৬৬,৪২৬ টাকা। গত দিনও সূচকে ০.৩ু পতনন হয়েছিল সোনার দামে এবং এক শতাংশ পড়ে রুপোর দাম। গত মাসের তুলনায় প্রতি ১০ গ্রামে সোনার দামে পতন হয়েছে ৪,৩০০ টাকার বেশি।

আন্তর্জাতিক বাজারেও এ দিন ডলারের দাম স্থিতিশীল হওয়ার প্রভাবে সোনার দাম বেশ কিছুটা পড়েছে। সেই সঙ্গে আমেরিকার ফেডারেল রিজার্ভ-এর চেয়ারম্যান জেরোম পাওয়েলের ভাষণে কী কী সূত্র উঠে আসে, সে দিকেও নজর রয়েছে লগ্নিকারীদের, যার জের দেখা গিয়েছে বাজারে।

এ দিন স্পট গোল্ড সূচকে ০.৩ু পতনের ফলে প্রতি আউন্স সোনার দাম যাচ্ছে ১,৯৩৩.৩৭ ডলার এবং ইউএস গোল্ড সূচকে ০.৪ু দর কমায় সোনার দাম প্রতি আউন্সে দাঁড়িয়েছে ১,৯১০.১০ ডলার।

এরই সঙ্গে তাল রেখে সূচকে রুপোর দর ০.৬ু পড়ার ফলে দাঁড়িয়েছে প্রতি আউন্সে ২৬.৫৪ ডলার।

মহারাষ্ট্রে বহুতল ধসে জখম ৩০, ধ্বংসস্তূপে আটকে অন্তত ২০০ জন

মুম্বই, ২৪ আগস্ট (হি.স.): মহারাষ্ট্রে আচমকা হুড়মুড়িয়ে ধসে পড়ল পাঁচতলা বহুতল। সোমবার রায়গড় জেলার মহড় শহরে ধসে পড়া বাড়ির ধ্বংসস্তূপের নিচে ৭০ জনের বেশি চাপা পড়ে আছে বলে আশংকা। অন্তত ৩০ জনকে উদ্ধার করা গিয়েছে জখম অবস্থায়। মৃত্যুর খবর না মিললেও, আশঙ্কা ক্রমেই বাড়ছে।

সোমবার সন্ধ্যা ৬টা ৫০ মিনিট নাগাদ মহারাষ্ট্রের রায়গড় জেলার কাজলপুর এলাকায় আচমকাই বিকট শব্দে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে বাড়িটি। গোটা এলাকা ধুলোয় ঢেকে যায়।বাসিন্দাদের তীব্র আর্তনাদ শোনা যায় বলেই জানিয়েছেন স্থানিয়রা। ঘটনাস্থল থেকে যে ছবি সামনে এসেছে, তাতে দেখা গিয়েছে, বাড়িটি ভেঙে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই ধুলোর চাদরে ঢেকে যায় গোটা এলাকা। সেই অবস্থাতেই উদ্ধারকাজে হাত লাগান স্থানীয় মানুষরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছয় স্থানীয় পুলিশ ও জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর তিনটি দলও। ধ্বংসাবশেষ সরিয়ে উদ্ধারকাজ শুরু করে দেয় তারা। জানা গেছে, মোট ৪৫টি ফ্ল্যাট ছিল ওই বহুতলে। গুরুতর জখম অবস্থায় কমপক্ষে ৩০ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে সেখান থেকে। এখনও ধ্বংসাবশেষের নীচে তাপা পড়ে রয়েছেন কমপক্ষে ২০০ জন। জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর তিনটি দল সেখানে উদ্ধারকাজে হাত লাগিয়েছে। লাগাতার বৃষ্টিতে এমনিই বিপর্যস্ত মহারাষ্ট্র। সেই কারণেই এই বিপর্যয় ঘটেছে বলে মনে করছেন অনেকে।

করিমগঞ্জ জেলায় মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ১,৯৫৮

করিমগঞ্জ (অসম), ২৪ আগস্ট (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলায়ও ক্রমশ করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। সোমবার করিমগঞ্জ জেলায় নতুন ২৯ জন করোনায় সংক্রমিত হয়েছেন। এর মধ্যে ২০ জন রেপিড অ্যান্টিজেন টেস্টের মাধ্যমে পজিটিভ ধরা পড়েছেন। এছাড়া ৯ জনের রেজাল্ট পজিটিভ এসেছে আরটিপিসিআর টেস্টের মাধ্যমে।

এ নিয়ে নিয়ে জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১ হাজার ৯৫৮ জনে। এর মধ্যে মোট ৭৮৬ জনকে সুস্থ করে হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয়েছে। আজ সোমবারও ২০ জনকে রিলিজ করা হয়েছে বলে জেলা জনসংযোগ দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

মাইবাঙে অপহৃত যুবকের সন্ধান নেই তিনদিনে, আটক দুই যুবতী

হাফলং (অসম), ২৪ আগস্ট (হি.স.) : ডিমা হাসাও জেলার কালাচাঁদ এলাকা থেকে অপহৃত বছর ২১-এর যুবক প্রভাত ডিব্রাগেডের এখন পর্যন্ত কোনও সন্ধান পাওয়া যায়নি। গত ২১ আগস্ট সন্ধ্যা ৭.০০টা নাগাদ তিনজনের এক দুষ্কৃতকারীর দল কালাচাঁদ রেল লাইনের পাশ থেকে অপহরণ করে নিয়ে যাওয়ার ৯৬ ঘণ্টা পার হয়ে গেছে। এখনও পুলিশ অপহৃত যুবকের কোনও সন্ধান বের করতে পারেনি। তবে এই অপহরণের পর এর সঙ্গে জড়িত অভিযোগে দুই যুবতীকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে যাচ্ছে ডিমা হাসাও পুলিশ। পুলিশের সন্দেহ, প্রেমজনিত কারণেই প্রভাত ডিব্রাগেডেকে অপহরণ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, গত ২১ আগস্ট মাইবাঙের সিমপ্লাংডিসা গ্রামের জনৈক যুবতী সন্ধ্যা ৭-টা নাগাদ ফোন করে কালাচাঁদ চান্দপুরনগরের বাসিন্দা প্রভাত ডিব্রাগেডেকে তার ঘর থেকে ডেকে নিয়ে যায় রেললাইনের কাছে। সেখানে আগে থেকে অপেক্ষারত তিন দুষ্কৃতকারী প্রভাতকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। এর পর প্রভাতকে ফোন করে নিয়ে আসা যুবতীকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দেয় অপহরণকারীরা। অপহরণের পরের দিন ২২ আগস্ট সকাল সাড়ে নায়টা নাগাদ ওই যুবতী প্রভাত ডিব্রাগেডের পরিবারকে বিষয়টি অবগত করে। এর পরই প্রভাতের অপহরণের বিষয়টি নিশ্চিত হন সকলে। এ ব্যাপারে প্রভাত ডিব্রাগেডের পরিবারের পক্ষ থেকে মাইবাং থানায় এজাহার দাখিল করার পর পুলিশ তদন্তে নামে। প্রভাতকে ফোন করে ডেকে নিয়ে যাওয়া যুবতী সহ অন্য আরেক যুবতীকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশ আটক করেছে বলে জানা গিয়েছে।

মঙ্গলবার আগরতলায় ডিএসও কর্মীরা ডেপুটেশন প্রদান করেন। ছবি- নিজস্ব।

৯৪০০ কোটি টাকার ১১৩৯ কিলোমিটার দীর্ঘ সড়ক প্রকল্প মধ্যপ্রদেশে

নতুন দিল্লি, ২৪ অগাস্ট (হি. স.): মঙ্গলবার ২৫ অগাস্ট মধ্যপ্রদেশে ৩৫ টি মহাসড়ক প্রকল্পের শিলান্যাস হবে। ৯৪০০ কোটি টাকার ১১৩৯ কিলোমিটার দীর্ঘ সড়ক প্রকল্প ওই রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এই প্রকল্পগুলি সহায়ক ভূমিকা নেবে।উদ্বোধন করবেন কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন, মহাসড়ক এবং এমএসএমই মন্ত্রী নীতিন গড়করি। মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিংহ চৌহান এই ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করবেন। এই খবর জানিয়ে পিআইবি বলেছে, সড়কগুলি রাজ্যের যোগাযোগ ব্যবস্থা, ব্যবসায়িক সুবিধা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা নেবে। প্রকল্পগুলির নাম, দূরত্ব এবং খরচের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নীচে দেওয়া হল: ১) জাতীয় মহাসড়ক -৯৩৪ এর কাটিন-বীণা অংশের ওপর সেতু ভারতম প্রকল্পে কলর সড়ক। ২) জাতীয় মহাসড়ক -৯৩৪ এর সাগর-খুরাজ-বিনা অংশের ওপর সেতু ভারতম প্রকল্পের অধীনে ২ লেনের সড়ক সেতু নির্মাণ। প্রকল্পের খরচ ৬৬. ৪৯ কোটি টাকা। ৩) জাতীয় মহাসড়ক -৫৩৯ এর বেতওয়া নদীর ওপর সেতু নির্মান. প্রকল্পের খরচ ২৪.৬৬ কোটি টাকা। ৪) জাতীয় মহাসড়ক —৪৭ এর ওপর ইন্দর বেতুল অংশে শিপ্রা নদীর ওপর সেতু নির্মাণ. প্রকল্পের খরচ ৯.৩৬ কোটি টাকা। ৫) জাতীয় মহাসড়ক -৪৫ এ জাবালপুর-দিনোরি সেকসানের ৬ নম্বর দুর্বল সেতুটির পুনর্নির্মাণ. প্রকল্পের খরচ ২৬.০২ কোটি টাকা। ৬) ইন্দর-বেতুল সড়কের শক্তিশালীকরার কাজ। প্রকল্পের খরচ ৬১৪.০৩ কোটি টাকা। ৭) জাতীয় মহাসড়ক -৫৬৪? এর আম্বুয়া থেকে দাহুদ সড়কের শক্তিশালী করার কাজ।এই প্রকল্পের জন্য খরচ ধরা হয়েছে ৫৮ কোটি টাকা ৮) ৫৮ কোটি টাকা ব্যয়ে জাতীয় মহাসড়ক -৪৩ এর ওপর গুলগঞ্জ-আমনগঞ্জ-পাওয়াই-কাটনী সড়কের শক্তিশালী করার কাজ. ৯) টিকমগড়-প্রথভিপুর-ওর্ছা সড়কের শক্তিশালী করার কাজ. ১০) দিনারা-পিছর সড়কের শক্তিশালী করার কাজ. ১১) সওয়াই মধেপুর-শেওপুর-গরাস-শ্যামপুর সড়কের শক্তিশালীকরণের কাজ. ১২) ইন্দর-হার্দা সড়কের নানাসা থেকে পিপ্লাও পর্যন্ত ৪ লেনের সড়ক নির্মাণ. ১৩) হার্দা থেকে তেমগাও পর্যন্ত ৪ লেনের সড়ক. ১৪) চিচলি থেকে বেতুল পর্যন্ত ৪ লেনের সড়ক. ১৫) কাটনী বাই পাশের ৪ লেন করার কাজ. ১৬) জাতীয় সড়ক -১৪৬ এর সাঁচি-সাগার সেকসানে ২ লেন করার কাজ. ১৭) ১৩৫ বি জাতীয় মহাসড়কে রেওয়া-সিরমৌর সড়কের ২ লেনের কাজ. ১৮) ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের ছত্তারপুর-বরাদের অংশে সেতু নির্মাণ. ১৯) ১৪৬ নম্বর জাতীয় সড়কে ভোপাল-সাঁচি-সাগর অংশে ধাসান নদীর ওপর সেতু নির্মাণ. ২০) ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কেএম পি / ইউ পি সীমান্ত অঞ্চলে কালভার্ট এবং ছোট সেতুর পুনর্নির্মাণ. ২১) ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর সাগর-ছত্তারপুর সড়কে ২ লেন করার প্রকল্প. ২২) ৭৫২ বি নম্বর জাতীয় সড়কে খিলচাপুর জিরাপুর অংশের ২ লেন করার কাজ. ২৩) ৭৫২ বি নম্বর জাতীয় সড়কে বিয়রা মাকসুদানগড় সড়কের শক্তিশালী করার কাজ. ২৪) ৩৪৭ বি নম্বর জাতীয় সড়কে আঞ্জাদ-থিকারি সড়কের শক্তিশালী করার কাজ. ২৫) ৪৫ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর জব্বলপুর- কুন্ডুম-শাহপুর-দীন্দরী সড়কের শক্তিশালী করা. ২৬) ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের রেওয়া থেকে মাহিয়ার পর্যন্ত সড়কের ৪ লেন করার কাজ. ২৭) ৩০ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর মাহিয়ার থেকে কাটনী এবং কাটনী থেকে শ্লীমনাবাদ পর্যন্ত সড়কের ৪ লেনের প্রশস্ত করার কাজ. ২৮) ৩০ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর শ্লীমনাবাদ থেকে জব্বলপুর পর্যন্ত সড়কের ৪ লেনের কাজ. ২৯) ৩০ নম্বর জাতীয় সড়কের এবং ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর জব্বলপুর থেকে লাখাডোণ পর্যন্ত ৪ লেনের সম্প্রসারণের কাজ. ৩০) ৫২ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর বাযোরা-পাচৌরি-সারাঙ্গপুর-মাক্সি-ডেয়াসের সড়কের ৪ লেনের সম্প্রসারণের কাজ. ৩১) লালঘাটী থেকে মুবারকপুর সড়কের ৪ লেনের সম্প্রসারণের কাজ. ৩২) ভূপাল-সাঁচি সড়কের বাকি কাজ. ৩৩) ৪৬ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর নয়াগাওঁ থেকে সতনওয়রদা পর্যন্ত ৪ লেনের কাজ. ৩৪) ৪৬ নম্বর জাতীয় সড়কের গ্বালিয়র-শিবপুরী অংশের ৪ লেনে সম্প্রসারণের কাজ. ৩৫) সিমারিয়া টেকরি থেকে হরিপুরা তিরাহা সড়কের ৪ লেনের সম্প্রসারণের কাজ।

ভাল সড়ক নির্মাণ হলে যাত্রী ও পণ্য পরিবহনের সময় ও খরচ কমে।একই সঙ্গে মসৃণভাবে যান চলাচল করলে বায়ু দূষণ হ্রাস পায়।. প্রস্তাবিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন দুই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তাভার চাঁদ গেহলট এবং নরেন্দ্র সিংহ তোমার, কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রহ্লাদ সিংহ প্যাটেল, ফগ্গন সিংহ কুলস্তে, জেনারেল (ড :) ভি কে সিংহ এবং রাজ্য মন্ত্রিসভার সদস্যরা, বেশ কয়েকজন সাংসদ, বিধায়ক ও কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বেশ কয়েকজন পদস্থ আধিকারিক এই ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন।

মঙ্গলবার বাগিচা কর্মীরা শ্রমদপ্তরের ডেপুটেশন প্রদান করেন। ছবি- নিজস্ব।

করোনা পরিস্থিতিতে মানুষের জীবন বাঁচাতে বিএসএফ জওয়ানদের লাগাতার প্লাজমা দান, উৎসাহিত স্বাস্থ্য দফতর

শিলচর (অসম), ২৪ আগস্ট (হি.স.) : করোনার ভয়াবহ পরিস্থিতিতে মানুষের জীবন বাঁচাতে বিএসএফ জওয়ানদের লাগাতার প্লাজমা দান কর্মসূচিতে উৎসাহিত করছে পজিটিভ আক্রান্ত ও স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকর্তাদের। এবার স্বেচ্ছায় প্লাজমা দান করলেন বিএসএফের ৭ নম্বর ব্যাটালিয়নের হ্যাড কনস্টেবল প্রণয় সরকার, তেজ বাহাদুর সিং ও কনস্টেবল সুরেন্দ্র স্বামী, ৬০ নম্বর ব্যাটালিয়নের সাব-ইন্সপেক্টর নরেন্দ্র কুমাররা সোমবার শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে উপস্থিত হয়ে কোভিড রোগীদের স্বার্থে স্বেচ্ছায় রক্তের প্লাজমা দান করেছেন।

অতিমারি করোনার ভয়াবহ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এবং পজিটিভ আক্রান্ত ব্যক্তিদের তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে ওঠার লক্ষ্যে মানবিক মূল্যবোধ ও সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্যের খাতিরে বিএসএফ জওয়ানরা স্বেচ্ছায় রক্তের প্লাজমা দানে এগিয়ে আসছেন। সমাজের হিতে তাঁদের এমন কর্মসূচিতে ডাক্তার ও রোগীদের মধ্যে উৎসাহের মাত্রা বাড়াতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে বলে ওয়াকিবহাল মহলের অভিমত।

উল্লেখ্য, দিন কয়েক আগে একইভাবে ১৩১ নম্বর ব্যাটালিয়নের ৪ জওয়ান প্লাজমা দান করে প্রশংসা কুড়িয়েছিলেন। বিএসএফ জওয়ানদের এই ভালো কাজের প্রশংসা করে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে অসমের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মার স্বাক্ষরিত শংসাপত্র প্রদান করেছেন মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

বরাকের তিন জেলায় ২৭ আগস্ট থেকে ৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত লকডাউন, কড়া কোভিড বিধি বলবৎ

শিলচর (অসম), ২৪ আগস্ট (হি.স.) : কাছাড় সহ বরাক উপত্যকার তিন জেলায় কোভিড-১৯ জনিত বিধিনিষেধ আরও কঠোর করা হয়েছে। গত কয়েক সপ্তাহে নাগরিকদের জীবন বিপন্ন করে জেলাজুড়ে ক্রমবর্ধিত নভেল করোনাভাইরাস অতি সংক্রামক রোগকে প্রতিরোধ করতে গৃহীত ব্যবস্থা হিসেবে কঠোর পদক্ষেপ নিয়েছে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন। করোনা অতিমারির জন্য ২৭ আগস্ট ভোর ৫.০০টা থেকে ৪ সেপ্টেম্বর মধ্যরাত ১২টা পর্যন্ত তিন জেলায় সম্পূর্ণ লকডাউন জারি করে কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে।

এ ব্যাপারে করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দির পাশাপাশি কাছাড়ের জেলাশাসক তথা জেলা দুর্যোগ মোকাবেলা কর্তৃপক্ষের চেয়ারপার্সন কীর্তি জল্লি এক নির্দেশিকা জারি করেছেন। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০০৫-এর ৩০ (২) (ভি)-এর অধীন প্রদত্ত ক্ষমতা বলে এবং রবিবার রাজ্য সরকারের আদেশ অনুসারে এখন পর্যন্ত বেশ কিছুসংখ্যক এসিমপ্টমেটিক কোভিড রোগী সিমপ্টমেটিক পজিটিভে পরিণত হয়েছে। এর ফলে, বিশেষ করে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে আইসিইউ বেডের সহজলভ্যতা বাধাগ্রস্ত হয়েছে। সুতরাং, কঠোর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অতিমারি সংক্রমণের চেইন ভেঙে দিতে প্রতিরোধ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, অন্যথায় বড় আকারের ঘটনাও ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা ব্যক্ত করা হয়েছে।

জেলাশাসকের নির্দেশে বলা হয়েছে, লকডাউনের সময়কালে শিলচর, লক্ষ্মীপুর শহর, সোনাই শহর, কাটিগড়া বাজার, কালাইন বাজার, বাশকান্দি বাজার, ধলাই বাজার ও বড়খলা বাজারের ফার্মাসি ছাড়া সব ধরনের দোকানপাট বন্ধ থাকবে। সমস্ত সাপ্তাহিক বাজার ছাড়াও দ্বি-সাপ্তাহিক, প্রাত্যহিক, সকাল এবং সন্ধ্যার বাজারও বন্ধ রাখতে হবে। তবে গ্রামাঞ্চলে স্ট্যান্ড অ্যালোন দোকানগুলি সকাল আটটা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত খোলা যেতে পারে।

নির্দেশিকায় আরও বলা হয়েছে, প্রয়োজনীয় পণ্য সরবরাহের শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য সমস্ত কাজকর্মে অনুমতি দেওয়া হবে। সব ধরনের সর্বজনীন নির্মাণকাজ, কৃষি এবং এ সংক্রান্ত কাজের সঙ্গে জড়িত কার্যক্রম, চা বাগানের কাজকর্ম ও ক্রমাগত প্রক্রিয়াগুলির জন্য প্রয়োজন শিল্পগুলিকে কাজ করার অনুমতি দেওয়া হবে। ব্যাংক ও ডাকঘর সহ সকল সরকারি দফতর এবং প্রতিষ্ঠানগুলিকে কোভিড-১৯ প্রটোকল অনুসরণ করে যথারীতি কাজ করার অনুমতি দেওয়া হবে বলে জেলাশাসকের নির্দেশে বলা হয়েছে।

যানবাহনগুলি কেবলমাত্র জরুরি উদ্দেশ্যে এবং কোভিড প্রটোকল অনুসরণ করে টেস্টিং কেন্দ্রগুলিতে এবং যাত্রীদের বহন করার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা হল-এর টিকিট, আইডি কার্ড ইত্যাদি দেখিয়ে চলাফেরা করতে পারবেন। সমস্ত উপাসনাস্থল জনসাধারণের জন্য বন্ধ থাকবে। কোনও ধর্মীয় কাজ, খেলাধুলা এবং বিনোদন সহ সমস্ত ধর্মীয়, রাজনৈতিক এবং সামাজিক জমায়েত পরবর্তী আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তবে, হাসপাতাল (সরকারি ও বেসরকার), ডায়াগনস্টিক ক্লিনিক, ল্যাব এবং অন্যান্য কোভিড সম্পর্কিত কাজে প্রয়োজনীয় পরিষেবা সরবরাহকারীদের ক্ষেত্রে এই বিধিনিষেধগুলি প্রযোজ্য নয়। আদেশে বলা হয়েছে, যানবাহন ও পণ্যাদির আন্তঃজেলা তথা ইরস্টেস্টেট চলাচলের জন্য আলাদা অনুমতি বা অনুমোদনের দরকার পড়বে না।

জেলাশাসক কীর্তি জল্লি তাঁর নির্দেশিকায় জেলা জুড়ে স্থাপিত কোভিড কাউন্সেলিং এবং স্ক্রিনিং সেন্টারগুলিতে প্রত্যেক নাগরিককে র‍্যাপিড অ্যান্টিজেন পরীক্ষার জন্য এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন। এই ব্যবস্থা আগের এসিমপ্টমেটিক মামলার তুলনায় সিমপ্টমেটিক সংক্রান্ত মামলার ক্রমবর্ধমান প্রবণতার কথা মাথায় রেখে নেওয়া হয়েছে।

সংক্রমণের বিস্তার বিরতির প্রয়োজন অনুভূত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

মানুষের জীবন রক্ষার্থে তাঁকে নিষ্ঠুর হতে হয়েছে।

জেলাশাসক তাঁর আদেশে আরও বলেছেন, এই নির্দেশাবলী লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০০৫-এর ৫১ থেকে ৬০ ধারার অধীনে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার পাশাপাশি আইপিসির ১৮৮ ধারা অনুযায়ী আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। একই নিয়ম অন্য দুই জেলায়ও বলবৎ হবে।

বৈশাখীর পাশ থেকে স্বামী ফিরে আসুক এটাই কাম্য স্ত্রী রত্না চট্টোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ২৪ আগস্ট (হি. স.) : প্রাক্তন মন্ত্রী-মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায় ঘরে ফিরে আসুক এখনও এটাই প্রধান কাম্য তাঁর স্ত্রী রত্না চট্টোপাধ্যায়ের। সোমবার দলে নিজের গুরুত্ব কমে যাওয়ার পর রত্না বলেন, "আমি সরে গেলে শোভন যদি দলে ফেরে ফিরুক।কিন্তু গোল পার্কের ন"তলায় যেন (বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে) না বসে থাকে! ' বিধানসভা ভোটে বিজেপি-তৃণমূল দু"পক্ষই কোমড় বাঁধছে। কেন্দ্রীয় বিজেপি নেতৃত্বের তরফে কৈলাস বিজয়বর্গীয়, অরবিন্দ মেননরা শোভনের সঙ্গে দেখা করতে পারেন। এই মুহূর্তে শোভনবাবুর শর্ত মেনে তাঁকে তৃণমূলে ফিরিয়ে নিতে চায়। পর্যবেক্ষকদের মতে, তিনি ফিরবেন কি না এ ব্যাপারে নিশ্চিত করে এখন কিছু বলা না গেলেও একটা ব্যাপার বলাই যায় তা হল, রত্নাকে বেহালার দলীয় সংগঠন সরিয়ে শোভনের জন্য কার্পেট পেতে দিল তৃণমূল। সোমবার দুপুরেই জানা যায়, সংগঠনের যাবতীয় দায়িত্ব থেকে তাঁকে সরিয়ে দিয়েছে তৃণমূল। রত্না চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, দল তাঁকে কিছু জানায়নি। কিন্তু একই সঙ্গে তিনি কিছুটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আশা করেন, তাঁর স্বামী যেন গোল পার্কের ন"তলায় যেন (বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে) না বসে থাকে "! প্রসঙ্গত, রত্নার সংসার ত্যাগ করে বান্ধবী বৈশাখীকে নিয়ে গোলপার্কের বহুতলেই থাকেন শোভন অনেক দিন ধরে। রত্নাকে সরিয়ে দেওয়ার পর থেকেই বেহালা-সহ কলকাতা ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার তৃণমূল কর্মীদের আলোচনায় গুঞ্জন তৈরি হয়েছে, তাহলে কি শোভনকে দলে ফেরাতেই এমন সিদ্ধান্ত। শোভনকে তৃণমূলে ফেরাতে অনেক চেষ্টা করেছে তৃণমূল। বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পরেও সেই চেষ্টা জারি রেখেছিল শাসকদল। কিন্তু তিনি ফেরেননি। মাঝে কাননকে (মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শোভনকে সস্নেহে এই নামেই ডাকেন) ঘরে ফেরানোর ব্যাপারে হাল ছেড়ে দিয়েছিল তৃণমূল।পুরভবনের বারান্দায় হতাশা ভরা গলা নিয়ে ববি হাকিমকে বলতে শোনা গিয়েছিল, "ওকে অনেক বুঝিয়েছি! তু ". সূত্রের খবর, সম্প্রতি তৃণমূলের সর্বোচ্চ নেতৃত্ব সরাসরি বৈশাখীর সঙ্গে যোগাযোগ করে বলে, শোভনকে তৃণমূলে ফিরতে বলো।ওকে বোঝাও।ও কী চায় বলুক। দল ওকে সব দেবে! সূত্রের আরও খবর, শোভন শিবিরের পক্ষ থেকে নাকি টিকিট, মন্ত্রিত্ব এসবের বদলে বৈশাখী নাকি তৃণমূলের সর্বোচ্চ নেতৃত্বকে বলেন, এক- রত্নাকে সরাতে হবে। এবং দুই- তৃণমূলের এক তরুণ এক মুখপাত্র তাঁদের (শোভন-বৈশাখী) সম্পর্কে টক শো-তে বিরূপ মন্তব্য করেছিলেন। সেই জন্য তাঁকে দুঃখপ্রকাশ করতে হবে। দুটো শর্তেই সবুজ সঙ্কেত দেয় তৃণমূল নেতৃত্ব। এখন প্রশ্ন হল, এর পরেও কি শোভন ফিরবেন? গত বছর ভাইফোঁটার দুপুরে দিদির বাড়ি পৌঁছে গিয়েছিলেন শোভন। সঙ্গে ছিলেন বৈশাখীও।এমনিতে শাসকদলের অনেকেই বলেন, দিদির কেড়ে আঙুল যাঁদের কপালে ঠেকে তৃণমূলে তাঁদের গুরুত্বই বেশি। ফোঁটা পাওয়া ভাইয়েদের তালিকায় শোভন ছিলেন বহু বছর। কিন্তু ১৮-র ভাইফোঁটায় দিদির বাড়ির উঠোনে তাঁকে দেখা যায়নি।উনিশে সেই দৃশ্য দেখার পর অনেকেই ভেবেছিলেন, এবার বোধহয় ঘরওয়াপসি হতে চলেছে শোভনের। কিন্তু তা হয়নি।

প্রকৃতিকে সুরক্ষিত করতে বৃক্ষরোপণ কলকাতা পুলিশের

কলকাতা, ২৪ আগস্ট (হি স): করোনা আতঙ্কে কাবু মহানগর। করোনা আতঙ্কে একপ্রকার কোণঠাঁসা শহরবাসী। এরই মাঝে কিছুদিন আগে ঘূর্ণিঝড় আমফানের জেরে প্রচুর পরিমানে গাছ পড়ে যায় শহরে। আর তাই এবার পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখতে বৃক্ষরোপণ কলকাতা পুলিশের। সোমবার প্রতিবছরের ন্যায় এই বছরও কলকাতা আর্মড পুলিশের সদর কার্যালয় বৃক্ষরোপণ কলকাতা পুলিশের তরফে।

করোনা আতঙ্কে শহরবাসী ঘরে থাকলেও নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পথে নেমে শহরবাসীর দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছে কলকাতা পুলিশ। বিভিন্ন সময় লিফলেট বিলি করে, মাইকিং করে জনগণকে সচেতন করছে কলকাতা পুলিশ।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

আট সপ্তাহ পর জামিন পেলেন আরামবাগ টিভির সম্পাদক

কলকাতা, ২৪ আগস্ট (হি. স.) :গত ১৫ অগস্টই মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল তাঁর। কিন্তু অন্য একটি মামলায় গ্রেফতার করে তাঁকে "শোওন অ্যারেস্ট" করে রেখেছিল আরামবাগ মহিলা থানা।শেষপর্যন্ত আদালতের লড়াইয়ে জেল থেকে মুক্তি পেলেন আরামবাগ টিভি ইউটিউব চ্যানেলের সম্পাদক সফিকুল ইসলাম। সফিকুলদের মুক্তির দাবিতে সব্যসাচী চক্রবর্তী, অপর্ণা সেন, কৌশিক সেন, সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অশোক গঙ্গোপাধ্যায়, চলচ্চিত্র পরিচালক তরুণ মজুমদার, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, রবীন্দ্র ভারতীর প্রাক্তন দুই উপাচার্য শুভঙ্কর চক্রবর্তী, পবিত্র সরকার, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভিসি অশোকনাথ বসু থেকে কার্টুন কাণ্ডে জেলে যাওয়া অম্বিকেশ মহাপাত্র-সহ বিশিষ্টরা সরব হয়েছিলেন। কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সঞ্জীব বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিচারপতি অনিরুদ্ধ রায়ের ডিভিশন বেঞ্চের রায়ে এদিন মুক্তি পান সফিকুল। এর পর সংবাদমাধ্যমকে তিনি বলেন, "আজকে তাৎক্ষণিক খুশি হচ্ছে ঠিকই। কিন্তু আসল খুশি হব যেদিন সাংবাদিক হিসেবে সত্যিটা সোচ্চারে বলার পরিবেশ তৈরি হবে। ' আশঙ্কা প্রকাশ করে তিনি বলেন, 'আমি জানি না কালকে আবার কোনও মামলায় আমায় গ্রেফতার করবে কিনা!' তিনি আরও বলেন, গত দু"মাস ধরে তাঁর এবং তাঁর পরিবারের উপর ঝড় বয়ে গিয়েছে। তবে আরামবাগ কোর্টের আইনজীবী অরূপ রতন হাজরা, হাইকোর্টের আইনজীবী তথা রাজ্য সভার সাংসদ বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য এবং আইনজীবী সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায় যে ভাবে লড়াই করেছেন তার কথা উল্লেখ করে সফিকুল বলেন, 'এঁরা নিরলস ভাবে কাজ করে গিয়েছেন। আমার জামিন নাকচ হয়েছে। কিন্তু তাঁরা হাল ছাড়েননি।' গত এপ্রিল মাসে আরামবাগ টিভি ইউটিউব চ্যানেলে একটি ভিডিও ফুটেজ দেখানো হয়েছিল। তাতে বলা হয়েছিল, লকডাউনের মধ্যেও থানা থেকে ক্লাবগুলিকে চেক বিলি করা হচ্ছে।প্রথমে পুলিশ অস্বীকার করলেও পরে কাগজে কলমে মেনে নেয় চেক বিলি হয়েছিল। সফিকুলের অভিযোগ ছিল, পুকুর চুরি হওয়া মানুষের সামনে তুলে ধরার কারণেই এই পুলিশ উঠেপড়ে লেগেছে তাঁকে জেলে পাঠাতে। সেই সময়ে অনেকে বলেছিলেন, যে ক্লাবগুলিকে পুলিশ সরকারি চেক বিলি করেছিল তার অধিকাংশের কোনও অস্তিত্বই নেই। সবটাই শাসকদলের নেতাদের লুটে খাওয়ার বন্দোবস্ত।

বুথ স্তরে দলের সাংগঠনিক ভিত্তি শক্তিশালী করার ডাক চন্দ্রকুমার বসুর

কলকাতা, ২৪ আগস্ট (হি. স.): পশ্চিমবঙ্গে ২০২১ সালে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে বুথ স্তরে দলের সাংগঠনিক ভিত্তি আরো শক্তিশালী করার ডাক দিলেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর প্রপৌত্র তথা রাজ্য বিজেপির প্রাক্তন সহ-সভাপতি চন্দ্রকুমার বসু।

সোমবার চন্দ্রকুমার বসু জানিয়েছেন, পশ্চিমবঙ্গে ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে রাজনৈতিক পালাবদল ঘটানোর স্বর্ণোজ্জ্বল সুযোগ বিজেপির সামনে তৈরি হয়েছে। এই সুযোগের পুরো মাত্রায় ব্যবহার করতে হলে বুথ স্তরে দলের সাংগঠনিক ভিত্তি আরো শক্তিশালী করতে হবে। পাশাপাশি দলের ঐক্যবদ্ধ ভাবমূর্তিও জনগণের সামনে তুলে ধরতে হবে। এমনটা না করলে জয় নিশ্চিত থাকলেও পরাজয় ঘটতে পারে। উল্লেখ করা যেতে পারে ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী হতে কোমর বেঁধে নেমেছে বিজেপি নেতৃত্ব। এই করোনার মধ্যেও রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে একাধিক রাজনৈতিক কার্যক্রম নিয়েছে দল। অন্যদিকে রাজনৈতিক মহলের মতে তথাগত রায় বঙ্গ রাজনীতিতে পুনরায় প্রত্যাবর্তন হলে দলের অন্দরে দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে চলে আসতে পারে। পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের মতন রাজ্যে ক্ষমতা দখল করতে হলে গ্রামীণ বুথ স্তরে দলের ভিত্তিতে শক্ত করতে হবে।তার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা। দলের সাংগঠনিক ভিত্তি জোরদার করার পক্ষে সওয়াল করেছেন চন্দ্রবাবু।

ঢাকুরিয়ার আমরিতে জন্মদিন পালন করোনা জয়ীর

কলকাতা, ২৪ আগস্ট (হি স): করোনা কাঁটায় থরহরি কম্প শহরবাসী। যত সময় বাড়ছে ততই আতঙ্ক বাড়াচ্ছে অদৃশ্য ভাইরাস করোনা। এরই মাঝে ভেন্টিলেটর সাপোর্টে কয়েক দিন কাটিয়ে অবশেষে সুস্থ হয়ে উঠলেন এক করোনার রোগী। সোমবার ঢাকুরিয়া হাসপাতালে পালন হল তার জন্মদিন।

আতঙ্ক যেমন বাড়াচ্ছে তেমন আতঙ্ক কমাচ্ছেও বটে। ৮ দিন ধরে লড়াই করে অবশেষে সুস্থ হয়ে উঠলেন করোনা জয়ী। হাসপাতাল সূত্রে খবর, জানা গেছে, চলতি মাসের ১৬ তারিখে কোভিড পজিটিভ রিপোর্ট নিয়ে ভর্তি হন ওই ব্যক্তি। শ্বাসকষ্টে ভুগছিলেন তিনি। ২০ তারিখ পরিস্থিতি খারাপতর হওয়ায় ভেন্টিলেটরে দেওয়া হয় তাঁকে। এখানেই শেষ নয়, ভেন্টিলেটরে থাকা অবস্থায় কার্ডিয়াক অ্যারেস্টও হয় তাঁর। তবে, অবশেষে সুস্থ সে। এদিন হাসপাতালে পালন হল ৬০ -এ পা ওই ব্যক্তির জন্মদিন।

অমিয় দেববর্মা

দুইয়ের পাতার পর

একসাথে বহু গ্রাম আমরা সফর করেছি, দেখেছি তার সাংগঠনিক দক্ষতা। ১৯৮০ র জুন দাঙ্গা র সময় যুব সমিতির প্রায় সব নেতা জেলে ছিলেন। তাদের জামিনের জন্য আইনী তদ্বির তদারক করেছেন তিনি। এছাড়াও বেশ কজন আইনজীবী অমিয়দের কাছে ছুটে যেতেন। ওদের কেও তিনি নানাভাবে সহায়তা করেছেন।অমিয়দের ছুটাছুটি ও তদ্বির তদারকি যুব সমিতির নেতারা জেল থেকে জামিনে ছাড়া পান। একসময়ে মান্দাইর গনহত্যা কান্ডের নায়ক বলে বলা হত জয়চন্দ্র দেববর্মাকে।বাড়ী তাঁর মান্দাই বাজার থেকে পুরানো মান্দাই যাওয়ার পথের বাঁ দিকে।আমি ব্যক্তিগত ভাবে চিনতাম তাঁকে।এত ভালো লোককে গনহত্যার নায়ক বলে কাগুজে প্রচার করা হয়।অমিয় দেববর্মা র সাথেও তার সুসম্পর্ক ছিল।ছিল নীলমনি দেববর্মণের সাথে।

পার্বত্য অঞ্চলে অমিয় দেববর্মা খুব জনপ্রিয় ছিলেন।বিশেষ করে পুরানো বা অবিভক্ত সদরের উপজাতিয় অনলে।শুধু তাই নয় অমিয় দেববর্মা অউপজাতিয়দের কাছে ও প্রিয় ছিলেন। তাঁর গ্রহনযোগ্যতা ছিল অস্বাভাবিক।শ্যামাচরন, নগেন্দ্র জমাতিয়া রা বহু সময় কথাপ্রসঙ্গে এই কথা বলেছেন। তাঁর সাংগঠনিক দক্ষতার জন্য বুদ্ধদা অমিয়কে স্নেহ করতেন,ও নানাভাবে সহায়তা করেছেন।

ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদ গঠনের আন্দোলনে অমিয় দেববর্মা প্রথম সারির নেতা ছিলেন।

তিনি দুবার সপ্তম তপশীল মোতাবেক গঠিত জেলা পরিষদের সদস্য ছিলেন। পরবর্তী সময়ে যুব সমিতি কংগ্রেস জোট এডিসির ক্ষমতায় এলে প্রথমে তিনি শিক্ষা দপ্তরের নির্বাহী এবং পরে মুখ্য নির্বাহী সদস্য হয়েছিলেন।

উদারপনী হিসেবে পরিচিত অমিয় বরাবর কংগ্রেসের সাথে আঁতাত বা জোটের সমর্থক ছিলেন। কট্টর পনীদের তীব্র বিরোধিতা করেছেন। আইএনপিটি গঠিত হলে তিনি সহকারী সাধারণ সম্পাদক হন এবং চিনিকলের সম্পাদনার দায়িত্ব নেন। বর্তমানে তিনি প্রধান সম্পাদক। রাজ্য রাজনীতিতে বিশেষ করে পার্বত্য অঞ্চলে র উন্নয়নে অমিয় দেববর্মা র ভূমিকা ইতিহাসের উজ্জ্বল অধ্যায় হয়ে থাকবে।

সঙ্কটের মুখে

দুইয়ের পাতার পর

পারে। বিশেষ করে, মহামারি রেসপন্সের ক্ষেত্রে জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ ও সমতা নিশ্চতকররের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবার প্রাপ্যতা সহজলভ্যতা এবং মান নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে। আমাদেরকে এসময় বৈশ্বিক উদাহরণ থেকে প্রতিনিয়ত শিক্ষা নিতে হবে যে কিভাবে বৈশ্বিক সহযোগিতা ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে সমন্বিতবাবে এই সমস্যাকে মোকাবিলা করা যায়। তবে সেক্ষেত্রে সবার আগে প্রয়োজন নীতি নির্ধারণ পর্যায়ে স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর সদিচ্ছা। (সৌজন্যে-দৈ : স্টেটসম্যান)

করোনা আবহে এবার ভার্চুয়ালি মিটিং সারছে পুজো কমিটি গুলি

কলকাতা,২৪ আগস্ট (হি স): করোনা আতঙ্কে রাতের ঘুম উড়েছে শহরবাসীর। কিন্তু এরই মাঝে সম্পন্ন হল গণেশ পুজো। আর মাত্র কয়েকদিন তারপরেই সপরিবারে মর্তে আগমন ঘটবে মা দুর্গার। কিন্তু চলতি বছর সব কিছুতেই পড়েছে ভাঁটা। আর তাই এবার কঠিন পরিস্থিতিতে দুর্গাপূজা কমিটি গুলি।

ক্যালেন্ডার বলছে আর মাত্র কয়েকদিন কারণ পুজো দোড়গোড়ায় এসে কড়া নাড়ছে। তবে অন্যান্য বারের মতো এই বছর নেই সেই উদ্যমতা। তবে, কলকাতা দুর্গা পুজো ছাড়া অসম্ভব। আর তাই ময়দানে নেমেছে পুজো কমিটি গুলি। কিন্তু তাও ভার্চুয়ালি। দমদম পার্কের তরুণ দল থেকে, মুদিয়ালি,বাগুইহাটি দেশবন্ধু নগর সমস্ত পুজো কমিটিকে ভার্চুয়াল ভাবে সারবে পূজার মিটিং। অন্যদিকে জানা যাচ্ছে, চলতি বছর দমদম পার্ক তরুণ দল দমদম পার্কের মাঠে আয়োজিত এই পুজো রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময়ে দেখবেন দর্শকরা। মাঠের চারপাশ ঘিরে দেওয়া হবে ব্যারিকেড দিয়ে। দোকান বসতে দেওয়া হবে ৮ ফুট ব্যবধানে। তবে ফুড স্টলগুলিতে বসে খাওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না।

চিকিৎসক

● **প্রথম পাতার পর**

রিমান্ডের উপর শুনানি হবে না। ওই মামলায় ধৃত বাকি তিনজনের রিমান্ড নিয়ে শুনানি হবে। তবে ওই সময় তাঁরাও হাইকোর্টে আবেদন জানালে তাঁদের জামিন মঞ্জুর হতেও পারে।

প্রসঙ্গত, কোভিড কেয়ার সেন্টারে চিকিৎসকের ওপর থুতু ফেলা এবং দুর্ব্যবহারের ঘটনায় চারজনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছিল। ত্রিপুরা হাইকোর্ট ওই ঘটনায় স্বতঃপ্রণোদিত মামলা নিয়েছিল। পুলিশ সহকারী সরকারি আইনজীবী করণজিৎ দে সহ চারজনকে গ্রেফতার করেছিল। আদালতের নির্দেশে তাঁদের টিআই প্যারেড এবং ১৬৪ সিআরপিসিতে বয়ান রেকর্ড করা হয়েছে। পুলিশ আদালতে কেস ডায়েরিও জমা দিয়েছে।

সিপিএম

● **প্রথম পাতার পর**

গৌতম দাসের। তিনি এও বলেন যে দাবি উত্থাপন করেছে সিপিএম, এ দাবি জনগণের দাবি। এসব দাবিতেও যখন প্রচার চলছে, তখন হিংসাত্মক ঘটনা ঘটছে। বিজেপির দুর্বৃত্ত বাহিনী বিভিন্ন জায়গায় পোস্টার ছিড়ে ফেলেছে। ছামনুতে আক্রমণের শিকার হয়েছেন সিপিএম নেতারা।

প্রসঙ্গত ২০১৮ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর বনমালিপুর বিধানসভায় মিছিল করতে পেরেছে সিপিএম। ২৪ ঘন্টা আগে এ মিছিল সংগঠিত হয়েছে। খয়েরপুর সহ বিভিন্ন জায়গায় ১৬ দফা দাবিকে সামনে রেখে যে কর্মসূচি সংগঠিত হচ্ছে, তাতে ব্যাপক অংশের কর্মীরা অংশ নিয়েছে। সিপিএম ২৬ আগস্ট প্রত্যেক মহকুমায় কর্মসূচি সংগঠিত করবে। দলের তরফে রাজ্যস্তরীয় ভাবনায় আগরতলায় কর্মসূচি থাকবে বলে খবর।

উদ্ধার

● **প্রথম পাতার পর**

মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য জিবি হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে। এদিকে মৃত মহিলার স্বামী পিন্টু দেবনাথ পলাতক। স্বামী পালিয়ে যাওয়ার ঘটনার পর থেকে রহস্য ঘনীভূত হচ্ছে।এটি আত্মহত্যা নাকি হত্যাকান তা নিয়েও নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।মহিলা থানার পুলিশ প্রাথমিকভাবে অস্বাভাবিক মৃত্যু জনিত একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পরে পুলিশ এ বিষয়ে নিশ্চিত হবে বলে জানিয়েছে। গৃহবধূর ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধারের সংবাদে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

সঙ্কটজনক

● **প্রথম পাতার পর**

আইসিইউ-তে ভর্তি করা হয়েছে। চিকিৎসক-রা জানিয়েছেন, বিধায়িকা-কে অক্সিজেন দেওয়া হয়েছে। শীগ্রই তিনি সুস্থ হয়ে উঠবেন।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত তিনজন বিধায়ক করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে মিমি মজুমদার-র অবস্থা কিছুটা সঙ্কটজনক হয়েছে। বাকি দুই বিধায়ক করোনা আক্রান্ত হলেও তারা দ্রুত সুস্থ হয়েছেন।

দ্বারস্থ

● **প্রথম পাতার পর**

দেওয়া হয় সরকারী ভাবে ব্যয়ভার বহন করা সম্ভব নয়। ফান্ডের সমস্যার কারনে এই ব্যয়ভার বহন করা যাবেনা বলে দপ্তর জানিয়েদেয় বলে দাবি করেন তারা। এক বছরের টাকা ছাত্র ছাত্রীদের বহন করতে হবে। বি এড এবং ডি এল এড কোর্সে প্রায় ১৫০ জন এই সুবিধা গ্রহন করছে বলে জানান তারা। জুন মাসে সেষ সেমিস্টার হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু করোনার কারনে এই পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়নি। তার আগে তাদের এই সমস্যা সামাধানের দাবি জানান বি এড এবং ডি এল এড কোর্সে পাঠরতরা।

করোনা আবহে মহরম পালন নিয়ে হলদিবাড়ি ব্লকে প্রশাসনিক বৈঠক

হলদিবাড়ি, ২৪ আগস্ট (হি.স.): করোনা পরিস্থিতির মধ্যে মুসলিমদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান মহরম পালন নিয়ে হলদিবাড়ি ব্লকে অনুষ্ঠিত হল প্রশাসনিক বৈঠক। আগামী ৩০ অগাস্ট মহরম। করোনা আবহের মধ্যে ওই দিন যাতে শান্তিপূর্ণভাবে এবং করোনার বিধিনিষেধ মেনে মহরম পালন করার জন্য এদিনহলদিবাড়ি ব্লকের ইদগাহ ও মসজিদের ইমামদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হল। বৈঠকে করোনার স্বাস্থ্যবিধি মেনে ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে মহরম পালনের জন্য বেশ কয়েকটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। হলদিবাড়ি মহরম কমিটির সম্পাদক লুৎফর রহমান জানান, করোনা পরিস্থিতির জেরে বৈঠকে এবছর ৫০ বছরের ঐতিহ্যবাহী মিলিত লাঠিখেলা প্রদর্শনী ও বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও পাড়ার বাড়ি বাড়ি ঘুরে লাঠিখেলা প্রদর্শন করা চলবে না।

হস্ত শিল্পের উন্নয়নে নানা কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ আগস্ট।। ভারত সরকারের বস্ত্র মন্ত্রকের অর্থানুকূল্যে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে মহিলাদের আত্মনির্ভর করার জন্য নানা ধরনের কর্মসূচি রূপায়িত হচ্ছে। এর মধ্যে একটি ক্লাস্টার হচ্ছে মা কালি হ্যান্ডিক্রাফটস যেটি আগরতলায় আড়ালিয়ায় অবস্থিত। সোমবার এই মা কালি হ্যান্ডিক্রাফটসে হস্তশিল্পের বিভিন্ন বিষয় খতিয়ে দেখার পাশাপাশি জিগস মেশিন বসানো হয়েছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা হেন্ডলোম ডেভলাপমেন্ট কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান বলাই গোস্বামী সহ অন্যান্যরা।

দেববর্মা প্রয়াত

আটের পাতার পর

প্রয়াত অমিয় দেববর্মা জীবত কাল পর্যন্ত আইএনপিটি দলের সহ সভাপতি ছিলেন। এছাড়া তিনি টিএসএফ-এর সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি ছিলেন টিইউজেএস-এর এসিস্টেট জেনারেল সেক্রেটারি। ১৯৮৫ সালে জেলা পরিষদের সদস্য হিসেবে প্রথম নির্বাচিত হন। ১৯৯০ সালে জেলা পরিষদের মুখ্য কার্য্যনিবাহী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

বিতরণ রামনগরে

আটের পাতার পর

হয়েছে তাদের বিধানসভা এলাকাতেই খাদ্যসামগ্রী বন্টন এর জন্য বিধায়ক সুরজিৎ দত্ত ছুটে যাবেন বলে জানান। উল্লেখ্য এর আগেও বিধায়ক সুরজিৎ দত্ত এলাকায় খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেছেন।কেন তার এ ধরনের উদ্যোগ সে বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে বিধায়ক সুরজিৎ দত্ত জানান করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে গরিব অংশের মানুষের কাজ ও খাদ্যের সংকট দেখা দিতে পারে।সেই কথা মাথায় রেখে বিধায়ক সুরজিৎ দত্ত নিজের উদ্যোগে গরীব ও অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। তার এই উদ্যোগ সফল করার জন্য তিনি সকল অংশের মানুষের সহযোগিতা আহ্বান করেছেন।

শিক্ষা ভবনে ডেপুটেশন এআইডিএসও'র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ আগস্ট।। রাজধানী আগরতলা শহরের অফিস লেনে শিক্ষাভবনে ডেপুটেশন প্রদান করেছে অল ইন্ডিয়া ডিএসও।রাজ্য সরকারের বর্তমান শিক্ষানীতির প্রতিবাদ জানিয়ে অল ইন্ডিয়া ডেমোক্রেটিক স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন এর পক্ষ থেকে শিক্ষাভবনে সোমবার ডেপুটেশন প্রদান করা হয়।অল ইন্ডিয়া ডেমোক্রেটিক স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন এর পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে রাজ্য সরকার গাছ তলায় বসে ছাত্র-ছাত্রীদের পঠন-পাঠনের যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে তা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না।বর্তমান করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে গাছ তলায় বসে ক্লাস করা হলেও ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষক-শিক্ষিকারা করোণায় আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।সে কারণেই গাছ তলায় বসিয়েও ক্লাস না করানোর জোরালো দাবি জানিয়েছে অল ইন্ডিয়া ডেমোক্রেটিক স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন।সংগঠনের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে যতদিন পর্যন্ত করোণা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতি শেষ না হবে ততদিন পর্যন্ত পঠন পাঠন বন্ধ রাখতে হবে।

সোনিয়াই

● **প্রথম পাতার পর**

বৈঠকে কী বলেছেন, তা পলকের মধ্যেই মিডিয়ায় ফাঁস হয়ে যায়। তার পর সিব্বলও প্রকাশ্যে মন্তব্য করে বলেন, এই অভিযোগ শুনে তিনি হতাশ। গত ত্রিশ বছর ধরে দলের জন্য তিনি কী করেছেন তার ব্যাখ্যা দিতেও নেমে পড়েন কপিল। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক থেকেই তাঁকে ফোন করে শান্ত করেন রাহুল।

ওদিকে বৈঠকের মধ্যে মনমোহন-চিদম্বরম বলেন, সোনিয়া গান্ধীই দলকে নেতৃত্ব দিন তাতেই কংগ্রেসের মঙ্গল। আবার লোকসভায় কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরী বলেন, গান্ধী পরিবারের বাইরে কারও দলকে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা নেই। রাজীব গান্ধীর মৃত্যুর পর পরীক্ষা নীরিক্ষা করে সে সব দেখা হয়ে গিয়েছে। কংগ্রেসকে পুনরুজ্জীবিত করেছেন সনিয়াই। এখন রাহুলেরই উচিত সভাপতি পদের দায়িত্ব মেনে নেওয়া। অধীরবাবু বৈঠকে আরও বলেন, ৬ মাস অপেক্ষা করারও দরকার নেই। রাহুল রাজি থাকলে ৬ দিনের মধ্যেই তাঁকে সভাপতি মেনে নিতে দল প্রস্তুত। যদিও তাতে রা কাটেননি রাহুল। এদিন প্রিয়ঙ্কা গান্ধীও বৈঠকে কোনও মন্তব্য করেননি। পরে বৈঠকের শেষে মনমোহন সিংহই প্রস্তাব দেন, আপাতত ৬ মাস কংগ্রেস সভানেত্রী থাকুন সোনিয়া গান্ধী। তার মধ্যে দলের সদস্য অভিযান ও সাংগঠনিক নির্বাচন হোক। তার পর ৬ মাসের মধ্যে সর্বভারতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন ডেকে নতুন সভাপতির অভিষেক হবে। সেই প্রস্তাবে সায় দেন চিদম্বরম। পরে সেটাই সর্বসম্মত প্রস্তাব হিসাবে গৃহীত হয়।

প্রায় সাত ঘণ্টা পর সন্ধ্যায় ভার্চুয়াল বৈঠক শেষের পরে জানানো হয়, নতুন সভাপতি নির্বাচনের প্রক্রিয়া শুরুর বিষয়ে ওয়ার্কিং কমিটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের পেশ করা প্রস্তাব সর্বসম্মত ভাবে গ্রহণ করে ওয়ার্কিং কমিটি স্থির করেছে, আগামী ছ'মাসের মধ্যে এআইসিসি-র পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন ডেকে নতুন সভাপতি নির্বাচন করা হবে। কংগ্রেসের একটি সূত্র জানাচ্ছে, সোনিয়া তাঁর সমাপ্তি ভাষণে নেতৃত্ব পরিবর্তন চেয়ে ২৩ জন কংগ্রেস নেতার চিঠি পাঠানোর প্রসঙ্গে বলেছেন, "আমি মর্মাহত হয়েছি। কিন্তু ওঁরা আমার সহকর্মী। আসুন আমরা এক সঙ্গে কাজ করি।"

যুগলের

● **প্রথম পাতার পর**

মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। পুলিশ সঠিক তথ্য জানতে না পারলেও মৃত যুবতীর বাড়ি আনন্দ বাজারের যুবরাজনগর এলাকায় বলে জানা গেছে। তার নাম পূর্নবতী সিনহা। এসডিপিও প্রিয়া মাধুরী মজুমদার জানিয়েছেন, মৃতদেহ উদ্ধারের সাথে সাথে ফরেন্সিক টিম পাঠানো হয়েছে। মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে।

প্রশ্ন উঠছে প্রনয়ঘটিত কারণেই কি তাদের আত্মহত্যা? তাছাড়া মৃতদেহ উদ্ধারের পর বুঝা যাচ্ছে ২-৩ দিন আগে ২ জনের মৃত্যু হয়েছে। ঐ যুবতীর সঙ্গে সঞ্জিতের কি সম্পর্ক? কিভাবে পরিচয়? তা সবকিছু খতিয়ে দেখছে পুলিশ। তবে এই ঘটনায় সংশ্লিষ্ট এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে।

রাজ্যে সর্বোচ্চ

● **প্রথম পাতার পর**

কারণ, ওই সমীক্ষার পরও এখন করোনা আক্রান্তের সংখ্যা হু হু করে বাড়ছে। তাঁর কথায়, সারা দেশে ৩২ দিনে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা দ্বিগুণ হচ্ছে। সেই তুলনায় ত্রিপুরায় ৩১.৫ দিনে করোনা আক্রান্ত দ্বিগুণ হচ্ছে। তাঁর দাবি, প্রতিদিন ত্রিপুরায় ৩.৩ শতাংশ হারে করোনা আক্রান্ত বাড়ছে। এতে অক্টোবরে সংক্রমণ সর্বোচ্চ মাত্রায় পৌঁছবে বলে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন।

পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে ত্রিপুরা সরকার আরও বেশি নমুনা পরীক্ষার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ড় তপন মজুমদার বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে ত্রিপুরায় নমুনা পরীক্ষার হার বাড়ানো হবে। অক্টোবরের মধ্যে সমস্ত আক্রান্তদের খুঁজে বের করতে হবে। সে-ক্ষেত্রে ১৫ সেপ্টেম্বরের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে ত্রিপুরায় অ্যান্টিবডি টেস্টের তোড়জোড় চলছে। তাঁর মতে, করোনা-র টিকা সহজে মিলবে না। উচ্চ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্নদের খুঁজে বের করতে হবে। কারণ, ত্রিপুরায় প্লাজমা থ্যারাপির পরিকল্পনা চলছে। এদিন তিনি সাফ জানিয়েছেন, দেশে করোনা-র বিদায়বেলায় উত্তর-পূর্বাঞ্চলে প্রকোপ বাড়ছে। সে-ক্ষেত্রে দুর্গোৎসব কীভাবে পালন করা হবে সে-বিষয়ে ভাবতে হবে। প্রয়োজনে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে নতুন নির্দেশিকা জারি করতে হবে সরকারকে।

এদিকে, করোনা-র চিকিৎসায় ঢেলে সাজানো হচ্ছে। হাসপাতালে পর্যাপ্ত শয্যার ব্যবস্থা এবং অক্সিজেনের ঘাটতি মেটানো হয়েছে। ড় রাজেশ দেববর্মা বলেন, শুধুমাত্র করোনায় জটিল রোগীদের চিকিৎসা হবে জিবি হাসপাতালে। বাকি লক্ষণহীন, সামান্য আক্রান্তদের ভগৎ সিং এবং হাঁপানিয়া মেলা প্রাঙ্গণে কোভিড কেয়ার সেন্টারে চিকিৎসা হবে। সেখানেও অক্সিজেনের ব্যবস্থা থাকবে।

অবরোধ

● **প্রথম পাতার পর**

এ ধরনের সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে এবং ন্যায্য মজুরি টাকা মিটিয়ে দেওয়ার দাবিতে সোমবার শ্রমিকরা ধলাই জেলার আম বাসার জগন্নাথপুরে আমবাসা গন্ডাছড়া পথ অবরোধ করেন। অবরোধের ফলে রাস্তার দু"পাশে অসংখ্য যানবাহন আটকে পড়ে। তাতে যাত্রীদুর্ভোগে চরমে আকার ধারণ করে। ঘটনার খবর পেয়ে প্রশাসনের কর্মকর্তা এবং পুলিশ অবরোধ স্থলে ছুটে যান। প্রশাসনের কর্মকর্তারা শ্রমিকদের সঙ্গে আলোচনায় মিলিত হন।এই সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে বলে প্রশাসনের তরফ থেকে শ্রমিকদের আশ্বস্ত করা হয়। প্রশাসনের কাছ থেকে সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি পাওয়ার পরই তারা পথ অবরোধ আপাতত প্রত্যাহার করে নেন।অবিলম্বে শ্রমিকদের মজুরি টাকা মিটিয়ে না দিলে তারা আরও বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

নদীপথে

● **প্রথম পাতার পর**

পরিবহণ সংস্থাকে ২ সেপ্টেম্বর থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পণ্য পরিবহণে অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তবে দাউদকান্দি থেকে বিবিরবাজার পর্যন্ত নদীপথে অত্যধিক সাবধানতা অবলম্বন করার জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

এ-বিষয়ে ত্রিপুরা মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি তুষার চক্রবর্তী বলেন, নদীপথে পণ্য আমদানিতে ত্রিপুরার ব্যবসায়ীরা দারুণভাবে উপকৃত হবেন। বিশেষ করে ছোট ব্যবসায়ীরা অনেক বেশি লাভবান হবেন। তাঁর দাবি, ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের ঐকান্তিক চেষ্টা এবং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আন্তরিকতায় নদীপথে পণ্য আমদানি সম্ভব হচ্ছে। ত্রিপুরা এখন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাজ্যগুলির জন্য দরজা খুলে দেবে। এতে ত্রিপুরা উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছবে, বলেন তিনি।

ক্রীড়াঙ্গন

কার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিলেন আকরাম?

বাঁহাতি পেস বোলিংয়ে তখন রীতিমতো ব্যাটসম্যানদের শাসন করছেন ওয়াসিম আকরাম। আসলে সময়টাই তখন ছিল পেসারদের রাজত্ব। পাকিস্তানের কিংবদন্তি ফাস্ট বোলার ওয়াসিমের সঙ্গে জুটি বেঁধে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছিলেন ওয়াকার ইউনিস। নব্বইয়ের দশকজুড়ে তো 'টু ডব্লু" কথাটাই আতঙ্কের প্রতিশব্দ হয়ে উঠেছিল। এরপর এলেন শোয়েব আখতার। গতি আর সুইংয়ের ঝড় তুলে প্রতিপক্ষকে ব্যাতিব্যস্ত করা এই তিন ফাস্ট বোলার দিয়েই পাকিস্তান এক সময় হয়ে উঠেছিল দারুণ এক দল।

সম্প্রতি ইউটিউবে নব্বইয়ের দশকে পাকিস্তান দলে খুব অল্প সময় খেলা তারকা বাসিত আলীর সঙ্গে আড্ডায় মেতেছিলেন ওয়াসিম। সেখানে তাঁর স্মৃতিচারণে উঠে এসেছে মজার এক তথ্য। একবার ওয়াসিম আকরাম নাকি দক্ষিণ আফ্রিকান ফাস্ট বোলার অ্যালান ডোনাল্ডের ওপর ক্ষুব্ধ হয়ে রীতিমতো প্রতিশোধ পরায়ণ হয়ে উঠেছিলেন!

ঘটনাটা অবশ্য আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের নয়। ওয়াসিম তখন খেলতে গেছেন ইংলিশ কাউন্টি, ল্যাঙ্কাশায়ারের হয়ে।ওই সময়ে এক ম্যাচে ডোনাল্ডের আগুনে গোলা বোলিংয়ের আঘাতে কেটে গিয়েছিল ওয়াসিমের থুতনি। চোটটা এতই গভীর ছিল যে শেষ পর্যন্ত তাঁকে যেতে হয়েছিল হাসপাতালে। থুতনিতে ২০টি সেলাই দিতে হয়েছিল তখন।

বাসিত আলী আড্ডার শুরুতে তাঁর সময়ের সেরা কয়েকজন দুর্দান্ত পেসারের নাম বলতে অনুরোধ করেন ওয়াসিমকে। পাকিস্তানের সাবেক অধিনায়ক বলছিলেন, '' এই তালিকায় আছে ওয়েস্ট ইন্ডিজের কার্টলি অ্যামব্রোস, কোর্টনি ওয়ালশ। গ্লেন ম্যাকগ্রাকেও রাখবো। অ্যালান ডোনাল্ডকেও এই সেরাদের কাতারে রাখবো। আমি বলতে চাইছি, তারা সবাই ভালো বোলার।"

কিন্তু যেই না ডোনাল্ডের নাম নিয়েছেন, তখনই ওয়াসিমের মনে পড়ে গেল সেই ভয়াবহ ঘটনার। এরপর বলেন কীভাবে চোট পেয়েছিলেন, কেনই বা হয়ে উঠেছিলেন প্রতিশোধপরায়ণ। নিজের থুতনি দেখিয়ে বলছিলেন, '' এখানে ২০টি সেলাই লেগেছিল, থুতনির নিচের ডান পাশে। আমার মনে হয় সেই ঘটনাটা ঘটে ১৯৮৯ সালে। এবড়োখেবড়ো পিচে তখন আট নম্বরে ব্যাট করতে নামি। ও একটা শর্ট বল করেছিল এবং তখন সে প্রায়ই সহজে ঘন্টায় দেড়শ কিলোমিটার গতিতে বল করতো। আমি তখন বিশ বছরের যুবক এবং পুল করার চেষ্টা করি বলটা। কিন্তু সেটা ব্যাটের ওপরের দিকে লাগে এবং আমার থুতনির নিচে এসে আঘাত করে।"

ডোনাল্ডের বলের আঘাত ভুলতে পারেননি ওয়াসিম। তাইতো হাসপাতাল থেকে তখনই মাঠে ফেরার চেষ্টা করেন, "আমি তখন প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য পাগল হয়ে উঠেছিলাম। কারণ আমি ওকে ছাড়তে চাইনি। আমি হাসপাতালে গেলাম। অনেকটা কেটেছিল আমার। চিকিৎসক আমার মুখের ভেতরে এবং বাইরে মিলিয়ে বিশটি সেলাই দেন। আমাকে কয়েকদিন বিশ্রামে থাকতে বলেন। কিন্তু আমি বললাম, মাঠে বল করতে যাবো। ওই বিকেলে আমি বল করেছিলাম এবং ম্যাচটা আমরাই জিতেছিলাম। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো ডোনাল্ড ব্যাট করতেই আসেনি। মনে হয় সে ভয় পেয়েছিল!"

"মেসি উপদেশ দিলে মানতে হবে"

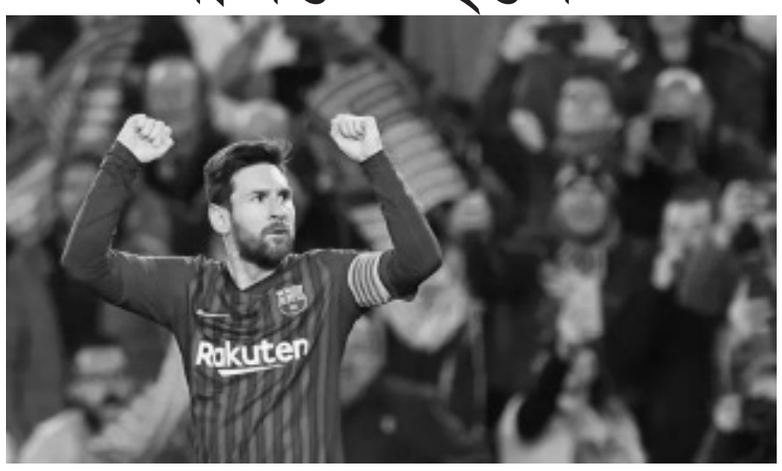

ধরাধামে এই সময়ের সেরা ফুটবলার কে, নতুন করে এই বিতর্ক তোলার দরকার নেই। লিওনেল মেসি ও ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো ছাড়া বিতর্কে তৃতীয় কাউকে তো খুঁজে পাওয়া যায় না।

দুজনই নিজেদের এমন এক উচ্চতায় নিয়ে গেছেন যে সর্বকালের সেরাদের সংক্ষিপ্ত তালিকাতেই জায়গা পেয়ে গেছেন দুজন।

দুজনের সঙ্গে জাতীয় দলে কিংবা ক্লাবে যারা খেলার সুযোগ পেয়েছেন তাঁরা তো সারা জীবন গল্প করার রসদ পেয়ে গেছেন।

এমনই একজন ফ্রেঙ্কি ডি ইয়ং। হল্যান্ডের তরুণ এই মিডফিল্ডারের সম্ভাবনা আছে বিশ্বসেরাদের একজন হয়ে ওঠার।

ডাচ এই তরুণ মাত্র এই মৌসুমেই এসেছেন বার্সেলোনায়, পেয়েছেন লিওনেল মেসির সাহচর্য। ২৩ বছর বয়সী ডি ইয়ং এসেই গুণমুগ্ধ হয়ে গেছেন আর্জেন্টাইন মহাতারকার। মাঠে মেসির প্রতিটি মুহূর্ত খুঁটিয়ে খুঁটিয়েই উপভোগ করেন ডি ইয়ং, চেষ্টা করেন অভিজ্ঞ সতীর্থের প্রতিটি কথা মেনে চলতে।

বিবিসির এক পডকাস্টে (শুধু শব্দভিত্তিক অনুষ্ঠান) মেসিকে কাছ থেকে দেখার অভিজ্ঞতা বলেছেন ডি ইয়ং।

আয়াক্স আমস্টারডাম ছেড়ে বার্সেলোনায় আসা এই মিডফিল্ডারের মতে মেসির দেওয়া প্রতিটি উপদেশই শিরোধার্য করা উচিৎ সব ফুটবলারের। কেন সেই ব্যাখ্যাও দিয়েছেন ডি ইয়ং, "লিওনেল মেসি যদি কথা বলেন এবং আপনাকে উপদেশ দেন, আপনার অবশ্যই তা মানা উচিৎ। কারণ তিনিই হলেন বিশ্বের সেরা খেলোয়াড়। তিনি যখন উপদেশ দেবেন, আপনাকে শুনতে হবে। অনেক সময় তিনি হয়তো আপনাকে সামান্য একটু ভিতরে কিংবা পাশে যেতে বলবেন। ছোট ব্যাপার কিন্তু এগুলোই বড় পার্থক্য গড়ে দেয়।"

বার্সেলোনায় এসে যে তাঁর খেলার ধরণও পাল্টে গেছে সেটিও জানিয়েছেন ডি ইয়ং, "আয়াক্স ও ডাচ দলে আমার অন্য ভূমিকা ছিল। আর এখানে আমরা ডাবল সিক্স (দুজন ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার) নিয়ে খেলি।

আমাকে মানিয়ে নিতে হয়েছে। এখন কোনো সমস্যা হচ্ছে না তবে আরও উন্নতি করার জায়গা আছে। আমি তখনই সবচেয়ে ভালো খেলি যখন আমার খুব বেশি রক্ষণাত্মক কিংবা আক্রমণাত্মক মিডফিল্ডারের দায়িত্ব পালন করতে হয় না।"

করোনা আবহে এবার শুরু হচ্ছে ক্রিকেট, ইংল্যান্ডে পৌঁছল ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল

লন্ডন, ৯ জুন (হি.স.): লকডাউন পরবর্তী প্রথম আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ম্যাচ খেলতে ইংল্যান্ডে পা দিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল। সোমবার রাতে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল অ্যান্টিগা থেকে চাটার্ড বিমানে ইংল্যান্ডের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। মঙ্গলবার সকালেই তারা ম্যাঞ্চেস্টারে পৌঁছয়। আগামী ৩ সপ্তাহ ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে কোয়ারান্টাইন ক্যাম্পে থাকার পর সেখান থেকে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল রওনা দেবে সাউদাম্পটনে। হ্যাম্পশায়ার বোলে প্রথম টেস্ট শুরু হবে ৮ জুলাই থেকে। ১৬ ও ২৪ জুলাই থেকে সিরিজের পরের দু"টি টেস্ট খেলা হবে ম্যাঞ্চেস্টারে।

ক্যারিবিয়ান নির্বাচকরা জেসন হোল্ডারের নেতৃত্বে ১৪ জনের ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল বেছে নেওয়া ছাড়াও ১১ জন রিজার্ভ ক্রিকেটারকেও দলের সঙ্গে ইংল্যান্ডে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন। বায়ো-সিকিওর পরিবেশে খেলা হবে বলেই বাইরের কেউ ক্রিকেটারদের সংস্পর্শে আসতে পারবেন না। তাই নেট বোলারের ভূমিকা পালন করা ছাড়াও কেউ চোট পেলে রিজার্ভ ক্রিকেটাররাই সেই খামতি পূরণ করতে পারবেন।

প্রসঙ্গত, করোনা মহামারির জন্য গত মার্চ থেকে বন্ধ রয়েছে ঘরোয়া ও আন্তর্জাতিক ক্রিকেট। লকডাউন পরবর্তী সময়ে ক্রিকেট খেলা নিয়ে সংশয় রয়েছে বিস্তর। এমন অনিশ্চিতয়তার মাঝেই ইংল্যান্ড ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট বোর্ড বায়ো-সিকিওর আবহে প্রস্তাবিত টেস্ট সিরিজ খেলার কথা ঘোষণা করে। সেই মতো ইংল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ তিন ম্যাচের টেস্ট সিরিজ দিয়েই শুরু হতে চলেছে লকডাউন পরবর্তী আন্তর্জাতিক ক্রিকেট।

টেস্ট ক্রিকেটে করোনা রিপ্লেসমেন্ট সহ চালু হচ্ছে একগুচ্ছ নতুন নিয়ম

নয়াদিল্লি, ৯ জুন (হি.স.): টেস্ট ক্রিকেটে চালু হচ্ছে করোনা রিপ্লেসমেন্ট। করোনা মহামারির কথা মাথায় রেখে অন্তর্বর্তীকালীন নিয়ম পরিবর্তনে সিলমোহর দিল আইসিসি। টেস্ট ম্যাচের মাঝে কোনও ক্রিকেটার করোনা সংক্রামিত হতে পারে এই আশঙ্কায় এই নতুন নিয়ম আনছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি)।

করোনা আবহে মেডিক্যাল অ্যাডভাইজরি কমিটির পরামর্শ মত অনিল কুম্বলের নেতৃত্বাধীন ক্রিকেট কমিটি আইসিসিকে যে সব পরামর্শ দিয়েছিল, সেগুলিতেই সরকারিভাবে স্বীকৃতি দিল আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা। করোনা ভাইরাস সংক্রমণের আশঙ্কায় বল পালিশের ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ হল লালার ব্যবহার।পাশাপাশি টেস্ট ম্যাচের মাঝে কোনও ক্রিকেটার করোনা সংক্রামিত হতে পারে এই আশঙ্কায় অনুমতি দেওয়া হল করোনা রিপ্লেসমেন্টের। নিরপেক্ষ আম্পায়ারের বদলে অন্তর্বর্তীকালীন ভিত্তিতে স্থানীয় আম্পায়ারদের টেস্ট ম্যাচ পরিচালনায় বৈধতা দেওয়া হল। সেক্ষেত্রে ম্যাচ রেফারি ছিটকে যাওয়া ক্রিকেটারের ভূমিকা অনুযায়ী পরিবর্ত বেছে দেবেন। এই পরিবর্ত শুধু মাত্র অন্তর্বর্তীকালীন ভিত্তিতে টেস্টেই নেওয়া যাবে। ওয়ান ডে বা টি-২০ ক্রিকেটে এই নিয়ম প্রজোয্য হবে না।

নিষিদ্ধ হয়েছে বলে লালা ব্যবহার। কোনও বোলার ভুল করে বলে লালা লাগিয়ে বসলে আম্পায়ার বল জীবানুমুক্ত করার পরেই খেলার অনুমতি দেবেন এবং বোলারকে সতর্ক করবেন।

দু"বার সতর্ক করার পরেও একই ভুল করলে পেনাল্টিতে ৫ রান উপহার দেওয়া হবে প্রতিপক্ষ দলকে। খেলার নিয়মের বাইরে আগামী ১২ মাসের জন্য ক্রিকেটারদের জার্সিতে অতিরিক্ত লোগো ব্যবহার করার অনুমতি দিল ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিল। এবার থেকে টেস্টের প্রতি ইনিংসে উভয় দল তিনটি করে রিভিউ নিতে পারবে।

পরচুলার আবার আসল কী ?

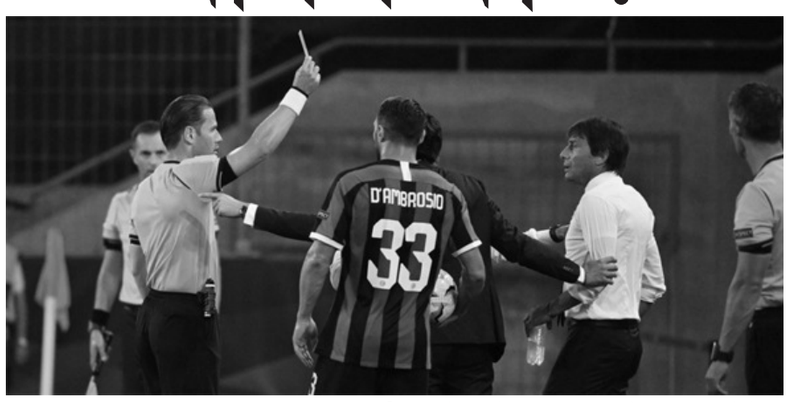

ম্যাচে তখন ১-১ গোলের সমতা। দুই দলের কেউ কাউকে ছেড়ে কথা কইছে না। পেনাল্টি থেকে রোমেলু লুকাকু ইন্টার মিলানকে এগিয়ে দেওয়ার চার মিনিট পরই সমতা ফিরিয়েছে সেভিয়া, ডাচ স্ট্রাইকার লুক ডি ইয়ংয়ের দুর্দান্ত হেডে। এর পরেই দেখা গেল প্রতিদ্বন্দ্বিতার আসল ঝাঁজ। মাঠের বাইরে থাকা ইন্টার কোচ আন্তোনিও কন্তেকে বচসা শুরু হয়ে যায় সেভিয়ার আর্জেন্টাইন মিডফিল্ডার এভার বানেগার। স্কাই স্পোর্টস ইতালিয়ার খবর, ম্যাচের ১৫ মিনিটের দিকে টাচলাইনে দাঁড়িয়ে থাকা কন্তের দিকে এগিয়ে যান বানেগা।ভিডিওতে দেখা যায়, রেফারির কোনো একটা সিদ্ধান্তে অখুশি কন্তে চিৎকার চেঁচামেচি করতে শুরু করেন। বানেগা তাঁকে তখন কিছু একটা বললে কন্তের রাগটা গিয়ে পড়ে সেভিয়া মিডফিল্ডারের ওপর। দুজনের কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে কন্তের দিকে তাকিয়ে নিজের মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বানেগা জিজ্ঞেস করেন, 'দেখি তো, তোমার পরচুলটা আসল না নকল!' পরচুলা তো পরচুলাই, সেটির আবার কী আসল কী নকল? সেটি জেনেও কন্তেকে রাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা আর কি বানেগার !স্বাভাবিকভাবেই কথাটা গায়ে লেগে যায় কন্তের। খেলোয়াড়ি জীবনে টাক থাকা কন্তে কোচ হওয়ার পর বেশ কবার চুল প্রতিস্থাপন প্রক্রিয়ার সাহায্য নিয়েছেন। সে দিকেই ইঙ্গিত করেছেন বানেগা। আজীবন আগ্রাসী কন্তে এর আগেও টাচলাইনে আবেগের বহিঃপ্রকাশ দেখিয়ে আলোচনায় এসেছিলেন, বানেগার ওই কথা যেন ইন্টার কোচকে আরও তাতিয়ে দেয়। বানেগার দিকে তেড়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন কন্তে। লাভ হয়নি। উল্টো রেফারি ড্যানি ম্যাকেলি কন্তেকে হলুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করে দেন। 'ম্যাচের পরে তোমাকে দেখে নেব'এত কিছুর মধ্যে বানেগাকে এই হুমকিটা দিয়ে রেখেছিলেন কন্তে!

পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের বেতন কাটলেও আপত্তি নেই

লন্ডন।। নজিরবিহীন অবস্থার মধ্য দিয়ে চলছে গোটা দুনিয়া। করোনাভাইরাস কেড়ে নিয়েছে প্রায় প্রতিটি দেশের মানুষের স্বাভাবিক জীবন। ঘরবন্দি হয়ে কাটছে মানুষের দিন। অফিস—আদালত বন্ধ, বন্ধ ব্যবসা—বাণিজ্য। খেলার দুনিয়াতেও লক ডাউন। ফুটবল, ক্রিকেট, টেনিস কিছুই এর বাইরে নয়। খেলার দুনিয়ার মানুষেরা কাটাচ্ছেন অলস সময়। কিন্তু এ সময়ের সুদূরপ্রসারী প্রভাবটা এখনই চোখের সামনে দেখা যাচ্ছে। খেলাধুলা বন্ধ মানেই এর সঙ্গে জড়িত প্রতিটি সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান পড়ে যাবে প্রচণ্ড আর্থিক চাপে। ইউরোপের অনেকে দেশে এখনই সেটি বাস্তব হয়ে দেখা দিয়েছে। মেসি—রোনালদোরা পর্যন্ত তাঁদের ক্লাবের কাছ থেকে পুরো বেতন পাচ্ছেন না। অনেক ক্লাব ও ক্রীড়া সংস্থায় শুরু হয়ে গেছে ছাঁটাই। এই অবস্থায় পাকিস্তানি ক্রিকেটাররা নিজেদের পুরোপুরি প্রস্তুত রেখেছেন সব ধরনের পরিস্থিতির জন্য। টেস্ট অধিনায়ক আজহার আলী এক ভিডিও সাক্ষাৎকারে তাঁর দেশের গণমাধ্যমকে বলেছেন, 'করোনার কারণে পিসিবি যে আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়েছে, সেজন্য যদি বোর্ডের কেন্দ্রীয় চুক্তিতে থাকা খেলোয়াড়দের বেতন কাটা হয়, সেটি খেলোয়াড়েরা মেনে নেবেন।'

তোমাদের ক্ষমা চাওয়া উচিত, সানরাইজার্স হায়দরাবাদের প্রাক্তন সতীর্থদের উদ্দেশ্যে বার্তা ড্যারেন স্যামি

নয়াদিল্লি, ৯ জুন (হি.স.): আইপিএলে বর্ণবিদ্বষের শিকার হওয়ার অভিযোগ থেকে সরে আসছেন না ড্যারেন স্যামি। সানরাইজার্স সতীর্থদের উদ্দেশ্যে স্যামি বলেন, 'তোমাদের ক্ষমা চাওয়া উচিত'। মঙ্গলবার স্যা ইনস্টাগ্রামে একটি ভিটিও পোস্ট করে এই বার্তা দেন তিনি।

এর আগে আইপিএল-এ সানরাইজার্স হায়দরাবাদে খেলা ড্যারেন স্যামি। ওই দলের প্রাক্তন সতীর্থদের বিরুদ্ধে বর্ণবিদ্বষের তিনি।

তাঁর অভিযোগ সানরাইজার্স হায়দরাবাদের হয়ে আইপিএল খেলার সময় তাঁকে ও শ্রীলঙ্কান তারকা থিসারা পেরেরাকে কালু বলে ডাকতেন সতীর্থরা, যার মানে তখন না বুঝলেও এখন জানতে পেরেছেন। কালুর মানে কালো মানুষ, এটা জানতে পেরে ভীষণ রাগ হচ্ছে তাঁর।যদিও ইরফান পাঠান, বেনুগোপাল রাও, পার্থিব প্যাটেল, পারভেজ রসুলের মতো ভারতীয় ক্রিকেটাররা অস্বীকার করেন এমন কোনও ঘটনার কথা তাঁদের মনে পড়ছে বলে।

তবে মঙ্গলবার স্যামি ইনস্টাগ্রামে একটি আবেগপ্রবণ ভিটিও পোস্ট করেন।

যেখানে তিনি নাম না করে সানরাইজার্সের সেই সব সতীর্থদের বার্তা দিয়েছেন, যাঁরা তাঁকে কালু নামে ডাকতেন। স্যামি স্পষ্ট জানান যে, তিনি রেগে আছেন বটে, তবে সবাইকে তিনি নিজের ভাইয়ের মতো দেখেন। তাই তাঁরা যেন তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করে ক্ষমা চেয়ে নেন।

Bamboo and Cane Development Institute, Agartala
QUOTATION
Sealed quotations are require for supplying of food (Breakfast, Lunch & Dinner) for trainees. For details please contact at BCDI, Lichubagan / Email : bcdiacc@gmail.com or 9436582273
Last date is 1st September 2020, 3 PM.

মেসির সঙ্গে মার্তিনেস বার্সায় খেললে আর্জেন্টিনার লাভ

লাউতারো মার্তিনেস বার্সেলোনায় যোগ দিলে দলটির আক্রমণভাগে তিনি জুটি গড়বেন জাতীয় দলের সতীর্থ লিওনেল মেসির সঙ্গে। এতে দুজনের বোঝাপড়া বাড়বে আরও বেশি। এর সুফল আর্জেন্টিনা পাবে বলে মনে করেন দলটির সহকারী কোচ রবের্তো আয়ালা।

অনেক দিন ধরে গুঞ্জন চলছে, ইন্টার মিলান ছেড়ে কাম্প নউয়ে পাড়ি জমাতে পারেন মার্তিনেস। পাঁচ বছরের চুক্তিতে তিনি বার্সেলোনায় যোগ দিতে রাজি হয়েছেন বলেও খবর এসেছে কয়েকটি গণমাধ্যমে।

ইন্টারে রোমেলু লুকাকুর সঙ্গে আক্রমণভাগে দারুণ জুটি গড়েছেন ২২ বছর বয়সী মার্তিনেস।

করোনাভাইরাসের কারণে ২০১৯-২০ মৌসুম স্থগিত হওয়ার আগে ৩১ ম্যাচে ১৬ গোল করা এই ফরোয়ার্ডের খেলায় মুগ্ধ সাবেক আর্জেন্টাইন ডিফেন্ডার আয়ালা।

আর্জেন্টিনার ক্রীড়া বিষয়ক দৈনিক 'ওলে'-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মার্তিনেসের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন নাপোলি, এসি মিলান ও ভালেন্সিয়ার সাবেক এই সেন্টার ব্যাক।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO 12/EE/SNM/ PWD/2020-21, Dt : 18/08/2020.
The Executive Engineer, Sonamura Division, PWD(R&B), Sonamura, Sepahijala, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender' up to 3.00 P.M. on 09/09/2020 for the following work:

Sl No	Name of work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion
1	DNIeT No. PWD/DNIe-T/SE-IV/PWD(R&B)/2020-21.	Rs. 49,25,691.00	Rs. 49,257.00	5 (five) months.

.Last Date & Time for document Downloading & Bidding : 09-09-2020 upto 3.00 PM. ! .Date & Time for opening of Technical Bid : 09-09-2020 at 3.30 PM.
.Bid Fee of Rs.1,000.00 for each (Non refundable).
.Class of Bidder : Appropriate Class.
.No negotiation will be conducted with the lowest Bidder.
.For more details please visit the websites: https://tripuratenders.gov.in
ICA/C-1432/2020-21
(Er. N. C. Ghosh) Execittive Engineer Sonamura Division, PWD(R&B) Sepahijala, Tr pun!

The Executive Engineer, Agarfala Division No.111, PWD(R&B). Agartala invites e-lenders vide F-1\iieT No. 10/ EE/Divniii/PWD(R&B)/2020-2021, Dated 20th August, 2020 for the work detailed below:-
1/ [DNIeT No. 18/EE/Divn.III/ PWD(R&B)/2020-21] [Estimated Cost 224,22,801.00]
Bid documents can been seen in the website ht-tp://tripuratenders.govin w.e.f. 201" August to 4th September, 2020 and last date of downloading & bidding for bids is 41" September, 2020 up to 3:00pm.
NOTE: NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER
ICA/C-1426/2020-21
For and on behalf of the Governor of Tripura.
(PRIYABRATA PAUL)
Designation: Executive Engineer
Division No-III, PWD(R&B), Agartala, West Tripura

■Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

বিশ্রামগঞ্জ বান্দর খামার থেকে নেশা সামগ্রীসহ ধৃত যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৪ আগস্ট।। নেশার কবলে আসক্ত হয়ে যাচ্ছে যুবসমাজ। দীর্ঘদিন ধরে সিপাহী জলা জেলার বিশ্রামগঞ্জ এলাকায় স্কুল পড়ুয়া থেকে কলেজ পড়ুয়া ছাত্র ছাত্রীরা নেশার কবলে ডুবে যাচ্ছিলো। রাজ্য পুলিশ ক্রমাগত প্রত্যেকদিন কোন না কোন জায়গা থেকে এই নেশা বিরোধী অভিযানে সাফল্য লাভ করে।সোমবার দুপুরে সিপাহী জলা জেলার বিশ্রামগঞ্জ বান্দর খামার এলাকা থেকে টিপু সুলতান নামে এক যুবককে আটক করে এলাকাবাসী। এলাকাবাসীর বক্তব্য দীর্ঘদিন যাবত টিপু সুলতান বিশ্রামগন এলাকার অধিকাংশ যুবককে এই নেশায় জরিয়ে দিয়েছে। টিপু সুলতানের কাছ থেকে এলাকার যুবকরা ড্রাগস সহ বিভিন্ন ধরনের সামগ্রী গ্রহণ করতেন বলে অভিযোগ । সেই খবরের ভিত্তিতে আজ বিশ্রামগঞ্জ বান্দর খামার এলাকায় যুবকরা একত্রিত হয়ে ধরেন টিপু সুলতান কে । তবে এলাকাবাসীদের অভিযোগ টিপু সুলতানকে এলাকার মানুষ গণধোলাই দেয় নি , বাস্তবে টিপু সুলতানকে নেশা সামগ্রীসহ গ্রেপ্তারের পর তাকে গণধোলাই দেওয়া হয়েছে। খবর দেওয়া হয়েছে বিশ্রামগঞ্জ থানা পুলিশকে। ছুটে যান বিশ্রামগঞ্জ থানা পুলিশ, বিশ্রামগঞ্জ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে নেশা সামগ্রী গুলি উদ্ধার করে টিপু সুলতানকে বিশ্রামগঞ্জ থানায় নিয়ে আসে। তারপর টিপু সুলতানকে বিশ্রামগন প্রাথমিক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখান থেকে হাপানিয়া হাসপাতালে রেফার করা হয় । এলাকার যুবকদের অভিমত দীর্ঘদিন ধরে এলাকার যুবকদের জীবন নষ্ট করছিল টিপু সুলতানের মত একাংশ ব্যবসায়ী। আজ হাতেনাতে ধরে ফেলেন এলাকার যুবকরা টিপু সুলতান কে । উত্তম-মধ্যম দেওয়া হয় টিপু সুলতান কে । পাঠিয়ে দেওয়া হয় বিশ্রামগঞ্জ হাসপাতাল থেকে হাপানিয়া হাসপাতালে। বিশ্রামগঞ্জ এলাকায় একাংশ যুবক এইভাবে উরতি বয়সে যুবকদের কাছে নেশা সামগ্রী বিক্রি করে তাদের জীবনকে নষ্ট করার পথে চলছিল। তবে বিশ্রামগঞ্জ এলাকায় অনেক যুবক এ ধরনের ড্রাগস ব্যবহার করে মৃত্যুর কোলে ঢলে গিয়েছিল। অনেক যুবক রাস্তায় পাগলের মত ঘোড়া ঘোড়া করছেন ড্রাগস ব্যবহার করে। বিশ্রামগঞ্জ এলাকার অভিভাবকদের অভিমত বিশ্রামগঞ্জ থানার পুলিশ যদি একটু নজর দেয় তাহলে যুবসমাজকে বিপথে আর যেতে হবে না। বিশ্রামগঞ্জ বান্দর খামার এলাকার যুবকরা টিপু সুলতানের বিরুদ্ধে থানায় মামলা করেন। তবে টিপু সুলতানের চিকিৎসার জন্য হাপানিয়া তে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। অতিরিক্তর থেকে বেশী বিদ্যুৎ বিল নেওয়ায় চরিলাম বিদ্যুৎ দপ্তর অফিস ঘেরাও করল গ্রাহকরা।

আইএনপিটির বরিষ্ঠ নেতা অমিয় দেববর্মা প্রয়াত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ আগস্ট।। ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদের প্রাক্তন মুখ্য কার্য্যনির্বাহী সদস্য অমিয় দেববর্মা প্রয়াত হয়েছেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছে ৬৪ বছর। তিনি দীর্ঘদিন ধরে লিভার ক্যান্সার জনিত দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভোগছিলেন। আইএলএস হাসপাতালে সোমবার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন অমিয় দেববর্মা। তার মৃত্যুর সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই রাজ্য জুড়ে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। পাহাড়ী জনপদে তিপ্রাসা নেতা হিসাবে তার জনপ্রিয়তা ছিল অপরিসীম।

ছয়ের পাতায় দেখুন

মঙ্গলবার আগরতলায় সিপিএম সমর্থকরা বিভিন্ন আদায়ের লক্ষ্যে মানব শৃঙ্খল তৈরি করে। ছবি- নিজস্ব।

কৃষ্ণনগরে দুস্থ ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা সামগ্রী বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ আগস্ট।। এসএফআই সদর বিভাগীয় কমিটির পক্ষ থেকে সোমবার কৃষ্ণনগর এলাকায় দুস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে শিক্ষা সামগ্রী বিতরণ করা হয়। এসএফআই সদর বিভাগীয় কমিটির নেতা দীপাঞ্জন সরকার এ বিষয়ে অভিমত ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন করোণা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে অনেক অভিভাবকই রোজগার হীন হয়ে পড়েছেন। রুটি রোজগার হারিয়ে অনেক পরিবার অসহায় হয়ে পড়েছে। এই অবস্থায় ছেলেমেয়েদের পঠন-পাঠনের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর দোকান দেওয়া অসম্ভব হয়ে উঠেছে।উদ্ভূত পরিস্থিতি বিবেচনা করে ছাত্র সংগঠন এসএফআই দুস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে খাতা কলম সহ অন্যান্য শিক্ষা সামগ্রী তুলে দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।শুধুমাত্র কৃষ্ণনগর এলাকাতেই নয় রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে এসএফআইয়ের পক্ষ থেকে এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানানো হয়।রাজ্যে শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য সংগঠনের পক্ষ থেকে রাজ্য সরকারের কাছে দাবি জানানো হয়েছে।এসএফআই শুধুমাত্র ছাত্র-ছাত্রীদের স্বার্থ সুরক্ষায় আন্দোলন বজায় রেখেই নিজেদের দায় দায়িত্ব খারাপ করতে চায় না।সামাজিক দায়িত্ববোধের অঙ্গ হিসেবে গরিব ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে শিক্ষা সামগ্রী বিতরণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে এসএফআই।

দুস্থদের খাদ্য সামগ্রী বিতরণ রামনগরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ আগস্ট।। রামনগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক সুরজিৎ দত্ত আবারো দুস্থ মানুষের মধ্যে ত্রাণ সামগ্রী বন্টন শুরু করেছেন।সোমবার রামনগর বিধানসভা এলাকার ভগৎ সিং কলোনিতে ৬ টি ওয়ার্ডের ৫০০০ পরিবারের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী প্রদান করেন বিধায়ক সুরজিৎ দত্ত।খাদ্য সামগ্রী প্রদান উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিধায়ক সুরজিৎ দত্ত জানান তিনি পার্থক্য পরিবারের হাতে খাদ্য সামগ্রী তুলে দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন।আগামী এক মাসের মধ্যেই ৫ লক্ষ পরিবারের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী পৌঁছে দেবেন বলেও তিনি জানিয়েছেন।শুধুমাত্র রামনগর বিধানসভা এলাকাতেই নয় রাজ্যের বিভিন্ন বিধানসভা এলাকায় তিনি খাদ্য সামগ্রী প্রদান করবেন বলে জানিয়েছেন। বেশ কয়েকটি বিধানসভা এলাকার বিধায়ক এর সঙ্গে তিনি এ বিষয়ে কথা বলেছেন।যাদের সঙ্গে কথা

ছয়ের পাতায় দেখুন

কদমতলায় যাত্রীবাস পরিষেবার সূচনা হল

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ২৪ আগস্ট।। বহু প্রতিক্ষার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে উত্তরের ৫৪ কুর্তি কদমতলা বিধানসভা কেন্দ্রে ত্রিপুরা আরবান ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন থেকে দুটি যাত্রীবাহী বাস চালু হলো আজ।দুপুর দুটো নাগাদ টিআরটিসির উদ্যোগে কদমতলা টাউন হলে এক উদ্ভধনি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে টি আর টি সি র দুটি বাস পরিষেবার উদ্ভাধন হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন টিআরটিসির চেয়ারম্যান দীপক মজুমদার। তাছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন টিআইডিসির চেয়ারম্যান টিংকু রায়, ত্রিপুরা বিধানসভার উপাধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন,কদমতলা পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সুব্রত দেব, টিআরটিসির এম ডি সুভাষ চন্দ্র সাহা প্রমুখ। আজকের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে শুভ সূচনা হয়। নারিকেল ভেঙে ও ফ্ল্যাগ অফের মধ্য দিয়ে আজ থেকেই দুটি বাস চলাচলের শুভারম্ভ হয়।তারপর উপস্থিত অতিথিরা বক্তব্য দিতে গিয়ে বলেন, দীর্ঘ ২৫ বছরের বাম জামানায় পূর্বের সরকার টিআরটিসিকে পঙ্গু করে দিয়েছে। রাজ্যে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় বসার পর টিআরটিসিকে গুটি গুটি পায়ে আবার ছন্দে ফিরিয়ে আনছে।তারই অঙ্গ হিসাবে উত্তরের কদমতলা এলাকায় দুটি বাস পরিষেবা দিয়ে নতুন ভাবে সংযোজন করল রাজ্য সরকার।অতিথিরা বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন,এই দুটি লোকাল বাস সার্ভিস কদমতলা রুটে চলাফেরা করবে। জানা গেছে একটি বাস বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী রানীবাড়ী থেকে সকালে ছাড়বে। এই বাসটি রানীবাড়ী টু মোটর স্ট্যান্ড ভায়া ধর্মনগর কলেজ এবং দ্বিতীয় যাত্রীবাহী বাসটি চুড়াইবাড়ি টু মোটর স্ট্যান্ড ভায়া ধর্মনগর কলেজ।লোকাল যাত্রীবাহী বাস সার্ভিসের জন্য ভাড়া এখনো নির্ধারণ করা হয়নি। খুব শীঘ্রই ভাড়া নির্ধারণ করা হবে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিক।কদমতলা এলাকাটি রাজ্যের উত্তর জেলার একটি বর্ধিষ্ণু এলাকা বলে পরিচিত।একদিকে বাংলাদেশের সিলেট জেলা অন্যদিকে আসামের বরাক উপত্যকা। এই আন্তর্জাতিক এবং আন্তঃরাজ্য সীমান্তের মধ্যে অবস্থিত কদমতলা এলাকাটি। উত্তর জেলাসদর ধর্মনগরের পরেই কদমতলার অবস্থান। কদমতলায় ব্লক অফিস রয়েছে। কৃষি, পি ডব্লিউ ডি এবং বিদ্যুৎ দপ্তরে বিভাগীয় অফিস রয়েছেও। দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় সহ নানা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে। কদমতলায় ব্লকে এলাকায় একাধিক চা বাগান রয়েছে। কিন্তু যোগাযোগব্যবস্থার তেমন উন্নয়ন হয়নি।নেই রাজধানী আগরতলার সাথে কদমতলা বাসীর সরাসরি যোগাযোগের ব্যবস্থা।তবে কদমতলা বাসীর দাবি এবার কদমতলা আগরতলা রুটে যাত্রীবাহী বাস চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করা হউক।তবে আজকে টিআরটিসির দুটি যাত্রীবাহী লোকাল বাস সার্ভিস চালুর মূল কান্ডারী টিংকু রায় তার বল্যা অপেক্ষা রাখেনা।অতি শীঘ্রই কদমতলায় আরেকটি বাস পরিষেবা চালু হবে বলে জানান টিআরটিসির চেয়ারম্যান দীপক মজুমদার।আজ থেকে কদমতলায় যাত্রীবাহী দুটি লোকাল বাস সার্ভিস চালু হওয়াতে ছাত্র ছাত্রী শিক্ষক কৃষক থেকে শুরু করে নিত্যযাত্রীরা বেজায় খুশি।অপরদিকে কদমতলা ব্লকাধীন কুর্তি গ্রাম পঞ্চায়েতের অফিস প্রাঙ্গণে একটি লাইব্রেরীর শুভ উদ্বোধন করেন টিআইডিসির চেয়ারম্যান টিংকু রায়।সাড়ে সাত লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত হয়েছে লাইব্রেরীটি। প্রত্যন্ত এলাকা কুর্তিতে একটি লাইব্রেরী সাপনে অবিভাবক থেকে ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে খুশির আবহ বইছে।

চরিলাম বিদ্যুৎ দপ্তরে অফিস ঘেরাও করল গ্রাহকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৪ আগস্ট।। সোমবার চরিলাম বিদ্যুৎ দপ্তর এর অফিসে ঘেরাও করল গ্রাহকরা। গ্রাহকদের অভিযোগ লকডাউন এর সময় বিদ্যুৎ দপ্তর থেকে কোন বিল দেওয়া হয়নি তবুও ঘরে বসে বিল করেছে বিদ্যুৎ দপ্তর যাদের বিল হতো ১০০ টাকা তাদের করণা মহামারীর সময় বিল দিতে হয়েছে ২০০ টাকা।জনগন ভেবেছে হয়তো লকডাউনের মতো সংকট জনক পরিস্থিতিতে হয়তো রাজ্য সরকার বিদ্যুৎ বিল গ্রাহকদের থেকে নেবেন না। কিন্তু সেখানে দেখা গেল সুদের সুদ চক্রবর্তী সুদ। সোমবার চরিলাম বিদ্যুৎ দপ্তর গ্রাহকদের কাছে সার্টিফিকেটের মাধ্যমে বিল দেওয়ার কথা জানিয়েছেন তখন গ্রাহকরা কেঁপে উঠেন। খবর যায় বিশ্রামগঞ্জ বিদ্যুৎ দপ্তর এর হেড অফিসে। সেখান থেকে ছুটে আসেন এক আধিকারিক। তিনি গ্রাহকদের বোঝানোর চেষ্টা করেন তাদের কোন করার নেই। রাজ্য সরকারের তরফ থেকে যেভাবে বিলের নিয়ম দেওয়া হয়েছে সেই নিয়মেই বিল নিচ্ছেন বিদ্যুৎ দপ্তর এর কর্মীরা। প্রায় এক ঘণ্টা বন্ধ ছিল বিদ্যুৎ দপ্তর এর অফিসটি। পরবর্তী সময়ে গ্রাহকদের বুঝানোর চেষ্টা করলে পুনরায় বিল জমা হতে শুরু করেন। সোমবার গ্রাহকদের বিল দিতে এসে অভিযোগ করেন মার্চ মাস থেকে লকডাউন শুরু হয়েছে তিন মাস কোন বিদ্যুৎ দপ্তরে থেকে বিল দেওয়া হয়নি তবুও অফিসে বসেই বিদ্যুৎ দপ্তর বিল করে নেন এতেই খুবই উঠেন গ্রাহকরা। চরিলাম এর অফিসের যদি মূল অফিসটি করা হয় তাহলে বিলের বিষয়ে চরিলাম এ সংশোধন করা যাবে বলে জানান দপ্তরে কর্মী।

খোয়াইয়ে বিলেতি মদের দোকানে চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ২৪ আগস্ট।। খোয়াইয়ের বিলিতি মদের দোকানে চুরির ঘটনা ঘটেছে। রবিবার রাতে এই চুরির ঘটনা ঘটে বলে জানা গেছে।সোমবার সকালে দোকানের ম্যানেজার দোকান খুলতে এসে লক্ষ করেন দোকানের সবকিছু উলটপালট।বিলাতি মদের দোকান থেকে নগদ টাকাসহ ২ লাখ টাকার বিলেতি মদ হাতিয়ে নিয়ে গেছে। সোমবার এ ব্যাপারে খোয়াই সুভাষ পার্ক আউটপোস্ট অভিযোগ দায়ের করা হয়। ঘটনার খবর পেয়ে আউটপোস্ট এর পুলিশ এসে ঘটনা তদন্ত করে। বিলিতি মদের দোকানে চুরির ঘটনার সংবাদে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।কেননা এ ধরনের চুরির ঘটনায় ইতিপূর্বে আর ঘটেনি।পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করলেও এখনো পর্যন্ত এ ঘটনায় জড়িত কাউকে শনাক্ত করতে পারেনি পুলিশ।

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়ি ঢুকল বসত ঘরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ আগস্ট।। সিধাই থানা এলাকার ঈশান পুর ব্রীজের কাছে একটি গাড়ি দ্রুতবেগে এসে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ব্রিজ সংলগ্ন একটি বাড়িতে ঢুকে যায়।দ্রুতগামী গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে হীরালাল সরকারের বসত ঘরে ঢুকে পড়লে ঘরটি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবে ঘটনার সময় বসত করে কেউ ছিলেন না। ফলে প্রাণহানির কোনো ঘটনা ঘটেনি। গাড়ির চালকও অক্ষত রয়েছেন। ঘটনা সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই এলাকার জনমনে তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। সানিয়া লোকজনরা জানিয়েছেন বসত করে ওই সময় কোন লোকজন থাকলে প্রাণহানি ঘটে যেতে পারত। ভাগ্যিস বসতঘরে কোন লোকজন না থাকায় প্রাণহানির ঘটনা ঘটেনি। এ ব্যাপারে পরিবারের তরফ থেকে সিধাই থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য জোরালো দাবি জানানো হয়েছে।

নীতি আয়োগের পরিকল্পনার সাথে সমন্বয় রেখে ও বিশেষজ্ঞদের পরামর্শে রাজ্যে উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণের উপর মুখ্যমন্ত্রীর গুরুত্ব আরোপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ আগস্ট।। নীতি আয়োগের পরিকল্পনার সাথে সমন্বয় রেখে রাজ্যের পরিকল্পনা ও সমন্বয় দপ্তরকে বিশেষ'দের পরামর্শ অনুসারে রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে গুরুত্ব আরোপ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। আজ সচিবালয়ের ২নং সভাকক্ষে আয়োজিত পরিকল্পনা ও সমন্বয় দপ্তরের পর্যালোচনা বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নে গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়মূলক প্রকল্পের বিস্তারিত খোঁজ খবর নেন। উন্নয়নের ক্ষেত্রে যে সমস্ত প্যারামিটারগুলি রয়েছে সেগুলিকে যথাযথভাবে কার্যকর করতে মুখ্যমন্ত্রী সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে নির্দেশ দিয়েছেন।

তিনি বলেন, রাজ্যের পরিকাঠামোগত উন্নয়ন এবং রাজ্যবাসীর আর্থ সামাজিক মানোন্নয়নের কথা বিবেচনা করে রাজ্যকে কিভাবে উন্নতির শিখরে পৌঁছানো যায় সেদিকে লক্ষ্য রেখেই বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা প্রয়োজন। রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নে আগামী ২ বছর কোন কোন পরিকাঠামোগত উন্নয়ন প্রকল্প নেওয়া হবে সে বিষয়ে একটি পোর্টাল তৈরি করতে পরিকল্পনা ও সমন্বয় দপ্তরকে নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। এরফলে রাজ্যে বিনিয়োগকারীদের অনেকটাই সুবিধা হবে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। রাজ্যের জি এস ডি পি বাড়াতে যে সমস্ত সেক্টরগুলি জি এস ডি পি বাড়ানোর ক্ষেত্রে অধিক ভূমিকা নেবে সেগুলি চিহ্নিত করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। সভায় উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা এবং মুখ্যসচিব মনোজ কুমার আলোচনায় অংশ নেন এবং মতামত প্রকাশ করেন।

পর্যালোচনাসভায় পরিকল্পনা ও সমন্বয় দপ্তরের সচিব অপূর্ব রায় দপ্তরের মূল কর্মসূচি, বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা, পরিকাঠামোগত কেন্দ্রীয় প্রকল্প সমূহের পর্যালোচনা, কেন্দ্রীয় প্রকল্পের বরাদ্দ বৃদ্ধির উদ্যোগ নেওয়া ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে সম্পর্কে অবহিত করেন।

তিনি জানান, রাজ্যের পরিকল্পনা ও সমন্বয় দপ্তর নোডাল দপ্তর হিসাবে নর্থইস্ট স্পেশাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট স্কিম, নর্থ ইস্ট কাউন্সিল, নর্থ ইস্ট রোড সেক্টর ডেভেলপমেন্ট স্কিম, সংসদ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প, বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প, সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট ফর হিমালয়ান রিজিওন, অ্যাসপিরেশনাল ডিস্ট্রিক্ট প্রোগ্রাম, জলশক্তি অভিযান, সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল, ইজ অব লিভিং, ইজ অব ডুয়িং বিজনেস ইত্যাদি কর্মসূচিগুলি রাজ্যে যথাযথভাবে রূপায়িত হচ্ছে কিনা তা মনিটিরিং করে। পরিকল্পনা দপ্তরের সচিব জানান, নন ল্যাপসেবল সেন্ট্রাল পুল অব রিসোর্স (এন এল সি পি আর)-এ রাজ্যে ২৩টি প্রকল্প চালু আছে। ডোনার মন্ত্রক থেকে এ বাবদ প্রয়োজনীয় অর্থ প্রদান করা হচ্ছে। নর্থ ইস্ট স্পেশাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পে ডোনার মন্ত্রক থেকে ২০১৮-১৯ এবং ২০১৯-২০ এই দুই বছরের জন্য চারটি প্রকল্পের জন্য ১৬৯ কোটি ২০ লক্ষ টাকা অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

যতনবাড়ি থেকে তীর্থমুখ হয়ে মন্দিরঘাট যাওয়ার রাস্তার উন্নয়নের জন্য একটি প্রজেক্ট ইতিমধ্যে ডোনার মন্ত্রকে পাঠানো হয়েছে বলে সচিব জানান। নর্থইস্ট কাউন্সিল থেকে পশুপালন, রাবার কাঠ ভিত্তিক প্লাইউড উৎপাদন কারখানা, সায়েন্স পার্ক গড়ে তোলার জন্য চলতি অর্থবছরে নতুন প্রকল্পের সুপারিশ করা হয়েছে। কোভিড-১৯ পরিস্থিতি মোকাবিলায় নর্থইস্ট কাউন্সিল থেকে ৩ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। সচিব আরও জানান, মুখ্যমন্ত্রী স্বনির্ভর পরিবার যোজনা এবং মুখ্যমন্ত্রী মডেল ভিলেজ প্রকল্প প্রক্রিয়াধীনে রয়েছে।

সভায় পরিকল্পনা (ইকোনমি' এবং স্ট্যাটিসটি') দপ্তরের অধিকর্তা ধন'য় দেববর্মা রাজ্যের জি এস ডি পি এবং মাথা পিছু গড় আয়ের সাফল্য এবং বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে পরিসংখ্যানের মাধ্যমে তুলে ধরেন।

তিনি জানান, ডোমেস্টিক ট্যুরিজম এ'পেণ্ডিচার এবং মাল্টিপাল ইণ্ডিকেটারের উপর ভিত্তি করে ৭৮ তম ন্যাশনাল স্যাম্পল সার্ভের কাজ চলছে। সি এইচ সি'র মাধ্যমে সপ্তম ইকোনমিক সেন্সাস করা হয়েছে। মোবাইল অ্যাপ ভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে এটি করা হয়েছে বলে সভায় জানানো হয়। তাছাড়া স্টেট অফিসিয়াল স্ট্যাটিস্টিক্যাল সিস্টেমকে উন্নতিকরণে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রীর বিশেষ সচিব প্রশান্ত কুমার গোয়েল সহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

আবারো যান দুর্ঘটনায় আহত বাইক চালক

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৪ আগস্ট।। সোমবার সকাল সাড়ে এগারোটা নাগাদ বিশালগড় থানাধীন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলেজ সংলগ্ন এলাকায় গুরুতর ভাবে আহত হয় বাইক চালক।আগরতলা থেকে বিশালগড়ে আসার পথে একটি বাইক যার নম্বর টিআর০৭ ৭০৭৪ রাস্তায় ছিটকে পড়ে।তৎক্ষণাৎ প্রত্যক্ষদর্শীরা খবর দেয় বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে এম্বুলেন্স১০২ কে তারা ছুটে আসে আহত রোগীকে বিশালগড় মহাকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। আহত যুবকের নাম তাপস দেবনাথ বাড়ি কমলাসাগর এলাকায় ন অগ্নিনির্বাপক দফতরের কর্মীরা যাওয়ার আগেই আগরতলা থেকে ওয়ান জিরো টু অ্যাম্বুলেন্স গাড়িটি বিশালগড়ের দিকে আসছিল তখন আসার পথে আহত যুবককে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। কর্তব্যরত চিকিৎসক আহত তাপস দেবনাথকে চিকিৎসা পরিষেবা দেয়। তাছাড়া বিশালগড় থানা এলাকায় বেশ সপ্তাহখানেক ধরে গাড়ি বাইক দুর্ঘটনা দিন দিন বেড়েই চলছে, পুলিশ যত সর্তকতা অবলম্বন এর জন্য ফাইন আদায় করুক না কেন জনগণ সতর্কতাঃ হচ্ছেন না,গত সাত দিনে বিশালগড় থানা এলাকায় তিনটি বাইক দুর্ঘটনায় কয়েকটি মায়ের কুল শুন্য হয়ে গেছে। বিশালগড় এবং বিশ্রামগঞ্জ থানার পুলিশ প্রায়ই রাস্তায় বেআইনিভাবে হেলমেট ছাড়া চলা বাইকগুলোকে ফাইন আদায় করে থাকেন ন তবু উঠতি বয়সের যুবকরা বাইকে উঠা মাত্র ৮০ থেকে ১০০ কিলোমিটার গতিতে বাইক চালাতে থাকেন ন অল্প বয়সে প্রাণ হারাতে হয় বাইক চালকদের। তাহলে কিলোমিটার মেশিন লাগিয়েও অতিরিক্ত গতিতে চলা বাইক এবং গাড়িদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না পুলিশ প্রশাসন।

সহ অধিকর্তাকে ডেপুটেশন বাগিচা কর্মচারীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ আগস্ট।। অফিস লেনে হর্টিকালচারাল সহ অধিকর্তার অফিসে ডেপুটেশন প্রদান করেছে বাগিচা শ্রমিকরা।সহ অধিকর্তার কাছে ডেপুটেশন প্রদানকালে তারা দাবি জানিয়েছে দীর্ঘকাল ধরে তারা রাজভবন, রবীন্দ্র কানন এবং বিভিন্ন মন্ত্রীর আবাসে শ্রমিক হিসেবে কাজ করে চলেছেন।বিগত বামফ্রন্ট সরকারের আমলে এইসব বাগিচা শ্রমিকদের নিযুক্তির বিষয়ে কোন ধরনের নিয়ম নীতি প্রণয়ন করা হয়নি। সরকার পরিবর্তনের পর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টিতে বিষয়টি আনা হয়েছে। কিন্তু বর্তমান সরকার ও এখনো পর্যন্ত তাদের নিযুক্তির বিষয়ে কোনো ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেনি। ফলে বাগিচা শ্রমিকেরা চরম হতাশায় ভুগছে।সে কারণেই নিযুক্তির দাবিতে বাকি চা শ্রমিকরা সোমবার হর্টিকালচারে সহ অধিকর্তার অফিসে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করেছে। অবিলম্বে তাদেরকে নিযুক্তির বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ না করা হলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবে বলে জানিয়েছে।

।ডেপুটেশন কারীরা অভিযোগ করেছে বিগত বামফ্রন্ট সরকারের আমলের তাদের নিযুক্তির বিষয়ে কোনো ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ না করায় তারা প্রচন্ড ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বর্তমান সরকার তাদের বিষয় বিবেচনা করবে ফলে তারা জিরা প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। এ বিষয়ে তারা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

সিধাই সীমান্তে আটক বাংলাদেশী চোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ আগস্ট।। সিধাই এর সীমনার এনসিনগর সীমান্ত দিয়ে অনুপ্রবেশের সময় এক বাংলাদেশীকে আটক করেছে বিএসএফ। আটক বাংলাদেশী যুবকের নাম শাহজাহান মিয়া।তার বাড়ি বাংলাদেশের শ্রীমঙ্গলের সাতগাঁও এলাকায়।সীমান্ত দিয়ে অনুপ্রবেশের সময় তাকে আটক করা হলেও তার কাছ থেকে অবৈধ কোন কাজ জিনিসপত্র উদ্ধার করা যায়নি। বেআইনিভাবে আন্তর্জাতিক সীমান্ত দিয়ে রাজ্যে অনুপ্রবেশ করা বিএসএফ জওয়ানরা তাকে পাকড়াও করেন। আটক বাংলাদেশী যুবককে শুধায় থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। সিধাই থানার পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।কেন সে সীমান্ত ডিঙিয়ে অনুপ্রবেশ করেছে সে সম্পর্কে অবশ্য বিস্তারিত কোনো তথ্য এখনো পর্যন্ত জানা যায় নি।উল্লেখ্য করোনা পরিস্থিতিতে সীমান্ত অনুপ্রবেশ রোধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য পুলিশ এবং বিএসএফকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।বিএসএফ কঠোর মনোভাব গ্রহণ করার ফলে অনুপ্রবেশকালে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীকে আটক করা সম্ভব হয়েছে।তার বিরুদ্ধে বেআইনি অনুপ্রবেশ আইনের ধারায় মামলা গ্রহণ করেছে সিধাই থানার পুলিশ।

করোনা-সংক্রমণ ৩১ লক্ষের বেশি, ভারতে মৃত্যু বেড়ে ৫৭,৫৪২ : স্বাস্থ্য মন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ২৪ আগস্ট (হি.স.): বাড়তে বাড়তে ভারতে ৩১ লক্ষের গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল করোনা-সংক্রমণ, একলাফে অনেকটাই বাড়ল মৃত্যুর সংখ্যা। সুস্থতার সংখ্যা বেড়েছে। সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৩১,০৬, ৩৪৯-এ পৌঁছে গেল। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় (রবিবার সারাদিনে) নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ৮৩৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। শেষ ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ৬১,৪০৮ জন এবং সুস্থ হয়েছেন ৫৭,৪৬৮ জন।সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৫৭,৫৪২ জন এবং মোট সংক্রমিত ৩১,০৬, ৩৪৯ জন। এখনও পর্যন্ত করোনা-মুক্ত হয়েছেন ২৩,৩৮, ০৩৬ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ৭ লক্ষ ১০ হাজার ৭৭১।কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক বুলেটিনে জানিয়েছে, ৫৭,৫৪২ জনের মধ্যে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ৩৩ জনের মৃত্যু হয়েছে, অন্ধ্রপ্রদেশে ৩,২৮২ জনের মৃত্যু হয়েছে, অরুণাচল প্রদেশে ৫ জন, অসমে ২৪২ জন, বিহারে ৫১১ জনের, চন্ডীগড়ে ৩৭ জন, ছত্তিশগড়ে ১৯৭ জন, দাদর ও নগর হাভেলি এবং দমন ও দিউতে দু"জনের মৃত্যু হয়েছে, দিল্লিতে মৃত্যু হয়েছে ৪,৩০০ জনের, গোয়া ১৪৪ জন, গুজরাটে ২,৮৯৫ জনের, হরিয়ানায় ৬০৩ জনের, হিমাচল প্রদেশে ২৯ জনের, জম্মু-কাশ্মীরে ৬১৭ জনের, ঝাড়খণ্ডে ৩১২ জনের, কর্ণাটকে ৪,৬৮৩ জন প্রাণ হারিয়েছেন, কেরলে ২২৩ জন, লাদাখে ২৩ জন, মধ্যপ্রদেশে ১, ২২৯ জন, মহারাষ্ট্রে ২২,২৫৩ জনের মৃত্যু হয়েছে, মণিপুরে ২২ জন, মেঘালয়ে ৮ জন, নাগাল্যান্ডে ৯ জন, ওড়িশায় ৪০৯ জনের, পুদুচেরিতে ১৫৯ জন, পঞ্জাবে ১,০৮৬ জন, রাজস্থানে ৯৫৫ জনের, সিকিমে ৩ জন, তামিলনাড়ুতে ৬,৫১৭ জন, তেলেঙ্গানায় ৭৬১ জন, ত্রিপুরায় ৭৩ জন, উত্তরাখণ্ডে ২০০ জন, উত্তর প্রদেশে ২,৯২৬ জন এবং পশ্চিমবঙ্গে ২,৭৯৪ জন প্রাণ হারিয়েছেন।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক বুলেটিনে জানিয়েছে, ভারতে এই মুহূর্তে মৃত্যু হয়েছে ১.৮৫ শতাংশ মানুষের, সুস্থ হয়েছেন ৭৫.২৭ শতাংশ মানুষ এবং চিকিৎসাধীন ২২.৮৮ শতাংশ মানুষ। ভারতে নিত্যদিন লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েই চলেছে কোভিড-১৯ নমুনা পরীক্ষা। ২৩ আগস্ট পর্যন্ত ভারতে মোট ৩,৫৯, ০২,১৩৭টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। সোমবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, শুধুমাত্র ২৩ আগস্ট সারাদিনে ৬, ০৯,৯১৭টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।